অব্যর্থ-মুষ্টিযোগ

কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত

কবিরাজ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিরঞ্জন

কর্ত্তৃক সংশোধিত

পঞ্চম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর

স্থলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪, অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

মূল্য—এক টাকা

F. J. P. Works Calcutta.

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ

চৈতন্য চরিত	।৵০
ভক্তজীবনী (সচিত্র)	১৲
দোঁহাবলী (সানুবাদ)	৸০
কালী-কৈবল্যদায়িনী	॥৵০
ব্রহ্মজ্যোতি মহাকালী	।৵০
সর্ব্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি	৸০
গুরুশিষ্য-সংবাদ	॥৵০
অন্নদামঙ্গল, বড় বাঁধান	১৲

জ্যোতিষশাস্ত্র

জ্যোতিষদীপিকা (সচিত্র)	১।০
বরাহমিহির ও খনা	॥৵০
স্বপ্নফল কল্পদ্রুম	॥০

তন্ত্রশাস্ত্র

কামাখ্যা মন্ত্রসার	॥৵০
মায়াজাল বা মোহিনীবিদ্যা	১৲
সাঁওতালী তন্ত্র (সচিত্র)	॥০
কক্ষপদর্পণ তন্ত্র (সচিত্র)	১৲
ডাকিনী তন্ত্র (সচিত্র)	১৲

পাক প্রণালী

আধুনিক পাকপ্রণালী	১৲
অদ্ভুত যাদুবিদ্যা	৸০
স্ত্রীর সহিত কথোপকথন	১৲
গোপালভাঁড় রহস্য	॥৵০

গীতাভিনয়

ধর্ম্মবল (সৌরীন্দ্র)	১॥০
শাপমুক্তি ঐ	১।০
শ্রীকৃষ্ণ (জ্ঞাননন্দী)	১।৵০
বেহুলা (অঘোর)	॥০
গয়াসুর (ঐ)	১৲
দাতাকর্ণ (ঐ)	১৲
রাবণবধ (ঐ)	১৲
পরশুরাম (ঐ)	১৲
শ্রীবৃন্দাবন (ঐ)	১॥০
সীতার পাতাল প্রবেশ	১॥০
কংশবধ (পশুপতি)	১৲
তাপস কুমারী (ঐ)	১॥০
ক্ষত্রপণ বা জয়দ্রথ বধ	১৲

থিয়েটারের পুস্তক.

দাশরথি বাবু প্রণীত

কণ্ঠহার	,,	১॥০
রণভেরী		১।০
সেলিনা	,,	॥০
হীরার নথ	,,	॥০

সুরেন্দ্র বাবু প্রণীত

সরমা	১৲
মোগল পাঠান	১৲
হিন্দুবীর	১৲
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ	১৲
আলিকজাণ্ডার	১৲
কলির সমুদ্র মন্থন	॥০

অতুলানন্দ বাবু প্রণীত

পানিপথ	১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর, ৪৪, নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

নূতন জ্বর-চিকিৎসা।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনাযুক্ত নূতন শ্লৈষ্মিকজ্বরে—

১। আদা, বেলপাতা ও নিসিন্দাপাতা সমপরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসংযুক্ত করিয়া অর্দ্ধপোয়া অনুমান রস বাহির করতঃ তাহাতে এক আনা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস প্রাতে পান করিলে সর্ব্বাঙ্গবেদনা ও জ্বর অতি শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

২। আদা, বেলপাতা এবং ওকড়া পাতা এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ রস বাহির করিয়া, সেই রসে একখানি উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ ফেলিয়া ঐ রস উষ্ণাবস্থায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বেদনাযুক্ত শ্লৈষ্মিকজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

জ্বরে পিপাসা থাকিলে—

১। মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা (পাথরকুচি) ও শুঁট এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত দুইতোলা লইয়া চারিসের 'জলধারা' সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে, যখন দেখিবে যে জল

শুষ্ক হইয়া দুইসের পরিমাণ অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে, তৎপরে শীতল হইলে রোগীকে অল্প অল্প করিয়া পিপাসার সময় পান করিতে দিবে। এই জল পানে জ্বর ও পিপাসা প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। কোন একটী প্রস্তরপাত্রে অথবা কাংস্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য-নির্ম্মিত পাত্র ব্যতীত যে কোন পাত্রে হউক, এক ছটাক মৌরী ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে, এক ঘণ্টা পরে ঐ মৌরি ছাঁকিয়া ফেলিয়া পরিষ্কৃত জলে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া পিপাসার সময় অল্প অল্প রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে জ্বর ও পিপাসা প্রশমিত হয়।

৩। অৰ্দ্ধসের পরিমিত শীতল জলে একতোলা কিংবা দুইতোলা পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া পিপাসাকালে অল্প অল্প ঐ জল পান করিতে দিবে, ইহাতে জ্বর-জনিত পিপাসা প্রশমিত হয়।

জ্বরে বমি থাকিলে—

১। কৃষ্ণতিল একতোলা পরিমাণ লইয়া স্ত্রীদুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া স্ত্রীদুগ্ধদ্বারা পান করিতে দিলে জ্বরজনিত বমি প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। একতোলা শঁসার বীচির শাঁস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া আল্‌তাগোলা জলের সহিত পান করিলে জ্বর-জনিত বমি নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। ময়ূরপুচ্ছভস্ম স্ত্রীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ত্রীদুগ্ধের সহিত পান করিতে দিলে অচিরেই জ্বর-জনিত বমি প্রশমিত হইয়া থাকে।

জ্বর পরিত্যাগ না হইয়া অবিশ্রান্ত জ্বর থাকিলে—

১। চিরতা, নিম্বপত্র, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ ও পল্‌তা এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত দুইতোলা লইয়া অৰ্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ

করত অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ অর্দ্ধপোয়া সমস্ত একেবারে রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে জ্বর একেবারে ছাড়িয়া যায়।

জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইলে—

শোণালুর আঠা, পিপুলমূল, কট্‌কী (কটকী), মুথা এবং হরিতকী ; প্রথমতঃ পিপুল প্রভৃতি চারিটী দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি করিয়া লইয়া, অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উক্ত শোণালুর আঠা পাঁচ আনা দুই রতি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে, এই ঔষধটী প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে, ইহাতে দুই একবার বাহ্যে হইবে, যে সময় দাস্ত বন্ধ হইবে, তাহার পরে জলসাগু বা জলবালি পথ্য দিবে, এই ঔষধ একদিবস সেবনেই জ্বর পরিত্যাগ করিবে, যদি একান্তই একদিবসে জ্বর পরিত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তৃতীয়দিবস পুনরায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধ ক্রমান্বয়ে দুইদিবস ও সকাল বৈকাল সেবন নিষেধ।

মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত বোধ হইলে—

১। আদার রসদ্বারা চারিবার বা পাঁচবার কুল্‌কুচা করিবে। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ নিবারণ ও মুখ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

২। ত্রিকটু অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অধিক পরিমাণে জল লইয়া ঐ পিষ্ট দ্রব্য তাহার সহিত গুলিয়া পাঁচ সাতবার কুল্‌কুচা করিবে ; ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্মালিপ্ততা দূরীভূত হইয়া থাকে।

জ্বরে মস্তক বেদনা (মাথাধরা) থাকিলে—

১। মুচুকন্দ পুষ্প বাটিয়া কপাটিতে অর্থাৎ কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে জ্বরের মস্তকবেদনা প্রশমিত হয়।

২। নারিকেলের পুষ্প, দারুচিনি ও লবঙ্গ এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া কপাটীতে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তকবেদনা নিবারণ হয়।

জ্বরে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম থাকিলে—

১। দুই তিন ঘন্টা কাল নিয়ত গাত্রে পুরাতন আবির অথবা কুলত্থকলাই ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া মাখাইলে ঘর্ম্ম বন্ধ হয়।

২। পটোলের রস গাত্রে মর্দ্দন করিলেও জ্বরের ঘর্ম্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। প্রবাল ভস্ম মধু দিয়া খাইলে অধিক ঘর্ম্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে—

১। ভূমিকুষ্মাণ্ড (ভুঁই কুমড়া), লোধকাষ্ঠ, কদবেল, ছোলঙ্গলেবুর কেশর, এই সকল দ্রব্য সমানপরিমাণে লইয়া ডালিমের রসের সহিত বাটিয়া মস্তকের চুলগুলি উত্তমরূপে ফেলাইয়া মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে গাত্রদাহ উপশমিত হয়।

২। পলাশবৃক্ষের কোমলপত্র কাঁজীদ্বারা বাটিয়া দাহপীড়িত ব্যক্তির মস্তকে উত্তমরূপে প্রলেপ দিলে অত্যল্পকালমধ্যে গাত্রজ্বালা প্রশমিত হয়।

৩। রোগীকে উত্তান (চিত) ভাবে শয়ন করাইয়া তাহার নাভিদেশে একটী সুগভীর তাম্র অথবা কাঁসাদির পাত্র স্থাপন করিয়া ঐ পাত্রে অধিক পরিমাণে শীতল জল ক্রমে ক্রমে ঢালিবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাও দাহজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

৪। উক্ত নিয়মানুসারে নিমের পাতার ফেনা গাত্রে লেপন করিলেও গাত্রদাহ উপশমিত হয়।

নূতন জ্বরনাশক যোগ সমূহ—

১। দুইতোলা নিসিন্দেপাতা অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে চারি আনা পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নূতন জ্বর রোগীকে পান করিতে দিলে জ্বর শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতা এবং শুঠ এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আশু জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতিকজ্বরে—

১। গুলঞ্চ, বিল্বপত্র, পিপুল, অনন্তমূল এবং কিস্‌মিস্ এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে একত্রে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুইতোলা আদার রসের সহিত পান করিলে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

পৈত্তিকজ্বরে—

১। পটোলপত্র ও ইন্দ্রযব এই উভয়ে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা

মধু মিশ্রিত করত পান করিলে প্রবল পিত্তজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। ক্ষেত্‌পাপড়া, মুথা, বেণার মূল এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে একত্রে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে অর্দ্ধতোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৩। ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস দুইতোলা সামান্য মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিকজ্বরে—

১। কট্‌কী, রক্তচিতার মূল, নিমছাল, কাঁচাহরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, দূর্ব্বা, এবং পটোলপত্র এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে সমস্ত দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে মরিচের গুঁড়া ও মধু উভয় অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মা অতি অল্পকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। নিমছাল, শুঁটি, গুলঞ্চ, শঠী, চিরতা, পিপুল, গজপিপুল এবং কণ্টকারী এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ওজনে দুই আনা মরিচের গুঁড়া ও চারি আনা মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মাজ্বর নিবারিত হয়।

বিষমজ্বর-চিকিৎসা।

প্রত্যহ দিনের মধ্যে যে কোন একসময় অল্পমাত্র জ্বর হইলে ও পেটে প্লীহা এবং যকৃৎ (লিবার্) প্রভৃতি থাকিলে—

১। গুগ্‌গুল, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরিতকী, শ্বেতসর্ষপ এবং ঘৃত এই কয়েকটি দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিবে, ইহাতে বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

২। চিরেতা, কটকী, গুলঞ্চ, মুথা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া সর্ব্বসমেত দুইতোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর, অল্পকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। পিপুলের চূর্ণ এক আনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

৪। শেফালিকাপত্রের স্বরস একছটাক লইয়া একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে অধিক দিনের পুরাতন বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল সূতা দ্বারা বেষ্টন করতঃ রবিবারে কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়কজ্বর (যে জ্বর দুই দিন বন্ধ থাকিয়া হয়) বিনষ্ট হয়।

৬। বামনহাটির মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ মস্তকে বন্ধন করিলে পালাজ্বর (যাহা একদিন অন্তর হয়) বিনষ্ট হয়।

৭। জয়ন্তীমূল মস্তকে ধারণ করিলে সকলপ্রকার বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। বিড়াল বিষ্ঠার ধূপ রোগীর শরীরে লাগাইলে কম্প নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা।

জ্বরের সহিত পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে—

১। শুঁঠ, মুথা ও ইন্দ্রযব এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুই তোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতে পান করিলে জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

২। শুঁঠ, আতইচ, মুথা, চিরেতা, গোলঞ্চ এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে জ্বরাতিসার শীঘ্র প্রশমিত হয়।

৩। ইন্দ্রযব, গজপিপুল ও কুড়্চির ছাল এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুই তোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করতঃ প্রাতে পান করিলে জ্বরাতিসার শীঘ্র প্রশমিত হয়।

অতিসার-চিকিৎসা।

জ্বর না হইয়া কেবলমাত্র অধিক পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে—

১। ধনিয়া, পিপুল শুঁঠ, সোয়ান এবং হরিতকী এই কয়েকটী দ্রব্য

সমপরিমাণে অর্দ্ধতোলা লইয়া পেষণ করতঃ মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার রোগ নিবৃত্তি হয়।

২। বিংশতিটি (২০) মুথা কুট্টিত করিয়া দেড়পোয়া জল ও অর্দ্ধপোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধমাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অতিসাররোগীকে পান করাইবে। ইহাতে পেটে পরিপাক জন্মে।

৩। কচি বেল রাত্রিতে পুড়াইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে ঐ বেলের বীজ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্তমাত্রায় কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অতিসার-রোগ প্রশমিত হয়।

৪। অল্প জলের সহিত আমলকী পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশের চতুর্দ্দিকে আলবান্ধার ন্যায় উচ্চ করিয়া প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যে আদার রস পূর্ণ করিয়া রাখিলে অতিসার রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৫। বেলশুঁঠ এবং আমের আঁঠির শাঁস এই উভয় দ্রব্য দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চিনি ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতিসাররোগ প্রশমিত হয়।

রক্তাতিসার চিকিৎসা।

অধিক পরিমাণে পুনঃ পুনঃ রক্তদাস্ত হইতে থাকিলে—

১। কুড়ুচির ছাল, দাড়িমের খোসা, মুথা, ধাইফুল ও বেলশুঁঠ, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার আশু প্রশমিত হয়।

২। কচি দাড়িম্বের ত্বক ও কুড়্চীর ছাল সমভাগে, কাথ মধু সহ পান করিলে দুর্নিবার রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

অতিসারে বেদনা থাকিলে,—

১। বটের ঝুরি একতোলা লইয়া আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত পেষণ করিয়া তণ্ডুলজল দিয়া পান করিলে বেদনাযুক্ত অতিসার প্রশমিত হয়।

২। হিজলপত্রের রস এক ছটাক কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে বেদনাযুক্ত অতিসার রোগ নিবারিত হয়।

৩। নূতন বাবলাপত্র একতোলা পরিমাণে জলদ্বারা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত পান করিলে বেদনাযুক্ত অতিসার রোগ আশু প্রশমিত হয়।

আমযুক্ত অতিসাররোগে—

১। মুথা, বেলশুঁঠ, পাথরকুচি এবং কুড়চির ছাল এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে আমাতিসার-রোগে উপকার হয়।

২। কুড়্চির ছাল দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিলে আমাতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

৩। মুথা আধপোয়া লইয়া কুট্টিত করতঃ তাহা হইতে এক ছটাক রস বাহির করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দুই এক দিবস মধ্যে আমাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রবাহিকা (আমাশয়) চিকিৎসা।

১। আমরুলের পাতার রস এক ছটাক সকালে ও বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

২। গান্ধালের পাতার রস একছটাক লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সদ্যই আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।

৩। গান্ধালপাতার ঝোল রন্ধন করিয়া বা গান্ধাল পাতার বড়া প্রস্তুত করিয়া অন্নের সহিত খাইলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৪। থানকুড়ি পাতার রস, কিঞ্চিৎ মধু দিয়া সেবন করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। একতোলা গাঁদাফুলের পাতার রস ও আধভরি কাশীর চিনি মিশাইয়া খাইলে আমাশয় রোগ ভাল হয়।

গ্রহণী-চিকিৎসা।

প্রথমাবস্থায়—

১। কপিত্থ (কৎবেল), বেলশুঁঠ, আমরুলশাক ও দাড়িমের ফল বা ছাল এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে আটতোলা লইয়া /২ সের ঘোলের সহিত পাক করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সমস্তদিনে উহার অল্প অল্প পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। ধনিয়া, শুঠ, মুথা, জোয়ান, বালা ও বেড়েলা এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া আধসের জল দিয়া পাক করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ নিবৃত্তি হয়।

৩। জাম, দাড়িম, শিঙ্গাড়া (পাণিফল) ও কঞ্চট (কেঁচড়া) এই সকলের পত্রদ্বারা একটি কচি বেলকে উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া আকন্দের লতাদ্বারা বেষ্টন করতঃ অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বদিবস রাখিয়া দিবে। পরদিবস উক্ত বেলের শস্য দুইতোলা, ইক্ষুগুড় দুইতোলা এবং শুঁঠের গুঁড়া চারি আনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গ্রহণীরোগ অতি অল্পকালমধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। গুলঞ্চ আতইচ, শুঁঠ, মুথা, সমভাগে দুইতোলা লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, পান করিলে আম-গ্রহণীরোগ মল সংগ্রাহক ও অগ্নির দীপ্তিকর হইয়া থাকে।

পুরাতন গ্রহণী-চিকিৎসা।

১। রক্তচিতার মূল, পিপুলের মূল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, পঞ্চলবণ (সৌবর্চ্চলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ ও সামুদ্রলবণ) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, জোয়ান এবং বচ এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া ছোলঙ্গলেবুর বা দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই আনা বা চারি আনা (শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া) পরিমাণ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অধিক দিনের পুরাতন গ্রহণীরোগ আশু নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

২। চিরেতা, কট্‌কী, মরিচ, পিপুল, মুথা ও ইন্দ্রযব এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক একতোলা করিয়া ও কুড়্‌চিছালের চূর্ণ ষোলতোলা লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই চূর্ণ হইতে চারিআনা পরিমাণ চূর্ণ কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়

ও শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অধিক দিনের পুরাতন গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

৩। মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, সৌবর্চ্চলবণ, সৈন্ধবলবণ এবং বিট্‌লবণ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে যোলতোলা লইয়া একটি মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া অপর একটি মৃত্তিকাপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সন্ধিস্থান আবদ্ধ করিয়া ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। অনন্তর ঐ পাত্রস্থ দগ্ধপদার্থগুলি চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণ, একআনা বা দুই আনা মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত অথবা আহারীয় দ্রব্যের সহিত সেবন করিলে অতি পুরাতন ও দুঃসাধ্য গ্রহণী রোগও অল্পদিনের মধ্যে নিবারিত হয়।

অর্শ-চিকিৎসা।

প্রথমাবস্থায়—

১। হরিদ্রাচূর্ণ, মনসাসিজের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্শের অঙ্কুরে প্রলেপ প্রদান করিলে বাহ্যবলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। ঘোষাফলের চূর্ণ অর্শের অঙ্কুরে ঘর্ষণ করিলেও অতি অল্পকাল মধ্যেই অর্শাঙ্কুর পতিত হয়।

৩। তিৎলাউয়ের বীজ শাম্ভারীলবণ একত্রে কাঁজির সহিত বাটিয়া অর্শাঙ্কুরে লেপন করিলে অর্শাঙ্কুর খসিয়া পড়ে।

অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—

৪। জোয়ান ও বিট্‌লবণ ঘোলের সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অর্শরোগ প্রশমিত হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

৫। ইক্ষুগুড় ও হরীতকী সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও অর্শরোগ প্রশমিত হয়।

৬। জোয়ান চুর্ণের অর্দ্ধেক বিট্ লবণ লইয়া চারি আনা মাত্রায় ঘোল দিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও অর্শরোগ নিবারিত হয়।

অর্শরোগে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহাতে রোগী অত্যন্ত যাতনা ভোগ করে এবং ক্রমে আহারে অরুচি হওয়ায় দুর্ব্বল হয়, এজন্য চিকিৎসক কোষ্ঠপরিষ্কারবিষয়ে সতর্ক থাকিয়া সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

১। একটি হরীতকীকে গোমূত্রে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ হরীতকীটির আঁটি পরিত্যাগ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ করিয়া অর্শরোগীকে সেবন করিতে দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া, অতি অল্পদিনেই অর্শরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। একটি ওল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ একহস্ত পরিমিত একটি গর্ত্তে ঐ মৃত্তিকা লিপ্ত ওলটি রাখিবে, পরে উহার উপরে গর্ত্ত পূরণ করিয়া ঘুঁটিয়া দিয়া ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর অগ্নিসংযোগে উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে উহা গর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঐ কন্দ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণ মিশাইয়া সেবন করিবে।

৩। দুইতোলা পরিমাণ কৃষ্ণতিল পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু ইহা সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। ইহাতে অর্শরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তার্শ-চিকিৎসা (অর্থাৎ মলদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে তাহার চিকিৎসা)

১। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নূতন দূর্ব্বাপত্রের স্বরস অর্দ্ধপোয়া সেবন করিলে তিন দিবসেই অর্শের রক্তপড়া বন্ধ হইয়া থাকে।

২। মাখন দুইতোলা, মিছরি আধতোলা ও নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ✓৹ আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে অর্শের রক্ত শীঘ্রই নিবারিত হয়।

গাঁদা ফুলের পাতার রস এক ছটাক কাশীর চিনি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া খাইলে অর্শের রক্ত বন্ধ হয়।

মহানিমের পাতা জল দিয়া আগুনে সিদ্ধ করিয়া ঐ বাষ্প মলদ্বারে লাগাইলে, অর্শের যাতনা সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়, এমন কি বলি পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে।

৩। অশোকছাল আটতোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধসের ও জল অর্দ্ধসের দিয়া পাক করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহা সমস্ত দিনে অল্প অল্প সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অর্শের রক্তপড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

অর্শে যদি মলদ্বার বেদনাযুক্ত হয় তাহা হইলে—

১। কাঁকড়ার মাটী জল দিয়া গুলিয়া টাকার মত গোলাকৃতি ও চেপ্‌টা চেপ্‌টা করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মলদ্বারে সেক্ প্রদান করিবে।

২। গরম জলে ফট্‌কিরি গুঁড়া মিশাইয়া শৌচ করিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইলে—

১। সৈন্ধব, হিঙ্, হরীতকী, আমলকী, যোয়ান, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া সমস্তের দ্বিগুণ ইক্ষুগুড়ের

সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। উক্ত মোদক অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় এবং কিছু দিন ব্যাপিয়া সেবন করিলে, দাস্ত পরিষ্কার হয়, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

গুড়ের সহিত শুঁঠের চূর্ণ বা গুড়ের সহিত পিপুলচূর্ণ কিম্বা গুড়ের সহিত হরীতকীর চূর্ণ অথবা গুড়েব সহিত দাড়িমের খোসার চূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরন্তু এস্থলে গুড় একতোলা ও শুঁঠ প্রভৃতির চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে লইতে হইবে।

৩। মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ লবণের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ আদা প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে আহারীয় দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

৪। একতোলা ঈষবগুল মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে অজীর্ণ দূর হয়।

আহারের পর আহারীয় দ্রব্য অম্ল পরিপাক হইয়া বুকজ্বালা প্রভৃতি হইলে—

১। যষ্টিমধু ও আমলকীর চূর্ণ এই উভয় দ্রব্য মিলিত চারি আনা লইয়া আমলকীর রসের সহিত পান করিলে সদ্যই অম্ল নিবারণ হয়।

২। শীতল জল আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করিলেও সদ্য অম্ল নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। রাত্রে একপোয়া জলে ধনে একভরি, ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে তাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে, অম্লপিত্তজনিত বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

৪। হিঙ্, সৌবর্চ্চলবণ এই দুইটী দ্রব্য সমপরিমাণে দুই তোলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অন্নের সহিত এক আনা বা দুই আনা পরিমাণে সেবন করিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

৫। যবক্ষার (সোরা) এবং শুঁঠ চূর্ণ এই উভয় দ্রব্য সমভাবে ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে একত্রে মিশ্রিত করিবে পরে ঐ চূর্ণ দুইআনা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অল্পপরিমাণে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে লেহনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও পরিপাক শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৬। উক্ত নিয়মানুসারে শুঁঠের চূর্ণ প্রাতঃকালে মধুর সহিত লেহনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া অল্প উষ্ণ জল পান করিলেও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অত্যগ্নি (যে অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুধা হয় এবং প্রচুর আহারেও পরিতৃপ্তি হয় না। আহারের অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় ঐরূপ ক্ষুধার উদ্রেক হয়) হইলে—

১। স্তন্যদুগ্ধের সহিত যজ্ঞডুমুরের গাছের ছাল একতোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণকরতঃ দিবসে দুইবার (প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়) সেবন করিলে অত্যগ্নি নিবারিত হয়।

২। আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমস্তে দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

আহারীয়দ্রব্য অপরিপাকনিবন্ধন দাস্ত ও প্রস্রাববদ্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠিলে—

১। আনারস গাছের মেথি অর্দ্ধপোয়া, নীল চারি তোলা ও জলের পচা আম্র পত্র এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা

নাভিমূলে প্রলেপ প্রদান করিলে কম সময়ের মধ্যেই দাস্ত ও প্রস্রাব খোলসা হইয়া পেটফাঁপা দূরীভূত হয়।

২। বীচেকলা, গাছের পচামূল (অর্থাৎ গাছ কাটিয়া লইলে যে পচা এঁটে মাটীতে থাকে) উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে আলবাল প্রস্তুত করিয়া (অর্থাৎ আলবান্ধার ন্যায় নাভির চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া গোলাকারে উচ্চ করিয়া প্রলেপ দিয়া) তাহার মধ্যদেশে ঐ পচা কলামূলের রস দুই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে দাস্ত ও প্রস্রাব খোলসা হইয়া রোগী সুস্থ হয়, পরন্তু এই ঔষধ দিবার সময় রোগী চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শুইয়া থাকিবে।

৩। তেলাকুচার পাতার রস সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল নাভিদেশে মালিশ করিলেও অল্পকালের মধ্যে পেটফাঁপা দূরীভূত হয়।

৪। রেড়ীর তৈল নাভিদেশে কিয়ৎক্ষণ মালিশ করিলেও পেটফাঁপা দূরীভূত হইয়া থাকে।

৫। পাঁচ ছয়টা গোলমরিচ চিনির সরবতের সহিত পান করিলে পেটফাঁপা ভাল হয়।

বিসূচিকা-চিকিৎসা।

এই রোগসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ বলেন যে, বিসূচিকা-রোগে অগ্নি এত হ্রাস হইয়া যায় যে, ঔষধ পর্য্যন্ত পরিপাক হইবার ক্ষমতা থাকে না, এই জন্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেষ্টারা এই রোগে সেবনীয় ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং মালিশ প্রভৃতি ঔষধ দুই একটী লিখিত হইতেছে।

১। কুড় ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে পেষণ করিয়া তিলতৈলের সহিত

মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলে বিসূচিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাগাছের ছাল, কুড়, বচ ও শলুফা এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া আমানির সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলে বিসূচিকা রোগ নিবারণ হয়।

রোগীর পিপাসা থাকিলে—

৩। লবঙ্গ বা জাতিফল অথবা মুদ্গোর (মুগের) সহিত জল সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিবে। পরন্তু এস্থলে লবণ প্রভৃতি দ্রব্য দুইতোলা, জল /৪ সের শেষ /২ সের থাকিবে।

পেট ফাঁপিয়া থাকিলে—

৪। প্রস্রাব না হইলে পাথরকুচীর পাতা চারিভরি ও সোরা একভরি বাটীয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্রাব হয়।

ক্রিমি-চিকিৎসা।

ক্রিমিরোগে মুখ দিয়া জল উঠিলে ও পেটে বেদনা থাকিলে—

১। পাল্‌তে মাদারের পত্রের স্বরস একছটাক এবং বিড়ঙ্গ-চূর্ণ দুই আনা লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি জন্য মুখে জল উঠা ও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। পলাশের পাপ্‌ড়ার শাঁস একসিকি ও বিড়ঙ্গের শাঁস একসিকি

এই উভয় দ্রব্য একত্রে বাটিয়া শীতল জলের সাহত প্রাতে পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৩। ভাঁট পাতা অথবা আনারসের পাতার গোড়ার নরম অংশের রস বাহির করিয়া এক ছটাক পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। দাড়িম বৃক্ষের মূলের ছাল একতোলা, বিড়ঙ্গের শাঁস আধতোলা, পলাশ বীজ আধতোলা, একত্র কুট্টিত করিয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই আনা বিট্‌লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমিজন্য নানাবিধ উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। তিক্ত লাউয়ের বীজ চূর্ণ দুইতোলা, ঘোল আটতোলা সেবন করিলে ক্রিমিরোগে বিশেষ উপকার হয়।

ক্রিমিজন্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—

১। কমলাগুড়ি আধতোলা, মিছরির জলের সহিত পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার ও ক্রিমি নিঃসৃত হয়।

২। পলাশ পাপ্‌ড়া, নিম্ববৃক্ষের বল্কল, চিরতা, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গের শাঁস, কটকী ও তেউড়ির মূল, এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার ও ক্রিমি নিঃসৃত হইয়া থাকে।

৩। নারিকেলের দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া, রেড়ির তৈল একতোলা, এবং মিছরি একতোলা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যূষে সেবন করিলে ক্রিমিজন্য কোষ্ঠবদ্ধ নিবারিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।

চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইলে এবং নখ ও প্রস্রাব প্রভৃতি কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে—

১। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাকস, কটকী, চিরতা ও নিমছাল এই দ্রব্যগুলি সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধআনা পরিমিত মণ্ডুর ও মধু চারি আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও অপরাহ্নে কিছুদিন পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। কাঁচাহরিদ্রা চূর্ণ এক আনা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ পান করিলেই অল্পদিনেই পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

৩। ২১ আনা দুইরতি তেউড়ির চূর্ণ ও উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুইতোলা দশ আনা ৪ রতি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত চূর্ণ একতোলা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন মাত্রায় প্রাতঃকালে একবার করিয়া সেবন করিলে ইচ্ছানুরূপ দাস্ত পরিষ্কার হইয়া সপ্তাহ কাল মধ্যে পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। গোমূত্রের সহিত একটি বা দুইটি হরীতকী পেষণ করিয়া সেবন করিলে কিম্বা হরীতকী চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া গোমূত্রের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে পাণ্ডুরোগে বিশেষ উপকার হয়।

৫। মামালাড়ুর (রাখালশশার) মূলের রস কিংবা পীতঘোষা ফলের রস আঘ্রাণ করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ অচিরকালেই নিবৃত্ত হয়।

৬। তেউড়ির মূলের চূর্ণ একসিকি ও ইক্ষুচিনি দুই আনা লইয়া একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া শীতল জলের সহিত প্রত্যুষে (খুবভোরে) সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৭। রাখালশশার (মামালাড়ুর) মূলের চূর্ণ দুই আনা পরিমাণ লইয়া পটোলের রসদ্বারা পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ নিবৃত্ত হয়।

৮। কাকরোলের মূলের রসদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলেও পাণ্ডুরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৯। দ্রোণপুষ্পের পাতার রসদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

১০। কাঁচাহরিদ্রা চূর্ণ, গৈরিক মৃত্তিকা চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহাতে চক্ষুর হরিদ্রাবর্ণতা দূরীভূত হয়।

১১। আমলকীর চূর্ণ একভাগ, মরিচ চূর্ণ একভাগ, পিপুলের চূর্ণ একভাগ, শুঁঠ চূর্ণ একভাগ ও হরিদ্রা চূর্ণ একভাগ এই দ্রব্যগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

১২। পুনর্নবা (শেপুন্তে) চারি আনা, তেউড়ির মূলের ছাল দুই আনা, হরীতকী এক আনা, দন্তীমূল এক আনা, কটকী এক আনা ও মুথা এক আনা এবং বিড়ঙ্গের শাঁস একতোলা, এই সমুদায় দ্রব্য অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

মুখদ্বারা রক্ত বমন হইলে—

১। বাকসপত্রের রস আন্দাজ একছটাক লইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

২। বাকসের পত্র ও ছাল সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

৩। বাকস, কিস্‌মিস্‌ ও হরীতকী এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। দূর্ব্বার রস দুইতোলা, অথবা যজ্ঞডুমুরের রস দুইতোলা মধু চারি আনা এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্ত রোগে যদি প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে—

১। কিস্‌মিস্‌ দুইতোলা, দুগ্ধ আটতোলা ও জল দেড়পোয়া একত্র সিদ্ধ করিয়া জল নিঃশেষ হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যূষে সেবন করিবে। কিন্তু যেন ঘৃত ও মধুর পরিমাণ সমান না হয়, কারণ ঘৃত ও মধু সমপরিমাণ হইলে বিষবৎ অপকারী হইয়া থাকে।

২। শালপর্ণী (ছালানি), পৃশ্নিপর্ণী (পিঠানি), মুগানি ও মাষাণী এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত দুইতোলা লইয়া দুগ্ধ আটতোলা ও জল দেড়পোয়া দিয়া পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে প্রস্রাবদ্বার দিয়া যে রক্তস্রাব হয়, তাহা বন্ধ হইয়া থাকে।

৩। দুইতোলা শতমূলীকে গোদুগ্ধ আটতোলা ও জল দেড়পোয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রাতে ঐ দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। দুইতোলা বেড়েলার সহিত ছাগদুগ্ধ আটতোলা ও জল দেড়পোয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধু চূর্ণ এক আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। চিরতার চূর্ণ চারি আনা ও ঘৃত অর্দ্ধতোলা এবং নূতন শেওড়া বৃক্ষের ছালের রস দুই ফোঁটা মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার (প্রাতে ও অপরাহ্নে) পান করিলে অধোগত রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তের সাধারণ-চিকিৎসা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে—

১। দাড়িমের পুষ্প কুট্টিত করিয়া তাহার রস গ্রহণ করতঃ সেই রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইতে থাকে।

২। শ্বেত দূর্ব্বার স্বরস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ (অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা উক্ত স্বরস টানিয়া লইলে) করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। অপিচ এই দুইটী নস্য দিবসে পুনঃ পুনঃ টানিতে হইবে।

রাজযক্ষ্মা-চিকিৎসা।

শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে থকিলে—

১। গোলা পারাবতের (পায়রার) মাংস শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ সেই চূর্ণ চারি আনা লইয়া একপোয়া আন্দাজ ছাগদুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শরীর পুষ্ট ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

২। কৃষ্ণবর্ণ ছাগলের মাংস রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করতঃ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ দুই আনা লইয়া অর্দ্ধপোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই ঔষধ পান করিয়া শীতল জল পান করিবে। অপিচ ঐ ছাগল যত ছোট (অর্থাৎ কম দিনের) হইবে, ততই বিশেষ উপকারী হয়।

যক্ষ্মারোগে বুকে বেদনা থাকিলে—

১। কুক্কুটের মাংস উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে বেদনা নিবারিত হয়।

২। বাকসের মূলের ছাল আটতোলা লইয়া অর্দ্ধপোয়া গোদুগ্ধ দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বুকে (বেদনা স্থানে) প্রলেপ প্রদান করিয়া কলাগাছের নূতন পাতা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নেকড়া দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

৩। কৃষ্ণতিল দুইতোলা লইয়া, জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে টার্পিণ তৈল দুইতোলা ও কর্পূর দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া বেদনাস্থানে মালিশ করিবে।

৪। পুরাতন ঘৃত আধ ছটাক ও টার্পিণ তৈল এক ছটাক এই উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে এক সপ্তাহ মালিশ করিলে বেদনা উপশমিত হয়।

৫। কালিকেস্থর্ত্তের পাতার রস লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বেদনাস্থানে প্রত্যহ তিন চারি বার মালিশ করিবে। এই রূপ তিন চারিদিন মালিশ করিলে ক্ষয়জন্য বুকের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগে অবিশ্রান্ত জ্বর থাকিলে—

১। শেফালিকা (সিউলি) পত্রের স্বরস আধ ছটাক লইয়া তাহাতে

কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে যক্ষ্মাজনিত জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমের পাতা এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সকালে পান করিলে যক্ষ্মাজনিত জ্বর নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সপ্তাহকাল পান করা বিধেয়।

৩। যষ্টিমধু ও পিপুলের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে লেহন করতঃ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। চিরতার চূর্ণ একসিকি লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সূর্যোদয়ের সময় ও সূর্য্যাস্তের সময় পান করিলে যক্ষ্মার জ্বর নিবারিত হয়।

৫। শুঁঠের চূর্ণ দুইতোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে লেহন করিবে। পরন্তু উক্ত মধুমিশ্রিত চূর্ণ একদিনের মধ্যেই উদরস্থ করা উচিত, ইহাতে জ্বর অবশ্য নিবারিত হইবে।

৬। গাবগাছের কচি পত্র আন্দাজ দুই আনা পরিমাণে লইয়া ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া (ভাজিয়া) পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে যক্ষ্মা-জনিত জ্বর নিবারিত হইয়া শরীর সুস্থ হইয়া থাকে।

৭। পিপুলচূর্ণ দুইআনা, তেজপত্র চূর্ণ দুইআনা ও শুঁঠ চূর্ণ অর্দ্ধআনা এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত পেষণ করিয়া ৮টি বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে এই বটির এক একটি বটী বাসি মুখে বাসি জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে উক্ত জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

যক্ষ্মারোগে কাস উপসর্গ থাকিলে—

১। বাসকের স্বরস একছটাক, পিপুলচূর্ণ একআনা ও মধু অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে যক্ষ্মা জনিত কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটি দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে দুইআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া মধুর সহিত প্রাতে লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩। পিণ্ড খর্জ্জূর, কিস্‌মিস্ ও ছোট এলাচির চূর্ণ এই তিনটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে মধুদ্বারা দুই আনা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ইহার এক একটি মোদক প্রাতঃকালে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে, ইহাতে যক্ষ্মার কাস প্রশমিত হয়। পরন্তু প্রথমতঃ পিণ্ডখর্জ্জূর ও কিস্‌মিস্ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পরে ছোটএলাচির চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

৪। তালিশপত্র, মরিচ, শুঁঠ এবং পিপুল এই সকলের চূর্ণ যথোত্তর বৃদ্ধি পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে (অর্থাৎ তালিশপত্র একতোলা, মরিচ দুইতোলা, শুঁঠ তিনতোলা এবং পিপুল চারিতোলা) পরে এই চূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণে চূর্ণ লইয়া বাসকের রসের সহিত প্রাতে সেবন করিবে, ইহাতে যক্ষ্মার কাস প্রশমিত হয়।

৫। কাঁকড়াশৃঙ্গ, অশ্বগন্ধা, কুড়, হরীতকী এবং গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা লইয়া বাসকের স্বরসের দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুইটি বটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহার একটি বটী প্রাতে ও একটী সায়ংকালে মধুর সহিত সেবন করিবে। অপিচ এইরূপ প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিবে।

৬। পিপুলচূর্ণ দুই আনা পুরাতন গুড়ের সহিত সকালে ও বৈকালে লেহন করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মাজনিত কাস প্রশমিত হয়।

৭। বামনহাটির মূলের ছাল একতোলা ও মরিচ চূর্ণ একতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে দুই আনা মিছরির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও অপরাহ্ণে সেবন করিবে।

যক্ষ্মারোগে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে—

১। বেণার মূল চূর্ণ করিয়া ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে। ইহতে যক্ষ্মা-জনিত ঘর্ম্মনির্গম বন্ধ হয়।

২। যষ্টিমধুর চূর্ণ ও ফাগ (আবির অর্থাৎ যাহা দোল-যাত্রায় লোকের গাত্রে দেওয়া যায়) এই দুইটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, গাত্রে ২।৩ ঘণ্টা ঘর্ষণ করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালের চূর্ণ এবং আবির (ফাগ) সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মালিশ করিলে স্বেদ-নির্গম বন্ধ হয়।

অপিচ এই ঔষধ তিনটী দুই বেলাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রস্তুত করিতে হইবে।

যক্ষ্মারোগে অত্যন্ত গাত্রদাহ থাকিলে—

১। গব্যঘৃত জলের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শতবার ধৌত করতঃ গাত্রে মালিশ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

২। কাঁচাযবের ছাতু কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মালিশ করিলে যক্ষ্মা-জনিত দাহ নিবারিত হয়।

৩। শ্বেতচন্দন উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া উক্ত ঘৃষ্টচন্দন জলের

সহিত মিশাইয়া তালপত্রের পাখার উপর সিঞ্চন করিয়া তাহার দ্বারা বাতাস করিলে গাত্রদাহের বিশেষ উপকার হয়।

৪। বালা, পদ্মমূল, বেণার মূল এবং শ্বেতচন্দন এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জলের সহিত গুলিয়া দূর্ব্বার দ্বারা গাত্রে সিঞ্চন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। কাঁচা হরিদ্রার রস দূর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা গাত্রে সিঞ্চন করিলেও গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

৬। শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া দূর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা গাত্রে সিঞ্চন করিলে উক্ত গাত্রদাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগে তৃষ্ণা থাকিলে—

১। গরম খৈ জলে ভিজাইয়া সেই জল পিপাসাকালে পান করিলে পিপাসা শান্তি হয়।

২। ডাব নারিকেলের মোকা (অর্থাৎ ডাবের মুখের উপরেই যে কোমল শ্বেতবর্ণ ছোবড়া থাকে) সেই মেথির মত মোকা একতোলা, গোলমরিচ অর্দ্ধতোলা ও মিছরি অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য চারিসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পিপাসা কালে অল্প অল্প পান করিবে।

৩। কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও সুঁদিফুল এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া চারিসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা ইক্ষুরস, অর্দ্ধতোলা কাঁচা গোদুগ্ধ ও অর্দ্ধতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া নাসিকাদ্বারা টানিয়া লইয়া মুখদ্বারা নিঃসারণ করিবে ও কখন কখন অল্প অল্প পান করিবে।

৪। যক্ষ্মারোগে মুখ দ্বারা রক্তস্রাব হইলে রক্তপিত্ত চিকিৎসোক্ত চিকিৎসা করিবে।

৫। যক্ষ্মারোগে ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও চিনি, ছাগঘৃত, সর্ব্বদা ছাগোপসেবা এবং ছাগলদিগের মধ্যে শয়ন বিশেষ উপকারী।

কাস-চিকিৎসা।

১। বামনহাটি, পিপুল, শুঁঠ এবং কাকড়াশৃঙ্গী এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে মধুদ্বারা প্রাতে ও অপরাহ্ণে দুইবার লেহন পূর্ব্বক সেবন করিবে।

২। পিণ্ডখর্জ্জুর ও পিপুলচূর্ণ এই দুইটী দ্রব্য সমপরিমাণে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে কিস্‌মিস্, চিনি এবং খৈ চূর্ণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করতঃ মধুর দ্বারা লেহন করিয়া পরে শীতল জল পান করিবে।

৩। পিপুল দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সকালে বৈকালে সেবন করিবে।

৪। আদার স্বরস এক ছটাক লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

৫। পদ্মের বীজের শাঁস এক আনা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে অল্পদিনেই কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। কণ্টকারি দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ

করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে দুই আনা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

৭। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী এবং মুথা এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া কলিকাতে সাজিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া তামাকের মত ধুমপান করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়। ধুমপানের পর গোদুগ্ধ পান করিবে।

৮। যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, কিসমিস্, ছোটএলাচি এবং তুলসীমঞ্জরী এই সমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে মনঃশিলা ও হরিতালের চূর্ণ উপরোক্ত ঔষধের এক ভাগের সমপরিমাণ (অর্থাৎ উক্ত ঔষধগুলি প্রত্যেকে যত পরিমাণে লইবে, হরিতাল ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সেই পরিমাণে লইবে) লইয়া মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ পিষ্টদ্রব্য একথানি পট্টবস্ত্রে লেপন করিবে, পরে ঐ পট্টবস্ত্র চুরটের মত পাকাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগকরতঃ চুরটের ন্যায় ধুমপান করিবে। ইহাতে সকল প্রকার কাসরোগ প্রশমিত হয়, এই ধুম পান করিয়া পরে গোদুগ্ধ পান করিবে।

৯। তালিশপত্র চূর্ণ দুই আনা, দুইতোলা বাকসপাতার রস মধু দিয়া থাইলে কাসরোগ আরোগ্য হয়।

১০। বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, মনঃশিলা, কার্পাসের বীজ এবং অশ্বগন্ধারমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া পট্টবস্ত্রে লেপন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চুরটের মত পাকাইয়া অগ্নি-সংযোগে ধূমপান করিলে কাসরোগ নিবৃত্ত হয়।

১১। পানিফল, পদ্মবীজ ও পিপুল এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে একসিকি গ্রহণ করিয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাসরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

১২। যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌ ও শুঁঠ এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে অৰ্দ্ধ-তোলা লইয়া উত্তমরূপে জলসংযোগে পেষণ করতঃ ঘৃত ও মধুদ্বারা লেহন করিলে কাসরোগে বিশেষ উপকার হয়।

১৩। পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুলচূর্ণ ও বংশলোচন এই কয়েকটি দ্রব্য সম-পরিমাণে অৰ্দ্ধতোলা লইয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে লেহন করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

কাসরোগে জ্বর উপসর্গ থাকিলে—

১। দুইতোলা শুষ্ক আমলকী লইয়া অৰ্দ্ধপোয়া ছাগ দুগ্ধ ও দেড়পোয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিবে।

২। বেদনার রস অথবা পকদাড়িমের রস এক ছটাক লইয়া তাহাতে মরিচ, পিপুল ও শুঁঠের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমস্তে মিলিত দুই আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে পান করিবে। পরন্তু উপরোক্ত পরিমাণে প্রত্যেকবার প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

৩। সজারুর কাঁটা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঐ ভস্ম এক আনা লইয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে লেহন করিলে জ্বরযুক্ত কাসরোগে বিশেষ উপকার হয়।

৪। ময়ূরের পা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম এক আনা পরিমাণে লইয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে জ্বরযুক্ত কাস প্রশমিত হয়।

৫। কুলের কচি পত্র গব্যঘৃত দ্বারা ভর্জিত করিয়া তাহার এক আনা পরিমাণে লইয়া শীতল জল দ্বারা বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সেবন করিবে। পরন্তু প্রত্যেকবারেই উপরোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

কাসে স্বরভঙ্গ হইলে অর্থাৎ গলার স্বর বিকৃত হইলে—

১। সরিষার তৈল অর্দ্ধপোয়া লইয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণ এক ছটাক মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেকবারে তিন চারি বার করিয়া প্রতিদিন তিন চারি দফা কুল্‌কুচা করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরন্তু উক্ত সর্ষপতৈল অল্প উষ্ণ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে কাস জনিত স্বরভঙ্গ আশু প্রশমিত হয়।

২। অসমপরিমাণ ঘৃত ও মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩। ব্রাহ্মী শাক কলাপাতায় জড়াইয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার রস দুইতোলা, বচ চূর্ণ দুই আনা, মধু সহিত সেবন করিলে কাসজনিত স্বরভঙ্গ নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। পিপুল, পিপুলের মূল, মরিচ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ ঐ চূর্ণ এক আনা বা দুই আনা পরিমাণে লইয়া এক ছটাক বা অর্দ্ধপোয়া গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে প্রাতঃকালে একবার করিয়া সেবন করিলে কাস-জনিত স্বরভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। খদির এক তোলা পরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ মুখে ধারণ করিলে বা গলদেশে মালিশ করিলে কাসজনিত স্বরভেদ নিবারিত হয়।

৬। হরিতকীর গুঁড়া ও পিপুলের গুঁড়া সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মিশাইয়া গলদেশে প্রলেপ দিয়া কলার কচিপাতা তাহার উপর দিয়া নেকড়া দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে স্বরভঙ্গ দূরীভূত হয়।

৭। কুলত্থ (কুলুথি) কলাই অর্দ্ধসের লইয়া দুই সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে। যখন উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবে, তখন উহা নামাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

সেকের নিয়ম যথা ;—প্রথমতঃ গলদেশে একখানি কলার কচিপত্র বেষ্টন করিয়া পরে ঐ উষ্ণ সিদ্ধ কলাই একখানি নেকড়া দ্বারা পুটলি করিয়া সেক দিতে হইবে।

হিক্কারোগ-চিকিৎসা।

১। এক বৎসর বা দুই বৎসরের পুরাতন কুলের আঁটির শাঁস দুই আনা পরিমাণে লইয়া দুই আনা খৈচূর্ণের সহিত মিশাইয়া মধু দিয়া লেহন করিয়া খাইলে হিক্কা রোগ প্রশমিত হয়।

২। কট্‌কীচূর্ণ এক আনা ও গিরিমাটির চূর্ণ এক আনা এই দুই দ্রব্য মিলিত করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া লেহনপূর্ব্বক খাইলে হিক্কা-রোগ প্রশমিত হয়।

৩। হীরাকস চূর্ণ একতোলা ও কয়েদ্‌বেলের শাঁস দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র বাটিয়া উহার একসিকি অর্থাৎ চারিআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হিক্কারোগীকে সেবন করিতে দিবে।

৪। পিপুল, আমলকী, শুঁঠ ও ইক্ষুচিনি প্রত্যেকে একআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু এইসকল দ্রব্য জলদ্বারা বাটিয়া লইতে হইবে এবং এই ঔষধ সেবন করিয়া পরে শীতল জল পান করিবে।

৫। পিপুলচূর্ণ দুইআনা ও খেজুর বৃক্ষের মেথি দুইআনা একত্রে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হিক্কাপীড়িত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

৬। অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্ক চটা ছাল অগ্নিতে পোড়াইয়া ঐ প্রজ্বলিত অঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিবে, ঐ জল মধ্যে মধ্যে পান করিলে হিক্কারোগ শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

কলাএঁটের রস মধু দিয়া খাইলে হিক্কারোগ আরোগ্য হয়।

৭। যষ্টিমধু চূর্ণ দুই আনা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে (অর্থাৎ নাক দ্বারা টানিয়া লইলে) হিক্কারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। পিপুলচূর্ণ একআনা চিনির রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে হিক্কা বন্ধ হয়।

যদি প্রস্তুত করা চিনির রস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একপোয়া জলে এক ছটাক চিনি গুলিয়া জ্বাল দিয়া উপস্থিত গাদ ফেলিয়া দিবে। যখন দেখিবে উপরে গাদ ভাসিয়া উঠিতেছে না, তখন নামাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ লইয়া পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিলেই হইবে।

চিনি ও মরিচ চূর্ণ মধু দিয়া মধ্যে মধ্যে লেহন করিলে হিক্কা নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

৯। শুঁঠের চূর্ণ একআনা বা দুইআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা-রোগ প্রশমিত হয়। এই গুড় তিন বৎসরের পুরাতন হওয়া আবশ্যক এবং উক্ত মিশ্রিত ঔষধকে জলদ্বারা কিঞ্চিৎ পাতলা করিয়া নস্য গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। মাছির বিষ্ঠা স্তন্যদুগ্ধের (মাইরদুধের) সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে কিংবা মাছির বিষ্ঠা আলতার জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয়।

মাছির বিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে হইলে একগাছি সূক্ষ্ম দড়ি বা নেকড়ার

কালিতে পাতলা ইক্ষুগুড় মাখাইয়া একস্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে, পরে অনেক মাছি ইহাতে বসিবে ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে।

১১। স্তন্যদুগ্ধের (মাইরদুধের) সহিত শ্বেতচন্দন ঘসিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলেও হিক্কারোগ আশু প্রশমিত হয়।

১২। দুইতোলা ছোলঙ্গলেবুর (টাবালেবুব) রসের সহিত একসিকি মধু ও একসিকি সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হিক্কা-রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৩। শুঁঠ দুইতোলা, ছাগদুগ্ধ একপোয়া ও জল একসের এই সকল দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্প অল্প করিয়া হিক্কা-পীড়িত রোগীকে পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে। ইহাতে হিক্কারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

১৪। শুষ্ক কাঁঠালের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তামাকের ন্যায় নূতন কলিকাতে সাজিয়া অগ্নিসংযোগে তামাকের ন্যায় ধূমপান করিলে হিক্কারোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহার সুফল ভূয়োভূয়ো দৃষ্ট হইয়াছে।

১৫। মাষকলাই (বিরিকলাই) কিঞ্চিৎ কুট্টিত করিয়া কলিকাতে সাজিয়া অগ্নিসংযোগে তামাকের ন্যায় ইহার ধূমপান করিলে তৎক্ষণাৎ হিক্কারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৬। গব্যদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত অম্লদধি একছটাক লইয়া তাহাতে দুই আনা পরিমাণে তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প করিয়া রোগীকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে দিলে হিক্কারোগ আশু প্রশমিত হয়। পরন্তু এই ঔষধ জ্বরসংযুক্ত হিক্কারোগে ব্যবহার করিবে না।

শ্বাস (হাঁপানি) রোগ-চিকিৎসা।

১। বামনহাটীর মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। মরিচ, পিপুল, শুঁঠ বামনহাটীর মূল ও সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে শ্বাসরোগ অল্পদিনেই প্রশমিত হয়।

৩। পুরাতন ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিনসপ্তাহকাল লেহন করিয়া সেবন করিলে শ্বাস-রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৪। বহেড়াফলের চূর্ণ একআনা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে প্রবল শ্বাসরোগ অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম একআনা ও পিপুলের চূর্ণ একআনা এই দুই দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে শ্বাস-রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। কুলত্থ (কুলতি) কলাই, শুঁঠ, কণ্টকারি এবং বাকসের পত্র ও ছাল এই দ্রব্যগুলি সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

৭। শুঁঠ, বামনহাটী, কণ্টকারি ও তুলসীপত্র এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ

করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া শ্বাস পীড়িত রোগীকে পান করাইলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

৮। কনক ধুতুরার গাছের ডাঁটা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে তামাকের ন্যায় ধূম পান করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

৯। শ্বেত ধুতুরার পুষ্প রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করতঃ কাগজের দ্বারা চুরটের ন্যায় পাকাইয়া অগ্নিসংযোগে ধূমপান করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

১০। একটি বহেড়াকে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিয়া নেকড়া জড়াইয়া শুষ্ক করতঃ ঘুঁটিয়ার অগ্নিসংযোগে পুড়াইবে। পরে মৃত্তিকাদি ফেলিয়া উক্ত বহেড়া গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ এক আনা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতে ও অপরাহ্নে লেহন করিয়া সেবন করিলে শ্বাসরোগ অল্পদিনেই প্রশমিত হয়।

১১। একটি হরীতকীকে আমের ও জামের কচিপাতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া কুশদ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া গোময়সংযুক্ত মৃত্তিকা (গোবর মাটী দ্বারা লেপন করিয়া রোদ্রে শুষ্ক করতঃ ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে পুড়াইবে। পরে উহার আবরণ পরিত্যাগ করতঃ হরীতকীটির বীজ ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ একআনা লইয়া প্রাতে ও বৈকালে মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

১২। শ্বাসের নিবৃত্তিকালে ১ মাত্রা পিপুলচূর্ণ ও ১ মাষা সৈন্ধব লবণ আদার রসের সহিত এক সপ্তাহ সেবন করিলে শ্বাসের উপশম হয়।

বমনরোগ চিকিৎসা।

১। সমপরিমাণ গোদুগ্ধ ও শীতলজল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমনরোগ নিবারণ হয়।

২। অর্দ্ধতোলা বা একতোলা পরিমাণ গব্যঘৃতের সহিত একসিকি পরিমাণ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমনরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। কিস্‌মিস্‌ দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের (ভুঁইকুমড়ার) রস ও ইক্ষুরস প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এবং ঐ সকলের সহিত তেউড়িমূলের চূর্ণ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যূষে সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হওত বমনরোগ নিবারিত হয়।

৪। শ্বেতচন্দন জলদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঐ ঘৃষ্টচন্দন অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত দুইতোলা কাঁচা আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে বমনরোগ নিবারিত হয়।

৫। শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, বালা (পাথরকুচি), শুঁঠ ও বাকস এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া, অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চেলেনির জল ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। হরিতকীর চূর্ণ একআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমনরোগ নিবারিত হয়।

৭। জামের বীজের শাঁসচূর্ণ ও কুলের আঁটির শাঁসের চূর্ণ প্রত্যেকে

একআনা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বমনরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। ক্ষেতপাপড়ার রস দুইতোলা আধসের জল দিয়া সিদ্ধ হইবে শেষ আধপোয়া নামিবে। শীতল হইলে কিছু মধু দিয়া পান করিলে বমনরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধনের চাল বাটা দুই তোলা, চিনি ১ তোলা মধু দিয়া খাইলে বমি নিবারিত হয়।

৯। দুইতোলা পরিমাণ শুলঞ্চ লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে উহা ছাকিয়া লইয়া ঐ জল পান করিলে বমনরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

১০। পুদিনাপাতা অর্দ্ধতোলা লইয়া তাহাতে অর্দ্ধআনা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে বমনরোগ নিবারিত হয়।

তৃষ্ণারোগ চিকিৎসা।

১। পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণারোগ আশু প্রশমিত হয়। জ্বর সংযুক্ত তৃষ্ণারোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে না।

২। পক্ক যজ্ঞডুমুরের রস একছটাক আন্দাজ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণারোগ নিবারিত হয়।

৩। পূর্ব্বদিবস যজ্ঞডুমুর একছটাক পরিমাণ লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া শীতলজলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ যজ্ঞডুমুর ছাঁকিয়া ফেলিয়া ঐ জলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা-রোগ নিবারিত হয়।

৪। আধপোয়া খৈ একসের উষ্ণজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে খৈগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া ঐ জলে অর্দ্ধতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে অল্প অল্প পান করিতে দিবে।

৫। অর্দ্ধপোয়া ছাগদুগ্ধ ও দেড়পোয়া জল একত্রে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ দুগ্ধে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইলে তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। দুই তোলা পটোলের রসে অথবা শতমূলীর রসে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া খাইলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

একপোয়া মিছরীর জলে বহেড়ার বীজের শাঁস কয়টী বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

৭। বটের ঝুরি, দাড়িমের খোসা ও যষ্টিমধু এই দ্রব্যগুলি সমভাগে তিন আনা লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া চেলেনির জলের সহিত পান করিলে তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হয়।

৮। মধু মুখে রাখিয়া কুল্লি করিলেও পিপাসা আশু প্রশমিত হয়।

৯। কাঁজি অর্থাৎ আমানিদ্বারা কুলকুচা করিলেও পিপাসা নিবারিত হইয়া থাকে।

১০। মৌরী ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া সেই জল অল্প অল্প পান করিলে পিপাসা নিবারণ হইয়া থাকে।

১১। মনসার (সিজগাছের) অভ্যন্তরস্থ শাঁস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া গরমজলে ভিজাইয়া তাহার এক খানি সেবন করিলে পিপাসা নিরারিত হয়।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা।

১। রশুন উত্তমরূপে থেঁত করিয়া (ছেঁচিয়া) তাহার রস গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা নস্য লইলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

২। আদার স্বরস লইয়া নস্য গ্রহণ করিলেও মূর্চ্ছা নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। মরিচ সূচিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রদীপের শীসে ঐ সূচিবিদ্ধ মরিচ ধরিবে, এইরূপে একটুকাল ধরিলে মরিচ কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া আসিবে ও উহা হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকিবে, অনন্তর এই ধূম মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীর নাসিকার নিকট ধরিলে মূর্চ্ছা তিরোহিত হয়।

৪। পুরাতন কাগজদ্বারা চুরটের ন্যায় প্রস্তুত করতঃ তাহার ধূম মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীর নাসিকায় দিলেও মূর্চ্ছা দূরীভূত হইয়া থাকে।

৫। ব্রাহ্মী শাকের রস অথবা তালবাগড়ার রস দুইতোলা মধু দিয়া খাইলে মূর্চ্ছা রোগ আরোগ্য হয়।

৬। মূর্চ্ছারোগীর গাত্রে বিছুটীর পাতা ঘর্ষণ করিলে অচিরকালের মধ্যে মূর্চ্ছাগ্রস্ত রোগীর জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

৭। মূর্চ্ছারোগীর মুখব্যাদান করিয়া অর্থাৎ মুখ হাঁ করাইয়া অত্যন্ত ঝালযুক্ত লঙ্কা জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

৮। রোগী চক্ষু প্রসারিত করতঃ আদার স্বরস অথবা মধু দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে অর্থাৎ চক্ষুর অভ্যন্তরে আদার স্বরস বা মধু প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা দূরীভূত হয়।

৯। মূর্চ্ছিতরোগীর চক্ষুতে সজোরে শীতল জলের ছিটা দিলে অর্থাৎ জলের ঝাপ্টা মারিলে রোগী ত্বরায় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

১০। ব্লটিং কাগজ পোড়াইয়া তাহার ধূম কিংবা হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ধূম নাসিকাতে দিলে মূর্চ্ছারোগীর শীঘ্রই চৈতন্য হইয়া থাকে।

১১। শুঁঠ গুলঞ্চ, কণ্টকারি, কুড় এবং পিপুলের মূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মূর্চ্ছিতরোগীকে অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করাইবে।

১২। শতমূলীর রস একছটাক ও পিপুলেরচূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু সংযোগ করতঃ রোগীকে পান করিতে দিবে।

মদাত্যয়রোগ চিকিৎসা।

অপরিমিত মদ্যপান করিলে যে সকল "পরমদ" প্রভৃতি রোগ উৎপত্তি হয়, তাহাকে মদাত্যয়রোগ কহে।

১। মদ্যের উগ্রতা নষ্ট করিবার জন্য মদ্যের সহিত শীতল জল ও শুঁঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মদাত্যয়রোগীকে পান করিতে দিবে।

২। চিনির সহিত মুগের যূষ প্রস্তুত করিয়া মদাত্যয়রোগীকে পান করাইলে মদাত্যয়রোগ দূরীভূত হয়।

৩। সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ একতোলা, কৃষ্ণজীরা একতোলা, তেঁতুল একতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ একটি গুটিকা প্রস্তুত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ গুটিকা মদাত্যায়রোগী মুখে ধারণ করিবে, ইহাতে উক্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। আদা পরিষ্কার করিয়া অর্থাৎ উপরের ছাল ফেলিয়া দিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঐ পিষ্ট আদার অর্দ্ধতোলা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে মদাত্যয়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। যষ্টিমধুর চূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও মরিচের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা একত্রে জলদ্বারা পেষণ করিয়া তেঁতুলগোলা জলদ্বারা সাতটি ভাবনা দিবে, পরে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া প্রাতে ও বৈকালে ঐ চূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণ লইয়া মধুর সহিত মাড়িয়া লেহন করিবে।

মদাত্যয়রোগে দাহ থাকিলে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে থাকিলে ;—

১। বেণারমূল শীতল জলে ভিজাইয়া সেই জল গাত্রে সিঞ্চন করিলে দাহ নিবারিত হয়।

২। শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করিয়া সেই চন্দন গাত্রে লেপন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। পুরাতন আতপতণ্ডুল জলে ধৌত করিয়া সেই জল দূর্ব্বাগুচ্ছদ্বারা মদাত্যয়রোগীর গাত্রে সিঞ্চন করিলে, গাত্রজ্বালা দূরীভূত হইয়া থাকে এবং রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থির থাকে।

মদাত্যয়রোগে বমি থাকিলে—

১। একছটাক শতমূলীর রস ও অর্দ্ধতোলা ইক্ষুচিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিলে মদাত্যয়রোগীর বমন নিবারিত হয়।

২। পিণ্ডখর্জ্জুর ও কিস্‌মিস্ প্রত্যেকে একতোলা লইয়া তেঁতুল গোলা জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া স্তন্যদুগ্ধের সহিত পান করাইলে উক্ত রোগ-জনিত বমন নিবারিত হয়।

৩। কচি ডাবনারিকেলের অর্দ্ধসের পরিমিত জলে এক ছটাক মৌরী তিনঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল অল্প অল্প করিয়া রোগীকে পান করাইলে মদাত্যয়রোগ জনিত বমন শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। বিলাতি আমড়ার ফলের আঁঠিবাদে অবশিষ্ট দ্রব্য ৮ তোলা, মিছরি অর্দ্ধতোলা ও কিস্‌মিস্ অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে পান করিতে দিলে মদাত্যয়রোগ-জনিত বমন নিবারিত হয়।

মদাত্যয়রোগে অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে ;—

১। আমরুলি শাকের রস একছটাক ও চিনি চারি আনা এই উভয়দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ পান করিলে মদাত্যয়-জনিত পিপাসা নিবারিত হয়।

২। কিস্‌মিস্ ও পিণ্ডখর্জ্জুর উভয়ের দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে মদাত্যয়জনিত পিপাসা নিবারিত হয়।

৩। কচি চালতা ষোলতলা, মিছরি আটতোলা এই উভয়দ্রব্য আটসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উক্ত জল রোগীকে অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে।

সুপারি খাইলে যে মত্ততা জন্মে, তাহার চিকিৎসা।

১। এইরূপ মত্ত রোগীকে শীতল জল অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ মত্ততা দূরীভূত হয়।

২। বন্য শুষ্ক গোময়ের আঘ্রাণ লইলেও এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩। মুখ ধৌত করিয়া সামান্য লবণ লইয়া গলার মধ্যে দিয়া গিলিয়া খাইলে সঙ্গে সঙ্গে মত্ততা দূর হয়।

৪। পলাণ্ডু (পিঁয়াজ) কুট্টিত করিয়া তাহার রস জিহ্বায় দিলেও উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দাহ-চিকিৎসা।

অতিরিক্ত পিত্তসঞ্চয় ও পিত্তের প্রকোপ হইলে প্রায়ই গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এই পুস্তকে পিত্তনাশক যে সকল মুষ্টিযোগ দৃষ্ট হইবে, তৎসমুদায়ই দাহরোগে ব্যবহার করিবে এবং নিম্নলিখিত কতিপয় ঔষধও প্রয়োগ করিবে, তাহাতেও বিশেষ উপকার দর্শিবে।

১। কৃষ্ণতিল শীতল জল দ্বারা বাটিয়া তদ্দ্বারা গাত্রে প্রলেপ প্রদান করিলে দাহরোগ অল্পকালেই নিবারিত হয়।

২। বালা (পাথরকুচি), পদ্মকাষ্ঠ এবং বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন এই সকল দ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া একশত আটাশ সের জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। দুই তিন দিন পরে ঐ সকল দ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া সেই জলে অবগাহন করিলে দাহরোগ ত্বরায় প্রশমিত হয়। পরন্তু ঐ সকল দ্রব্য সমস্তে দুইসের লইয়া কুট্টিত করতঃ উক্ত পরিমাণ জলে ভিজাইতে হইবে।

৩। নিম্বপত্রের গুচ্ছদ্বারা অর্থাৎ কতকগুলি নিম্বপত্র একত্রে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা বাতাস করিলেও দাহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। কাঁচা গোদুগ্ধ একসের এবং বট ও অশ্বত্থবৃক্ষের ছাল দুইতোলা এবং জল চারি সের এই সকল একত্রে সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ঘর্ষণ করা চন্দন (অর্থাৎ চন্দন জলদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া) মিশ্রিত করিবে। পরে এই জল দাহ পীড়িত ব্যক্তির পান ও গাত্রসিঞ্চনার্থে ব্যবহার করিবে, ইহাতে অত্যন্ত উপকার হয়।

৫। কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও বেণার মূল এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া চারি সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া সেই ভিজাবস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। যখন ঐ বস্ত্র শুষ্ক হইয়া উঠিবে, তখন পুনরায় ঐ জল বস্ত্রে সিঞ্চন করতঃ ভিজাইয়া লইবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে দাহরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

উন্মাদ-চিকিৎসা।

যে উন্মাদরোগগ্রস্ত রোগী অত্যন্ত উপদ্রব করে (অর্থাৎ দৌড়াদৌড়ি ও লোককে মারপিট করে কিম্বা কামড়াইতে যায়) তাহাকে—

১। শ্বেতধুতুরার উত্তরদিকস্থ মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঐ পিষ্টধুতুরার মূল ও আটতোলা তণ্ডুল এবং দুগ্ধ এক সের ও ইহার অনুরূপ গুড় দ্বারা পায়স পাক করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া উন্মাদরোগীকে খাইতে দিবে। পরন্তু এই ঔষধ প্রথমতঃ চারি আনা ধুতুরার মূল লইয়া প্রস্তুত করিবে, যদি তাহা সেবন করিয়া রোগী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ১০।১২ ঘণ্টা থাকে তাহা হইলে আর উক্ত মূলের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে না। যে পর্য্যন্ত এইরূপ গাঢ় নিদ্রা না হয়, সে পর্য্যন্ত

ক্রমশঃ উক্ত মূলের মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ দুইতোলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর যখন রোগী আপনা হইতে জাগরিত হইবে, তখন রোগীর সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিয়া শীতল জলে স্নান করাইবে। এই প্রণালীতে দুই তিন দিবস অন্তর দুই তিন দিবস ঔষধ সেবন করান হইলে পরে রোগীর দাস্ত খোলসা করাইবার নিমিত্ত বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে।

২। তালবৃক্ষের কোমল শাখার রস (অর্থাৎ তালবাল্তের রস) দুই তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করাইলে উন্মাদরোগ নিবারিত হয়।

৩। চড়াইপাখীর কাঁচা মাংস পেষণ করিয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে উন্মাদরোগ নিবারিত হয়, পরন্তু এস্থলে একতোলা পরিমাণ পুং চড়াই পাখীর মাংস গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ সের কাঁচা দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করাইতে হইবে।

উন্মাদরোগী বলবান হইলে—

১। রোগীর গাত্রে সর্ষপতৈল মালিশ করিয়া হস্তপদাদি বন্ধন করতঃ চিৎকরিয়া কিঞ্চিত সময় রৌদ্রে শয়ন করাইয়া রাখিবে। যে পর্য্যন্ত রোগীর ঘর্ম্ম না হইবে সেই পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া রাখিয়া দিবে। রোগীর ঘর্ম্ম উত্তমরূপে নিঃসৃত হইলে তাহাকে তুলিয়া ছায়াতে আনিয়া রাখিবে। ইহাতে উন্মাদরোগ অতি শীঘ্রই নিবারিত হয়।

২। একমাত্র দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া মধুর সহিত একআনা পরিমাণ যবের চূর্ণ সপ্তাহকাল প্রাতঃকালে সেবন করিবে, ইহাতে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়।

৩। যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা এবং রসোন এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একতোলা লইয়া ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য লইলে ও চক্ষুতে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে উন্মাদরোগ শান্তি হইয়া থাকে।

৪। শ্বেততুলসী, কুড় এবং হরিতকী এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে একতোলা লইয়া ছাগমূত্রের দ্বারা পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মালিশ করিবে।

অপস্মার চিকিৎসা।

১। উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত ব্যক্তির গলরজ্জু (অর্থাৎ যে দড়ি গলায় দিয়া মরে সেই দড়ি) অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে অপস্মার (অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া) রোগ প্রশমিত হয়।

২। ছাগীর অমরানামক নাড়ী অগ্নিতে এরূপভাবে দগ্ধ করিবে যে, যেন উহাতে জলীয়ভাগ না থাকে। অনন্তর উক্ত দগ্ধ নাড়ী খণ্ড খণ্ড করিয়া অৰ্দ্ধ সের কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাঁজি ও অমরানাড়ী ভক্ষণ করিবে।

৩। কার্পাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ এবং শিবপূজার নির্ম্মাল্য, কেউটা সাপের খোলস, ধানের তূষ, বিড়ালের জিহ্বা ও ময়নাফল এই কয়েকটি দ্রব্য সম-পরিমাণে লইয়া একটী সরা কিম্বা মালসায় রাখিবে; অনন্তর অগ্নিসংযোগে ধূম উৎপন্ন করাইয়া সেই ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইবে, ইহাতে অপস্মাররোগ দূরীভূত হইবে।

৪। পেচক (পঁচা), শকুন, বিড়াল, সাপ ও কাক এই সকল জন্তুর যথাসম্ভব ঠোঁট, পালক ও বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা ধূম প্রদান করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়।

৫। পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

৬। নিম্ববৃক্ষের শিকড় রবিবারে গ্রহণ করিয়া রক্তবর্ণ (লাল) সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া হস্তে ধারণ করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৭। অর্দ্ধসের গোমূত্রদ্বারা সাতটি হরীতকী সিদ্ধ করিয়া উহার এক একটি হরীতকী প্রাতঃকালে মধুর সহিত সেবন করিলে অপস্মাররোগ সাতদিনের মধ্যে নিবারিত হয়।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

১। মনসাগাছ (সিজগাছ), সৌবর্চ্চললবণ (সচললবণ), সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদলবণ, সামুদ্রলবণ (অর্থাৎ যে লবণ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি) এবং বার্ত্তাকুফল (বেগুণ) এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাঁড়িতে রাখিবে, পরে ঐ সকল দ্রব্যের সমপরিমাণে, ঘৃত ও তিলতৈল ঐ হাঁড়ির মধ্যে প্রদান করিয়া ঐ হাঁড়ির মুখ শরাদ্বারা বন্ধ করতঃ দড়ি দ্বারা ঐ আবৃত হাঁড়ির মুখ এরূপ ভাবে বন্ধন করিবে যে, যেন হাঁড়ির অভ্যন্তরস্থ ধূমের তেজে শরা উঠিয়া না পড়ে। এইরূপ দৃঢ় বন্ধনের পর গোময়সংযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ হাঁড়ির শরার সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর একহস্ত দীর্ঘ, একহস্ত প্রস্থ ও একহস্ত গভীর গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হাঁড়িটী বসাইয়া হাঁড়িটী ঢাকিয়া অগ্নি-সংযোগে পুড়াইবে। পরে হাঁড়ির মধ্যস্থ দগ্ধ পদার্থগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ কবিবে। অনন্তর উক্ত চূর্ণ পদার্থ একতোলা পরিমাণে সেবন করিবে, ইহাতে বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শরীরের সন্ধিস্থলসকল বাতদ্বারা আক্রান্ত হইলে অর্থাৎ গেঁটে বাত ধরিলে,—

২। শজিনাগাছের মূলের ছাল আধপোয়া ও মরিচ আধতোলা

একত্রে জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে বাতরোগ ও তজ্জনিত ফুলা ভাল হয়।

৩। ভেরেণ্ডার (রেড়ির) গাছের মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ প্রতিদিন প্রাতে পান করিলে উক্ত বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। কালধুতুরার পাতা, হলুদের গেঁড়, হাড়ভাঙ্গা, ছাঁচি পিঁয়াজ এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করতঃ গরম করিয়া গেঁটেবাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে উক্ত বাতরোগ প্রশমিত হয়।

৫। দেবদারু, রক্তচিতার মূল এবং বিড়ঙ্গ এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করতঃ গেঁটেবাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে গেঁটেবাতের সম্যক্ হ্রাস হয়।

৬। রশুন একতোলা, মরিচ একতোলা, লাল ভেরেণ্ডামূল একতোলা বাসি হুঁকার জলে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতের বিশেষ উপকার হয়।

বিছুতির শিকড় কোমরে ধারণ করিলে বাত-বেদনার শান্তি হয়।

৭। কুল, কুল্‌তিকলাই দেবদারু, রাস্না, মাসকলাই, তিসি (মসিনা) ও কুড় এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কাঁজি (আমানি) দ্বারা বাটিয়া বাত-জনিত বেদনাস্থলে প্রলেপ দিলে বাতরোগ প্রশমিত হয়।

৮। রশুন বারতোলা (খোসা পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র কোষ) লইয়া পেষণ করিয়া লইবে, পরে উহাতে হিংচূর্ণ দুই আনা, জীরা দুই আনা, সৈন্ধবলবণ দুই আনা, সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ দুই

আনা, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ দুই আনা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া ভেরেণ্ডার মূলের কাথের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতরোগ প্রশমিত হয়। অপিচ ভেরেণ্ডার মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া অৰ্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলেই ভেরেণ্ডার কাথ প্রস্তুত হইবে।

বাতব্যাধিতে মুখ বাঁকিয়া গেলে—

১। নিমপাতা, কার্পাস তুলার বীজ, গুগ্গুলি থেঁতো করিয়া কাপড়ের পুটলির ভিতর দিয়া অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। ইন্দুরের মাংস লইয়া ঘৃত দ্বারা ভর্জ্জিত করিয়া উষ্ণাবস্থায় ঐ মাংস নেকড়ার পুটলি করিয়া বাতদ্বারা বক্র অংশে স্বেদ প্রদান করিবে। পরন্তু স্বেদ দিবার পূর্ব্বে যেস্থানে স্বেদ দিতে হইবে, সেই স্থানে পুরাতন ঘৃত মালিস করিতে হইবে। ঐ মাংস জীবিত ইন্দুরের হইলে বিশেষ উপকার হয়।

বাতরোগে উরুদেশে বেদনা হইলে—

৩। এরণ্ডতৈল (রেড়িতৈল) অৰ্দ্ধতোলা লইয়া অৰ্দ্ধপোয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত উরুদেশের বেদনা প্রশমিত হয়।

৪। একটী বেগুণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া পরে তিলতৈল অগ্নিতে চড়াইয়া সেই অগ্নিতপ্ত তৈলে ঐ সিদ্ধ বেগুণ সন্তলন করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বাতরোগ প্রশমিত হয়। রসাশ্রিত বাতজনিত বেদনা হইলে উহার নূতন অবস্থায় টার্পিনতৈল ও কর্পূর সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ বেদনাস্থানে মালিশ করিলে বাতবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বাতরক্তের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ গায়ে চাকা চাকা বাহির হইলে—

১। গুলঞ্চ, ধনিয়া এবং শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে দুই-তোলা লইয়া জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত খাইলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

২। দুইতোলা গুলঞ্চ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণের সহিত পান করিতে দিবে।

৩। সমপরিমাণে গুড়ের সহিত তিনটী বা পাঁচটী হরিতকী সেবন করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিবে। ইহাতে অত্যুগ্র বাতরক্ত প্রশমিত হয়। পরন্তু দুইতোলা গুলঞ্চ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ পান করিতে হইবে।

৪। পটোলপত্র, কট্‌কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। ছাগদুগ্ধ ও গোধূমচূর্ণ (খাঁটি ময়দা) সমপরিমাণে একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাতরক্তযুক্ত রোগীর গাত্রে প্রলেপ দিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

৬। রেড়ীর বীজের খোসা পরিত্যাগ করিয়া শাঁসভাগ একতোলা

লইয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করতঃ বাতরক্তে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৭। হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুড়ূচী ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা করিয়া সমস্তে নয়তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া /২।০ নয় পোয়া জলদ্বারা সিদ্ধ করিতে করিতে যখন নয় ছটাকমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া তাহার অর্দ্ধপোয়া প্রাতঃ-কালে পান করিবে। অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দিবে, পরন্তু এই পরিমাণে প্রতিদিন প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা উপকার দর্শে না। ইহাতে বাত-রোগের সবিশেষ উপকার হয়।

৮। গুলঞ্চ, নিমপাতা, মুথা, পলতা, ছাতিমছাল, জনকপুরি খদির, বাকসপাতা, অনন্তমূল পাঁচ আনা, কাঁচা হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, বাকী তিন আনা ওজনে সমস্ত দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ছাতিমছাল দুইতোলা পূর্ব্ববৎ সিদ্ধ করিয়া মধু দিয়া খাইলে ঐ ফল হয়।

৯। প্রথমতঃ দুইতোলা গুগ্গুল লইয়া একপোয়া দুগ্ধদ্বারা পাক করিবে। পরে যখন দেখিবে যে ঐ গুগ্গুলের আঠা শূন্য ও কোমল হইয়াছে, তখন নামাইয়া ঐ গুগ্গুল উত্তমরূপে জল দ্বারা ধৌত করিয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করতঃ আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। দুইতোলা রশুন লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে নিম্বপত্রচূর্ণ দুই আনা ও গুলঞ্চ-

চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সেবন করিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।

১১। গুলঞ্চ ও নিমের ছাল এই দুইটী দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গোমূত্র দ্বারা প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

১২। গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বাতরক্তজনিত ক্ষত ও ফুলাস্থানে লেপন করিবে, ইহাতে রক্তের দূষিতাংশ নিঃসারিত হইয়া রোগী সুস্থ হয়।

১৩। অনন্তমূল, কলম্বা, চিরতা, নিমের ছাল, হরীতকী ও কট্‌কী এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বাতরক্তরোগের শান্তি হয়।

১৪। ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, সোম ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে একপোয়া লইয়া সোম ও ধূনা বাদে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিবে। পরে একসের তিলতৈল অগ্নিতে চড়াইয়া যখন তৈল ফুটিতে ফুটিতে ফেনা শূন্য হইবে তখন নামাইয়া উহাতে /৪ চারিসের জল ও উক্ত কুট্টিত ঔষধ এবং সোম ও ধূনা এক সঙ্গে ঐ তৈলে প্রদান করিবে। যখন দেখিবে যে সমস্ত জল শুষ্ক হইয়া তৈল মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে। এই তৈল মালিশ করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয় এবং বাতরক্ত-জনিত ফুলা ও ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

উরুস্তম্ভ-চিকিৎসা।

১। পিপুল এবং শুঁঠ সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া উরুদেশে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভরোগ প্রশমিত হয়।

২। গুগ্‌গুল্ আধতোলা লইয়া আধপোয়া দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে গুগ্‌গুল্ আঠাশূন্য ও কোমল হইয়াছে তখন উহা নামাইয়া জল-দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ গুগ্‌গুল কিঞ্চিৎ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। প্রথমতঃ কয়েকটী ভেলা ফল লইয়া কাটিয়া বাতাসে রাখিয়া দিবে। পরে তাহাতে ইষ্টক গুড়িকা মাখাইয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত বাতাসে ও রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। অনন্তর জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সেই ভেলা একতোলা ও পিপুল আধতোলা এই কয়েকটি দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে উরুস্তম্ভরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং চৈ এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আঁধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ আধপোয়া অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভরোগ প্রশমিত হয়।

৫। গণিয়ারির ছাল, পুনর্নবা, পারুলছাল ও বেলছাল এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সাহত প্রাতঃ-কালে পান করিবে, ইহাতে উরুস্তম্ভরোগ সত্বরই শান্তি হয়।

৬। বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পান করিলে উরু-স্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়। বিশেষতঃ উরুস্তম্ভের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যব-হার করিলে অত্যন্ত উপকার হয়।

৭। ডহর করঞ্জার ফল ও সর্ষপ সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উরুস্তম্ভের ফুলাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। অপিচ এই প্রলেপের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ টার্পিনতৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া ফুলস্থানে মালিশ করিয়া পরে ঐ প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে উরুস্তম্ভ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৮। মধু, সর্ষপ ও বল্মীক মৃত্তিকা (উইয়ের ঢিপির মাটি) এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ উরুস্তম্ভের বেদনাযুক্ত ও ফুলস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলে কিম্বা মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পরন্তু অগ্রে উক্ত ঔষধ দ্বারা কিয়ৎক্ষণ মালিশ করিয়া পরে উহার দ্বারা প্রলেপ দিয়া রাখিবে।

ভাজা বালির কিম্বা মাষকলাইয়ের স্বেদ বিশেষ উপকারী।

৯। উরুস্তম্ভ রোগে অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া উচ্চস্থান লঙ্ঘন ও উচ্চস্থান হইতে নিম্নে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পতন ও নদীস্রোতে বিপরীত-দিকে অর্থাৎ নদীর স্রোতের গতি যে দিকে সেই স্রোতের উজান অর্থাৎ প্রতিকূলদিকে সন্তরণ এই সকল দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

আমবাত-চিকিৎসা।

আমবাতরোগে অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে—

১। পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, রক্তচিতার মূল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া জলমাত্র গ্রহণ করিবে, এই জল আমবাত রোগীর পিপাসা শান্তির নিমিত্ত অল্প অল্প পান করিতে দিবে। এ জল ব্যতীত কদাচ অন্য জল পান করা উচিত নহে। অপিচ এইরূপে প্রস্তুত করা জলে এক ছটাক কুট্টিত সিদ্ধ চাউল পাক করিয়া সেই অন্ন আমবাত রোগীকে আহার কালে ভোজন করিতে দিবে। এই জল ভিন্ন অন্য জল দ্বারা পাক করিলে সেই অন্ন আমবাত রোগীকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। পরন্তু ঐ দুই সের জলদ্বারা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ চাউলের ব্যবস্থা করা হইল, যদি রোগী পরিপাক করিতে সমর্থ হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ চাউলের পরিমাণ ও জলের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে। এই রূপ পথ্য ভোজন ও পানীয় জল পান করিতে থাকিলে আমবাত রোগ অচিরকালেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

আমবাতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও সর্ব্বাঙ্গে ফুলা থাকিলে—

১। উত্তপ্ত বালুকাদ্বারা রোগীর সর্ব্ব শরীরে সেক প্রদান করিবে, ইহাতে আমবাত জনিত বেদনা ও ফুলা আশু প্রশমিত হইয়া শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সেক দিবার নিয়ম যথা ;—

প্রথমতঃ বালুকা খোলায় চড়াইয়া অগ্নিতে বিলক্ষণরূপে উত্তপ্ত করিয়া

লইতে হইবে, অনন্তর একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডের উপরে ভেরেণ্ডাপত্র বা আকন্দপত্র কিম্বা ধুস্তুরপত্র উত্তমরূপে বিছাইয়া তদুপরি ঐ উত্তপ্ত বালুকা ঢালিয়া পুটলি বান্ধিবে এবং উক্ত বালুকার পুটলি আস্তে আস্তে সর্ব্বাঙ্গে লাগাইতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে ঐ পুটলিস্থ উত্তপ্ত বালুকা শীতল হইয়া আসিয়াছে। তখন ঐ বালুকা পুনরায় খোলায় ভাজিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ পুটলি বদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সেক দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে রোগীর কপালে ও অন্যান্য অঙ্গে অল্প অল্প ঘর্ম্ম নিস্বৃত হইতেছে, তখন সেক দেওয়া বন্ধ করিবে। দিবসে এইরূপ তিন চারিবার করিলেই অল্পদিনের মধ্যে আমবাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। উপরোক্ত নিয়মানুসারে লবণদ্বারা প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় সেক প্রদান করিলেও আমবাতরোগে বিশেষ উপকার হয়।

৩। উক্ত নিয়মানুসারে ইন্দুরমাটি উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সেক প্রদান করিলেও সবিশেষ উপকার হয়।

প্রলেপ—কুচলে, রাই সরিষা, উইয়ের মাটী, ভেরেণ্ডামূল, সজনেছাল, রশুন সমভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

আমবাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—

১। হরীতকী, কটকী এবং সোণামুখী এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত একসিকি পরিমাণ সোন্দালের আঠা মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যূষে পান করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে ও রোগী কোনরূপ যাতনা অনুভব করিবে না, অপিচ যদি উহাতেও দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে এই পাচনের সহিত ক্রমশঃ আধতোলা হইতে একতোলা পর্য্যন্ত সোন্দালের আঠা মিশ্রিত করতঃ পান

করিতে দিবে। আমবাত রোগীকে এইরূপে মধ্যে মধ্যে দাস্ত খোলসার ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

২। তেউড়ীর মূলের ছাল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রথমতঃ একসিকি পরিমাণে শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যূষে রোগীকে সেবন করাইবে। যদি এই পরিমাণে তেউড়ীর চূর্ণে দাস্ত পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে এই তেউড়ীর চূর্ণ আধতোলা হইতে ক্রমশঃ বারআনা বা একতোলা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে।

৩। সোন্দাল বৃক্ষের কচিপত্র ৮।১০টি লইয়া ঘৃতে ভাজিয়া রাত্রিতে আহারের সময় সেবন করিলে পরদিন তিন চারিবার দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে।

আমবাতে প্লীহার ন্যায় পেটের অভ্যন্তরে আমরস পিণ্ডাকার হইয়া কঠিন হইলে—

১। রশুন সাড়ে বারতোলা ও কৃষ্ণতিল আধতোলা এই দুই দ্রব্য জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উহার সহিত হিঙ্গুচূর্ণ এক আনা, মরিচ-চূর্ণ এক আনা, পিপুলচূর্ণ একআনা, যবক্ষার (সোরা) একআনা, সাচিক্ষার একআনা ও পঞ্চলবণ অর্থাৎ সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিড়, উদ্ভিদ এবং সামুদ্রলবণ। প্রত্যেকে একআনা, রক্তচিতার মূল চূর্ণ একআনা এবং বন-জোয়ান চূর্ণ এক আনা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া উহাতে একপোয়া তিলতৈল ও আধসের কাঁজি মিশ্রিত করিবে, পরে একটী মৃত্তিকাপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া এই সমস্ত দ্রব্য তাহার মধ্যে রাখিয়া দিবে এবং মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিবে। এইরূপে ষোলদিন অতীত হইলে হাঁড়ির মুখ খুলিয়া ঐ ঔষধ হইতে প্রত্যহ আধতোলা পরিমাণ লইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে আমবাতরোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। হরীতকী ও শুঁঠের চূর্ণের সহিত গুলঞ্চের চূর্ণ সেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়। পরন্তু শুঁঠের চূর্ণ ও হরীতকীর চূর্ণ সমপরিমাণে প্রস্তুত করিয়া সেই চূর্ণ হইতে দুই আনা লইয়া তাহাতে গুলঞ্চের চূর্ণ অর্দ্ধআনা মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রের সহিত আলোড়িত করতঃ কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে সেবন করিবে।

৩। একসিকি পরিমাণ হরীতকীর চূর্ণ লইয়া দুইতোলা এরণ্ডতৈলের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে আমরোগ প্রশমিত হয়।

৪। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে শুঁঠের গুড়া, অর্দ্ধপোয়া কাঁজির সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে আমবাতরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

৫। হিং একতোলা, চৈ দুইতোলা, বিটলবণ তিনতোলা, শুঁঠ চারি তোলা, পিপুল পাঁচ তোলা, কৃষ্ণজিরা ছয়তোলা, এবং কুড় সাততোলা এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে এই চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহাতে আমবাতরেগে অল্পকালেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে দুইতোলা আন্দাজ ছোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে, পরদিন প্রাতঃকালে উক্ত ছোলার জল ফেলিয়া দিয়া ঐ ছোলা কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে আমবাত নিবারিত হয়। পরন্তু ইহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই ব্যবস্থেয়।

৭। রক্তচিতার মূল, পিপুলের মূল, জোয়ান, কৃষ্ণজিরা, বনজোয়ান ও চৈ এই কয়েকটি দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল-দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও গোমূত্রের সহিত অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে আমবাতরোগে বিশেষ উপকার হয়।

৮। শালুক, বিড়ঙ্গের শাঁস, সৈন্ধবলবণ এবং মরিচ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে উক্ত চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ লইয়া উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে আমবাতরোগ নিবারিত হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৯। জোয়ান, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতার মূল ও শলুকা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা করিয়া লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই আনা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু উক্ত চূর্ণ পদার্থগুলি যে পরিমাণ হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ গুড় জলদ্বারা গুলিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। পরে যে সকল গাদ উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তাহা ক্রমশঃ ফেলিয়া দিবে, এইরূপে জ্বাল দিতে দিতে যথন দেখিবে যে ঐ গুড় দুই অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিলে হস্তে আঁশ লাগিতেছে, তখন উহাতে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া তাড়ুদ্বারা অনবরত নাড়িতে নাড়িতে গুড়ের সহিত চূর্ণগুলি উত্তমরূপে মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে।

১০। সর্ষপের থইল আটতোলা লইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া উহার সিটেগুলি বাদ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে উহাতে অম্লমণ্ড ষোলতোলা মিশ্রিত করিয়া তিনদিবস একটি পাত্রে করিয়া ধান্য-রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তিনদিবস পরে ধান্যরাশি হইতে উহা তুলিয়া তাহাতে শলুফা, পুনর্নবা, গান্ধাল, শুঁঠ ও ময়নাফল এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা করিয়া লইয়া উহাতে মিশ্রিত করিবে। পরে উহা হইতে আধপোয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া ও জল মিশ্রিত করিয়া সর্ষপতৈলদ্বারা সন্তলন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হিঙ

ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া আমবাতরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে আমবাতরোগ নিবারণ হয়।

উল্লিখিত অন্নমণ্ড প্রস্তুত করিবার নিয়ম—

আধপোয়া চাউলকে কুট্টিত করিয়া সাতপোয়া জলদ্বারা পাক করিবে। যখন উহা লেহবৎ হইবে, তখন উহা নামাইবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিলেই অন্নমণ্ড প্রস্তুত হইল।

১১। শীতকালে নূতন শকুল অর্থাৎ সৌল মৎস্য আনয়ন করিয়া তাহার আইস প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে এই মৎস্যের চূর্ণ /২॥০ আড়াই সের ও সর্ষপতৈল /৭॥০ সাড়ে সাতসের একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্, ধনিয়া, জোয়ান, আদা, কৃষ্ণজিরা, শ্বেতপুনর্নবা, সজিনার ছাল, আলকুশী বীজের শাঁস ও সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ ও বিট্‌লবণ এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে চারি আনা লইয়া মিশ্রিত করিবে। অনন্তর এই সমস্ত একত্রে /২ দুইসের কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি তৈলাক্ত-পাত্রে রাখিয়া একসপ্তাহ ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে, এইরূপে সাতদিন গত হইলে ধান্যরাশি হইতে তুলিয়া পানার্থ ও ভক্ষণার্থ ব্যবহার করিবে অর্থাৎ পান করিবে ও ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মাখিয়া খাইবে।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

শূলরোগের প্রথমাবস্থায়—

১। কুলথিকলাই চারিতোলা ও পারাবত মাংস অর্থাৎ পায়রার মাংস চারিতোলা লইয়া দুইসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে গব্যঘৃত কিঞ্চিৎ

পরিমাণ লইয়া অগ্নিতে চড়াইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হিঙ নিক্ষেপ করতঃ উক্ত কাথ সন্তলন করিবে। পরে নামাইয়া উহাতে সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মরিচ, পিপুল এবং শুঁঠ সমস্তে দুই তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। অনন্তর উহা হইতে আধপোয়া আন্দাজ লইয়া তাহাতে দাড়িমের রস কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এইরূপে দিনমানে চারি পাঁচ বার পান করিবে। ইহাতে শূলরোগ অচিরকাল মধ্যেই প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ শূলের প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিলে শূলরোগ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

২। হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বচ, সৌবর্চ্চললবণ এবং হরীতকী এই সকল দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ প্রত্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। পরে এই মিশ্রিত চূর্ণ দুই আনা লইয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে বেদনাযুক্ত শূলরোগ প্রশমিত হয়।

৩। ধনিয়া, হরীতকী, হিং, কুড় এবং তিন প্রকার লবণ (সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট) এই কয়েকটী দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। অনন্তর দুই তোলা কাঁচা যব লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত উক্ত চূর্ণ দুইআনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃ-কালে ও সন্ধ্যার সময় পান করিবে। ইহাতে অল্পদিনের শূলরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু কাঁচা যব শব্দে অভর্জিত যব বুঝিতে হইবে, কিন্তু ক্ষেত্রের অপক্ক ও অপরিপুষ্ট যবকে যেন লক্ষ্য না হয়।

৪। জোয়ান, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চললবণ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। পরে এই মিলিত চূর্ণ হইতে দুই আনা চূর্ণ ঔষধ

লইয়া মধু ও আতপচাউল ধোওয়া জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে অল্পদিনের শূলরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। শুঁঠ আধতোলা ও এরণ্ডমূলের (ভেরেণ্ডা মূলের) ছাল দেড়-তোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। এইরূপে সপ্তাহকাল সেবন করিলে অল্প-দিনের মধ্যেই শূলরোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু এই ঔষধ প্রত্যহ দুইবার পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে এবং শাক ও অম্লাদি অনিষ্টকর দ্রব্য সেবন নিষেধ।

৬। ভেরেণ্ডার মূল, যব ও শুঁঠ এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরি-মাণে দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে হিঙ, কুড়ের চূর্ণ ও সৌবর্চ্চললবণ প্রত্যেকে একআনা করিয়া লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃ-কালে পান করিবে। এই ঔষধ তিন দিবস মাত্র পান করিলে শূলরোগ প্রশমিত হয়।

৭। হিঙ, থৈকল, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ, জোয়ান, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধবলবণ এই কয়েকটি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। উক্ত মিশ্রিত চূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণ লইয়া ত্রিফলা ভিজান জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ নিবারণ হয়। পূর্ব্ব দিবস ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিনটি দ্রব্য কুট্টিত করিয়া পাথরের কিম্বা কাঁচের বাটিতে কিঞ্চিৎ জলের সহিৎ ভিজাইয়া রাখিবে।

৮। সৌবর্চ্চললবণ একতোলা, তেঁতুল দুইতোলা, কৃষ্ণজিরা চারি তোলা ও মরিচ আটতোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে লইয়া টাবালেবুর রসের

সহিত পেষণ করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শূলরোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু দশবৎসর হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির অর্দ্ধতোলা ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের একতোলা এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের একসিকি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

৯। হিঙ্‌, সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও জোয়ান এই সকল দ্রব্য একতোলা করিয়া লইয়া ছোলঙ্গ-লেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া একতোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ নিবারণ হয়।

১০। পাটা সাজীমাটী চূর্ণ আধভরি, আধছটাক, পাতিনেবুর রসে দিলে ফুটিয়া উঠিলেই খাইয়া ফেলিবে। ইহাতে যতদিনেরই শূলরোগ হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ঔষধটী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে।

১১। বিল্ববৃক্ষের মূলের ছাল, কৃষ্ণতিল ও ভেরেণ্ডার মূলের ছাল প্রত্যেকে সম পরিমাণে লইয়া কাঁজির দ্বারা পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা আন্দাজ অনেকগুলি বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে এই বটিকা অগ্নিতে সন্তপ্ত অর্থাৎ উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইবে। ইহাতে শূলরোগ জনিত পেটের বেদনা সত্বই নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

১২। কৃষ্ণতিল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে অনেকগুলি বটিকা প্রস্তুত করতঃ অগ্নিতে উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে সেক (স্বেদ) প্রদান করিবে, ইহাতে শূলরোগ-জনিত বেদনা আশু প্রশমিত হইয়া রোগী সুস্থ হয়।

১৩। দেবদারু, বচ, কুড়, শুলকা, হিঙ্‌ ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করতঃ নাভিমূলে প্রলেপ প্রদান করিলে শূলরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

১৪। জয়ন্তীর মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈল তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পার্শ্বদেশে প্রলেপ প্রদান করিলে পার্শ্বশূল নিবারণ হয়।

১৫। পাঁচবৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড় এক আনা পরিমাণে লইয়া সপ্তাহ কাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৬। পটোলপত্র এবং নিমছাল, এই উভয় দ্রব্য জলদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুগ্ধ বা ইক্ষু রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শূলরোগ নিবারিত হয়।

১৭। আমলকীরস ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া দুই আনা পরিমাণ চিনির সহিত পান করিবে। ইহাতে শূল-রোগ আশু প্রশমিত হয়।

১৮। বলালতা ও কিস্‌মিস্ এই উভয় দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে উক্ত ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল-রোগ নিবারিত হয়।

যে শূলরোগে মধ্যদিনে অর্থাৎ দিবসে দুই প্রহরের সময় পেটে অত্যন্ত বেদনা ধরে ও গাত্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহাতে ;—

১। শতমূলের রস এক ছটাক দুই আনা চিনির সহিত বেদনার সময় পান করিবে ; অর্থাৎ যখন শূলজনিত দারুণ বেদনা অনুভব হইবে, তখন এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ অপনীত হইয়া থাকে।

২। যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশের মূল ও শতমূলী এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্বাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ পান করিলে বেদনা প্রশমিত হয়।

৩। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্‌কী ও সোন্দালের আঠা এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া আধ সের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করতঃ ঐ ক্বাথ অতি প্রত্যুষে সেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ প্রশমিত হয় এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়। এ স্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, হরীতকী হইতে কট্‌কী পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি প্রথমতঃ কুট্টিত করিয়া জ্বাল দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া পরে সেই ক্বাথে সোন্দালের আঠা যথোক্ত পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, শূলরোগীর পেটের অসুখ থাকিলে এই ঔষধ সেবন নিষেধ।

৪। যষ্টিমধু দুইতোলা কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে শূলরোগ নিবারিত হয়।

৫। দুইআনা আমলকীর চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে শূল-রোগ নিবারিত হয়।

৬। মুথা দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের গোমূত্রদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

৭। ছোলঙ্গলেবুর মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু ও যবক্ষার (সোরা) মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে শূলজনিত বেদনা আশু প্রশমিত হয়।

৮। সজিনার মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ মধু

ও যবক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে ইহাতে শূল-রোগ সত্বই প্রশমিত হইয়া থাকে।

আহারের পরক্ষণেই অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে যে বেদনা ধরে, তাহার অব্যর্থ মহৌষধ ;—

১। শঙ্খের মুখের গেঁটে অংশ (যাহা শঙ্খের গেঁড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা) অগ্নিতে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করতঃ সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া সেই চূর্ণ চারিআনা বা ছয়আনা লইয়া শীতলজল বা মিছরির পানার সহিত বেদনার সময় পান করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবারণ হয় ও দাস্ত খোলসা হইয়া থাকে।

২। হরিণের শৃঙ্গ একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একটী শরার দ্বারা ঢাকা দিয়া মৃত্তিকা-লিপ্ত ছিন্নবস্ত্রদ্বারা মুখ ও সন্ধিস্থল উত্তমরূপে বদ্ধ করতঃ চুল্লীতে চড়াইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, ঐ হাঁড়ীর তল-ভাগ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তখন ঐ হাঁড়ী নামাইয়া রাখিয়া দিবে। পরে উহার অভ্যন্তর হইতে দগ্ধশৃঙ্গ বাহির করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ এক আনা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে, ইহাতে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ হরিণের শৃঙ্গ দা দিয়া চাঁচিয়া পাতলা পাতলা অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, নতুবা উহা ভস্ম হইবে না। অপিচ হাঁড়ীতে নেকড়া জড়াইবার পূর্ব্বে নেকড়াতে মাটিগোলা মাখাইয়া উত্তমরূপে লাগাইয়া লইবে।

৩। বিড়ঙ্গের খোসা পরিত্যাগ করতঃ শাঁস লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ দুইআনা লইয়া বকফুলের পাতার রসদ্বারা উত্তম-রূপে গুলিয়া লেহনপূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাতে শূলরোগ সত্বই প্রশ-মিত হইয়া থাকে।

৪। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস (ভুঁইকুমড়ার) রস দুইতোলা এবং দাড়িমের রস দুইতোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে মরিচ চূর্ণ চারি আনা পিপুলচূর্ণ চারিআনা, শুঁঠচূর্ণ চারিআনা এবং সৈন্ধবলবণ চূর্ণ দুইআনা একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটীকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে উহার একটী বটী প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনবার কিঞ্চিৎ গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে শূলজনিত বেদনা শীঘ্রই নিবারিত হয়।

৫। শঙ্খের গেঁটার ভস্ম, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই সকলের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পরে এই মিলিত চূর্ণের দুইআনা কিঞ্চিৎ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে, ইহাতে শূলরোগ প্রশমিত হয়।

শূলরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কম্বলদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি চেয়ারেব উপর বসাইবে, পরে ঐ চেয়ারের নীচে সর্ষপ তৈলমিশ্রিত যবের ছাতুর সহিত একটী পাত্র রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবে। পরে তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হইবে সেই ধূম একঘণ্টাকাল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। পরন্তু যে চেয়ারে রোগী বসিবে, তাহারও চতুর্দ্দিক কম্বলদ্বারা বেষ্টন করতঃ বায়ুর সঞ্চার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, যদি অনাবৃত স্থানে ঐ ধূমপাত্র রাখা হয়, তাহা হইলে ধূম রোগীর গাত্রে না লাগিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অপিচ যে গৃহে ঐরূপ ধূম গ্রহণ করিবে, সেই গৃহের চারি দিকের দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া লইবে।

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবার শেষাবস্থায় যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহার (অর্থাৎ পরিণামশূলের) চিকিৎসা ;—

১। শুঁঠের সূক্ষ্মচূর্ণ দুইআনা, পুরাতন গুড় দুইতোলা ও কৃষ্ণতিল আটতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ গব্যদুগ্ধ দ্বারা পায়স

প্রস্তুত করিবে। পরে এই পায়স রোগীকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। উহাতে উক্তরূপ শূল-রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। শম্বুকের শুষ্ক আবরণ (অর্থাৎ শম্বুকের মাংসহীন শুষ্ক খোসা) আহরণ করতঃ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে রোগীর মুখের অভ্যন্তরে উত্তমরূপে গব্যঘৃত মাখাইয়া উক্ত চূর্ণ এক আনা লইয়া অল্প উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। অপিচ যাহাতে মুখে ঐ চূর্ণ না লাগে তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। কারণ উহা মুখ গহ্বরস্থ ঘৃতহীনস্থানে লাগিলে কিম্বা ঘৃতযুক্ত স্থানেও প্রচুর পরিমাণে লাগিলে ঘা হইবার সম্ভাবনা।

৩। মটর ডালের চূর্ণ দুইআনা ও কাঁচা যবের চূর্ণ দুই আনা সারযুক্ত দধির সহিত পান করিলে শূলরোগ প্রশমিত হয়।

৪। কৃষ্ণতিল, শুঁঠ, হরীতকী এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করা শম্বুক-ভস্ম এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, পরে এই মোদক প্রাতঃকালে সেবন করিয়া শীতল জল ও কাঁচাদুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে উপরোক্ত প্রকার শূলরোগ নিবারিত হয়।

৫। কড়াইয়ের (মাসকলাই) ডালের যুষের সহিত যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপরোক্ত শূলরোগ প্রশমিত হয়।

৬। জলযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্ধব লবণ ধরিতে পারে সেই পরিমাণে সৈন্ধবলবণ উহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ দিতে দিতে যখন জল শুকাইয়া আসিবে তখন উহার মুখে কাদামিশ্রিত গোময়-মাটী লেপন করিয়া পরে সর্ব্বাঙ্গ ঐরূপ মাটীমাখা নেকড়া দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইবে, অনন্তর আবার মাটী লেপন করিবে, এইরূপ লেপন করিতে

করিতে যখন দুই অঙ্গুলি আন্দাজ পুরু হইবে তখন রৌদ্রে শুকাইয়া ২ হাত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং গভীর এরূপ একটী খাত প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক ঘুটিয়াদ্বারা উক্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে। অনন্তর যখন দেখিবে যে পুড়িয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে তখন উহা অগ্নি হইতে তুলিয়া রাখিবে, পরে উপরিস্থ মৃত্তিকাদি পরিত্যাগ করতঃ নারিকেলের শস্য ও লবণ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে, পরন্তু ঘুটিয়ার অল্পভাগ গর্ত্তে রাখিয়া তাহার উপর নারিকেল স্থাপন করতঃ অবশিষ্ট ঘুটিয়া তাহার উপর দিবে এবং ঐ প্রস্তুত চূর্ণ প্রাতঃকালে খাইয়া শীতল জল পান করিবে। এই ঔষধ শূলরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

৭। যষ্টিমধু চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ এই সকল সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ চূর্ণ দুইআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে লেহনপূর্ব্বক সেবন করিবে, ইহাতে শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়।

গুল্ম-চিকিৎসা।

গুল্মরোগের প্রথমাবস্থায় ;—

১। ছোলঙ্গ (টাবা) লেবুর রস, হিঙ্, দাড়িমের রস এবং বিট্‌লবণ, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গুল্মরোগ নিবারণ হয়। পরন্তু হিঙ্ প্রত্যেকের সমপরিমাণ না লইয়া এক আনা পরিমাণ লইবে। অন্যান্য ঔষধ সমপরিমাণে লইবে।

২। কৃষ্ণতিল, এরণ্ড. (ভেরেণ্ডার) বীজ ও তিসি (মসিনা) এবং সর্ষপ এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে চড়াইয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, যখন উত্তপ্ত হইবে তখন উহা নামাইয়া পুটলি বান্ধিয়া গুল্মস্থানে পুনঃ পুনঃ সেক প্রদান করিবে। ইহাতে গুল্মরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। জোয়ান, হিঙ্‌, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ এবং হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে এই চূর্ণের একআনা পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে গুল্মরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। জোয়ান উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সেই চূর্ণ দুইআনা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রাতঃ-কালে ও অপরাহ্ণে সেবন করিবে, ইহাতে গুল্মরোগ সপ্তাহকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। পিপুল, পিপুলের মূল এবং কৃষ্ণজিরা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে জলদ্বারা পেষণ করিয়া গুল্মে প্রলেপ প্রদান করিলে ইহাতে গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু এইরূপে দিবসে সাত আটবার প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপ শুষ্ক হইয়া আসিলে দ্বিতীয় প্রলেপ দিবার সময় তাহা তুলিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে এবং প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানে উত্তমরূপে রেড়ির তৈল মালিশ করিবে।

৬। পঁচিশটি হরীতকী একখানি বস্ত্রে পুটলি বদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে দন্তীমূল তিনসের অর্দ্ধপোয়া চিতামূল তিনসের অর্দ্ধপোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক বত্রিশসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যে সময় দন্তী ও চিতার মূল সিদ্ধ করিবে তখন ঐ হরীতকীর পুটলি একখানি কাষ্ঠে বান্ধিয়া ঐ পাত্রমধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। পরে ঐ বত্রিশসের জলের মধ্যে চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে এবং হরিতকীর

পুটলিটি খুলিয়া হরীতকীগুলি জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে। অনন্তর উক্ত কাথের সহিত তিনসের অর্দ্ধপোয়া পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। অনন্তর উক্ত হরীতকীগুলি অর্দ্ধসের তিলতৈলদ্বারা ভর্জন করিয়া তাহাতে উক্ত গুড় মিশ্রিত কাথ প্রদান করিবে। যখন ঐ কাথ ঘন হইয়া আসিবে তখন উহাতে অর্দ্ধসের তেউড়ির মূল চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ চারিআনা ও শুঁঠ চারিতোলা প্রদান পূর্ব্বক নামাইবে। পরে এই ঔষধ দুইতোলা ও একটী হরীতকী কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার ও গুল্মরোগ ত্বরায় প্রশমিত হয়। স্ত্রীলোকের গুল্মচিকিৎসা করিতে হইলে দশমাস পরে ঔষধ প্রদান করিবে। ইহা সেবনে অসাধ্য গুল্মরোগও নিবারিত হয়।

রক্তগুল্ম-চিকিৎসা।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইয়া পেটে চাপড়া বদ্ধ পিণ্ডাকার হইলে তাহাকে রক্তগুল্ম কহে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুল্ম জন্মাইবার দশমাস পরে প্রয়োগ করিবে;—

১। শলুফা, নাটাকরঞ্জারমূলের ছাল, দেবদারু, ব্রহ্মযষ্ঠির মূল ও পিপুল এই কয়েকটি দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ একত্রে মিশ্রিত করিবে, পরে এই চূর্ণ চারিআনা পরিমাণ লইয়া তিলের কাথের সহিত পান করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণতিলের কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে দুইতোলা তিল লইয়া কুট্টিত

করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

২। পাঁচবৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্ ও বামুনহাটির মূল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে দুইআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া তিলের ক্কাথের সহিত সেবন করিবে, ইহাতে রক্তগুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। কৃষ্ণতিলচূর্ণ ও পলাশ ক্ষার এই উভয় কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বর্ত্তি যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ইহাতে রক্তজনিত গুল্ম প্রশমিত হয় ও রীতিমত ঋতু হয়।

৪। কৃষ্ণতিল চূর্ণ ও পলাশ ক্ষার এই উভয়দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সিজ (মনসা) গাছের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে এই বর্ত্তি যোনিদ্বার দিয়া প্রবেশ করাইয়া জরায়ুতে সংলগ্ন করাইবে। ইহাতে গুল্ম দ্রব হইয়া রক্তস্রাব হইয়া গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বুকে অত্যন্ত বেদনা হইলে অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করিবার সময় বুকে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হইলে তাহাকে হৃদ্রোগ কহে।—

১। অর্জ্জুনছাল দুইতোলা, গব্যদুগ্ধ একপোয়া ও জল একসের এই সমস্ত একত্রে জ্বাল দিতে থাকিবে। জ্বাল দিতে দিতে যখন দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত ক্কাথের সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি

মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়।

২। বেড়েলার ছাল দুইতোলা, গব্যদুগ্ধ একপোয়া ও জল একসের একত্রে জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে হৃদ্রোগের বিশেষ উপকার হয়।

৩। বচ ও নিমের ছাল এই দুইদ্রব্য সমপরিমাণে একতোলা লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে, ইহাতে বুকের শ্লেষ্মা নিঃসারিত হইয়া বক্ষঃস্থল পরিষ্কৃত হওয়ায় হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। দুইতোলা পরিমাণে শুঁঠ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে প্রাতঃকালে পান করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। অর্জ্জুনছালকে শুষ্ক করতঃ উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ একসিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘৃত বা দুগ্ধ কিংবা গুড় মিশ্রিত জল দ্বারা প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে পান করিলে হৃদ্রোগের বেদনা একসপ্তাহ মধ্যেই প্রশমিত হয়।

৬। কুড় উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ তাহা হইতে দুইআনা পরিমিত চূর্ণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। গোরক্ষচাকুলার মূল উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধপোয়া কৃষ্ণবর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে বাসিমুখে খাইলে একসপ্তাহ মধ্যেই সকল প্রকার হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। গোধূম চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সাহত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিয়া অর্দ্ধপোয়া গব্যদুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে সকল প্রকার হৃদ্রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৯। তেঁতুল বৃক্ষের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া মদ্য কিংবা উষ্ণজলের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে সকল প্রকার হৃদ্রোগই নিবারিত হইয়া থাকে।

১০। বিড়ঙ্গের শাঁস রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোমূত্রের সহিত প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে পান করিবে। পরন্তু এই মূত্র অপ্রসূতা বোক্‌না গরু হইতে সংগ্রহ করিবে।

১১। একটী হরিণের শৃঙ্গকে উত্তমরূপে চাঁচিয়া চাঁচিয়া চটা বাহির করতঃ ঐ চটাকে কুশদ্বারা বেষ্টন করতঃ তাহাতে মৃত্তিকাসংযুক্ত গোময় লেপন করিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে পরে ঐ ভস্ম হইতে এক এক আনা পরিমাণ ভস্ম লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে লেহনপূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ অল্প দিনের মধ্যেই নিবারিত হয়।

কৃমি-জনিত হৃদ্রোগ হইলে—

১। চারি আনা পরিমাণ বিড়ঙ্গের শাঁস চূর্ণ কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কৃমিজন্য হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

২। কণ্টকারী ও বেণার মূল এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ আশু প্রশমিত হয়।

৩। হরীতকী ও সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ এই উভয়ে সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। পলাশ পাবড়ার শাঁস চারিতোলা পরিমাণে লইয়া পান্‌তে মাদারের পাতার রসের দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া আটটী বটি করিবে, ইহার একটী করিয়া বটী প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে চারিদিনের মধ্যে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

৫। অর্জ্জুনছালের চূর্ণ চারিতোলা পরিমাণে ও শঠিচূর্ণ চারিতোলা পরিমাণে লইয়া উভয়কে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ মিলিত চূর্ণের ছয়আনা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে হৃদ্রোগের বিশেষ উপকার হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা।

প্রস্রাব করিবার সময় কিম্বা সর্ব্বদাই মূত্র অল্পে অল্পে ফোটা ফোটা নির্গত হইতে থাকিলে এবং প্রস্রাবে জ্বালা ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপদ্রব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলে ;—

১। কুশের মূল, কেশের মূল, শরের মূল, ইক্ষুর মূল ও ইকড়ের মূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে পান করিলে নিদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হয়।

২। ইক্ষুগুড় ও আমলকীর চূর্ণ সমপরিমাণে একসিকি লইয়া মিশ্রিত

করতঃ প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হয়।

৩। কাঁকড়ের বীজ, যষ্টিমধু এবং দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকে একতোলা করিয়া লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে এই মিলিত চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ লইয়া আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ অচির-কালের মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। আমলকীর রস এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে সেবন করা কর্ত্তব্য।

৫। ছোটএলাচির চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধছটাক গোমূত্রের সহিত সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পর সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আশু প্রশমিত হয়।

৬। এলাচি চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কদলী মূলের রসের সহিত পান করিলে প্রস্রাব সরল হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হয়।

৭। সাচিশাকের বীজ পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আশু প্রশমিত হয়। পরন্তু এই ঔষধ প্রাতঃকালেই পান করিবে।

৮। প্রবাল চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ এক আনা পরিমাণ লইয়া আতপ চাউলের জলের সহিত উপর্য্যুপরি তিনবার পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হয়।

৯। গোক্ষুর ও শুঁঠ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত একআনা পরিমাণে প্রবাল ভস্ম মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে

ও অপরাহ্নে পান করিবে, ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ সপ্তাহকাল মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। দুইতোলা পরিমাণে গোক্ষুর লইয়া অর্দ্ধসের পরিমাণে জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

১১। শ্বেতবেড়েলার মূলের ছাল দুইতোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১২। সোরা ও চিনি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করতঃ কিঞ্চিৎ জলের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৩। কণ্টকারির রস দুইতোলা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৪। শতমূলীর রস অর্দ্ধছটাক পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মিছরির গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যূষে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ তিন দিবস মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৫। কুশের মূল ও বেণার মূল এই উভয়ে সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ বস্তিদেশে (তলপেটে) প্রলেপ প্রদান করিলে সত্বই প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া প্রস্রাবের জ্বালা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

১৬। রক্তবর্ণ নারিকেলের পুষ্প আতপ তণ্ডুলের জলদ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হয়।

১৭। সুপারি বৃক্ষের ত্বক্ ও তাহার কোমলমূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ প্রদান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৮। পুনর্ণবা (শ্বেতপুনর্ণবা) ৮ তোলা লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল সমস্ত দিন অল্প অল্প করিয়া পান করিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ রোগ নিবারিত হয়।

১৯। দেবদারু কাষ্ঠ দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ পূর্ব্ব দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবস অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ প্রাতঃকালে পান করিবে, ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২০। পিপুল, শুণ্ঠি ও হিঙ্ এই কয়েকটী দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণে চূর্ণ লইয়া অর্দ্ধ পোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশমিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত বেগ আসিয়া পরে হঠাৎ ঐ বেগ বন্ধ হইয়া ফোটা ফোটা প্রস্রাব হইতে থাকিলে ও তাহাতে সমধিক জ্বালা বোধ হইলে তাহাকে মূত্রাঘাত রোগ কহে। এইরূপ অবস্থায়—

১। পারুলছাল ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম দুই আনা পরিমাণে লইয়া

তিলতৈলের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ অল্পকালেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। কাঁকুরোলের বীজ ও সৈন্ধব লবণ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে ওজনে একসিকি পরিমাণ লইয়া পেষণ করতঃ কাঁজীর সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ অচিরকাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাতরোগ যদি অধিক দিনের হয় তাহা হইলে—

৩। কিঞ্চিৎ পরিমাণ জাফ্রান্ (কুঙ্কুম) ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু শীতলজলে গুলিয়া রাখিয়া দিবে। পরদিবস ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। ছোট এলাচির চূর্ণ ও শুঁঠের চূর্ণ সমপরিমাণে ওজনে একসিকি লইয়া দাড়িমের রসের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। কণ্টকারির রস এক ছটাক পরিমাণে লইয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণ সময়ে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ নিবৃত্তি হয়। পরন্তু কাঁচা কণ্টকারি গাছ উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ নেক্ড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া রস গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৭। গোক্ষুর, ভেরেণ্ডার মূল এবং শতমূলী এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া একসের গোদুগ্ধ ও একসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্প অল্প করিয়া ঐ দুগ্ধ সমস্ত দিন পান করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত রোগ প্রশমিত হইয়া অচিরকাল মধ্যে রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে।

মূত্রাঘাতরোগে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে ;—

১। কর্পূর চূর্ণ করিয়া প্রস্রাব দ্বারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে মূত্র সরল হইয়া থাকে।

২। আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত চিনি ও ঘৃষ্টশ্বেতচন্দন মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে প্রস্রাব সরল হইয়া রোগী যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

৩। পাথরকুঁচির পাতা ৪ চারি ভরি, সোরা ১ ভরি শীলায় পেষিত করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অথবা তেলাকুঁচার মূল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব সরল হয়।

৪। শরীরের অধোভাগ শীতল জলে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে প্রস্রাব আশু সরল হইয়া থাকে। পদতল হইতে নাভির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ভাগকে শরীরের অধোভাগ কহে।

৫। যবক্ষার ও চিনি এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে একসিকি লইয়া চালকুমড়ার রসের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত পীড়িত ব্যক্তির মূত্র সরল হইয়া থাকে।

৬। শুষ্ক শিম্বীর বীজ (আলকুশীর বীজ), কিস্‌মিস্, পিপুল এবং কোকিলাক্ষ বীজ (কুলেক্ষারার বীজ) এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ হইতে একসিকি পরিমাণ চূর্ণ লইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে প্রস্রাব সরল হইয়া থাকে।

৭। অনন্তমূল দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত এক আনা পরিমাণ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণ সময়ে সেবন করিলে মূত্র সরল হইয়া থাকে।

অশ্মীর-চিকিৎসা।

মূত্রনালের অভ্যন্তরে যে শুক্লবর্ণ ও কলাইয়ের ন্যায় গোলাকার প্রস্তরবৎ দৃঢ় পদার্থ জন্মে তাহাকে অশ্মরী কহে। এই রোগে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয় অথবা অতিকষ্টে অল্প অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে; এইরূপ অবস্থায়—

১। বরুণ বৃক্ষের ছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর এই কয়েকটি দ্রব্য সমস্তে সম পরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে এই কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে যবক্ষার ও তিন বৎসরের অথবা তদপেক্ষা পুরাতন ইক্ষুগুড় কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রহণ করতঃ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে পান করিলে অশ্মরীরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। ইক্ষুর মূল দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া বাসি মুখে পান করিলে অশ্মরীরোগ আশু তিরোহিত হইয়া থাকে।

৩। হোগলাপাতার মূল, শজিনার মূল, জয়ন্তীর মূল এবং গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য শীতল জল দ্বারা পেষণ করিয়া বস্তিদেশে (তলপেটে) প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে অশ্মরী দ্রব হইয়া প্রস্রাবের সহিত পতিত হয়।

৪। বরুণ বৃক্ষের মূলের ছাল দুইতোলা লইয়া জলে ধৌত করতঃ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে-

নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে অশ্মরীরোগ অচিরকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

৫। গোক্ষুরপত্র, ভেরেণ্ডার পত্র, শুঁঠ ও গোক্ষুর এই কয়েকটি দ্রব্য সমস্তে সম পরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে, ইহাতে অশ্মরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। এক বৎসরের অধিককালের পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস অর্দ্ধপোয়া ও যবক্ষার এবং তিন বৎসরের অধিক পুরাতন ইক্ষুগুড় এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে অশ্মরীরোগ এক সপ্তাহ কাল মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে, পরন্তু যবক্ষার এবং ইক্ষুগুড় প্রত্যেকে এক আনা করিয়া লইতে হইবে।

৭। পাথরকুঁচী পাতার রস আধছটাক, যবক্ষার একআনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা দূর হইয়া অশ্মরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৮। তিলগাছের ডাঁটা শুষ্ক করিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করতঃ একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া একখানি শরার দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতঃ হাঁড়ি ও শরার সন্ধিস্থল মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, যখন উহা ভস্ম হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে তখন ঐ হাঁড়ি নামাইয়া শীতল হইলে হাঁড়ির অভ্যন্তর হইতে ক্ষার বাহির করিয়া সেই ক্ষার এক-সিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও অর্দ্ধপোয়া গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে অশ্মরীরোগ সপ্তাহ মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

৯। গোক্ষুরের চূর্ণ একসিকি ও মেষীদুগ্ধ একছটাক এই উভয়ে একত্রে

মিশ্রিত করতঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অশ্মরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। কুলত্থ কলাই আধছটাক, আধপোয়া জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া ঐ জল পান করিলে শীঘ্রই অশ্মরী পতিত হয়।

প্রমেহ-চিকিৎসা।

১। দূর্ব্বাঘাস, কেশুর, লাটাকরঞ্জ, পুষ্করিণীজাত পানা এবং মুথা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। অপিচ ইহা কেবল মাত্র প্রাতঃকালেই পান করিতে দিবে। ইহাতে অল্পদিনের প্রমেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কট্‌ফল এবং মুথা এই সকল দ্রব্য সমস্তে সম পরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে দুইবার পান করিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ অল্পদিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। বিড়ঙ্গের শাঁস, আকন্দ, অর্জ্জুনছাল এবং কাঁচা হরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

৪। কদম্ব বৃক্ষের ছাল, অর্জ্জুন ছাল ও জোয়ান এই সকল দ্রব্য সমস্তে সম পরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করতঃ-

অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে মধুর সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অচিরকালেই প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। অশ্বত্থবৃক্ষের ছাল দুইতোলা গ্রহণ করতঃ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ এবং পাকুড় এই সকল বৃক্ষের ছাল এবং যষ্টিমধু সমস্তে সম পরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ নিবারিত হয়।

৭। মঞ্জিষ্ঠা এবং রক্তচন্দন এই দুইটি দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ যবক্ষার (সোরা) মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ নিবারিত হয়।

৮। নিমের ছাল, বেণার মূল, আমলকী এবং হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৯। আমলকী, অর্জ্জুনছাল, নিমের ছাল ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমভাগে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কাঁচাহরিদ্রার রস মিশ্রিত

করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যেই সকল প্রকার প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। কাঁচাহরিদ্রার ও কাঁচা আমলকী মিলিত রস এক ছটাক লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে পান করিলে প্রমেহ-রোগ প্রশমিত হয়।

প্রস্রাব করিবার সময় অত্যন্ত জ্বালাবোধ করিলে ও প্রস্রাবের সহিত শুক্রস্রাব হইতে থাকিলে ;—

১। গান্দাফুলের পাতার রস এক ছটাক লইয়া তাহাতে এক আনা পরিমাণ যবক্ষার (সোরা) মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে প্রস্রাবের জ্বালা ও শুক্রস্রাব দুই এক দিবস মধ্যেই নিবারিত হয়।

২। শুলঞ্চ একতোলা ও চিতারমূল একতোলা এই উভয় দ্রব্য একত্রে কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ন সময়ে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যেই প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। গণিয়ারীর ছাল একতোলা কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রমেহরোগীকে পান করিতে দিবে।

৪। বড় এলাইচ একভরি ও সোরা একভরি চূর্ণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় একছটাক গঁদ ভিজা জল দিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে প্রমেহের জ্বালা সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়।

৫। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু এবং মুথা এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রমেহ-পীড়িত রোগীকে পান কবিতে দিবে।

৬। হরীতকী, যষ্টিমধু, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা এবং মুথা এই কয়েকটি দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে তুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে পান কবিতে দিবে।

৭। বট, অশ্বত্থ, আম্র আঁঠির শাঁস, জামবীজের (আঁঠির) শাঁস এই কয়েকটী দ্রব্য যথাসম্ভব বল্কল এবং ফলের শাঁস চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে এক আনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃ-কালে ও অপরাহ্ণ সময়ে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে কিছু দিনের মধ্যেই প্রমেহ রোগ ও তজ্জনিত জ্বালা যন্ত্রণা শান্তি হইয়া থাকে।

৮। বিড়ঙ্গের শাঁস, হরীতকী, বহেড়া এবং মুথা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে তুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। পরে এই কাথের সহিত যজ্ঞডুম্বরের চূর্ণ তুই আনা মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রমেহ পীড়িতরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যেই প্রমেহরোগ শান্তি হইয়া থাকে।

৯। যজ্ঞডুম্বর উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণের একআনা পবিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে সেবন করিবে, ইহাতে প্রমেহরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। বটের কুঁড়ি উত্তমরূপে পেষণ করিয়া চেলেনির জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে প্রমেহরোগ প্রশমিত হয়।

প্রমেহরোগে রক্তপ্রস্রাব হইতে থাকিলে—

১। শ্বেতদূর্ব্বা কুট্টিত করিয়া তাহার রস একতোলা অথবা যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে পান করিতে দিবে, ইহাতে প্রমেহরোগজনিত রক্তপ্রস্রাব অতি অল্পদিনেই বন্ধ হইয়া থাকে।

২। কেঁচড়ার মূল দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে সেবন করাইলে প্রমেহ-পীড়িত রোগীর রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

৩। অশোকবৃক্ষের ছাল কুট্টিত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ তাহা হইতে দুইআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাঃকালে সেবন করাইলে প্রমেহরোগের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

৪। বাকসের ছাল দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া ছাগ-দুগ্ধ ও দেড়পোয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া প্রমেহ-পীড়িত রোগীকে পান করাইতে দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

প্রমেহরোগে অত্যধিক প্রস্রাব হইতে থাকিলে অর্থাৎ বহুমূত্র নামক প্রমেহ হইলে—

১। যাহার পুষ্প হয় নাই, এরূপ শিমূলবৃক্ষের মূলের ছাল কুট্টিত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে এই সূক্ষ্ম চূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণ চূর্ণ লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহনকরত প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে সেবন করিবে, ইহাতে বহুমূত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১। জামের বীজ চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সুখে জল দিয়া সেবন করিলে বহুমূত্ররোগ অচিরে দূরীভূত হয়।

তেলাকুঁচা মূলের রস মধু দিয়া পান করিলে বহুমূত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। শিমূলের মূল দুইতোলা লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে তাহাতে একরতি আন্দাজ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে বহুমূত্ররোগ অল্পদিনের মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু শিমূলের মূল লইতে হইলে যাহার পুষ্প হয় নাই, এরূপ শিমূলবৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিলে ভাল হয়।

ঝিঙ্গা পোড়াইয়া তাহার রস মধু দিয়া খাইলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

৪। বিড়ঙ্গের শাঁস, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ কাঁচাহরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে সেবন করিলে বহুমূত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদর-চিকিৎসা।

উদরে শোথ হইয়া উদর বৃহদাকার হইলে এবং হস্তপদাদি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইলে ও পেটে আঘাত করিলে জলপূর্ণ মোষকের ন্যায় শব্দ হইলে ;—

১। জোয়ান, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ এবং পিপুল-মূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ

হইতে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া তক্রের (ঘোলের) সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। পিপুলচূর্ণ একসিকি ও মধু একসিকি এই উভয় দ্রব্য অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়।

৩। চিনি একসিকি পরিমাণ ও মরিচ একসিকি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবেলা পান করিলে উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সপ্তাহকাল সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৪। বচ, শুঁঠ, শলুফা, কুড় এবং সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একআনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে কিঞ্চিৎ মধু ও তিলতৈলসহ এই ঔষধ পান করিবে, ইহাতে উদররোগ নিবারিত হয়।

৫। সামুদ্রলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, জোয়ান, পিপুল, রক্তচিতার মূল, আদা, হিঙ্ এবং বিটলবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে এই চূর্ণ একসিকি পরিমাণ লইয়া কিঞ্চিৎ গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এই ঔষধ সপ্তাহকাল সেবন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়।

উদররোগে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং উদররোগগ্রস্ত রোগীকে মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠ পরিষ্কারের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধসকল সেবন করিতে দিবে।

১। রক্তবর্ণ তেউড়ির মূল চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া মিশ্রির পানার সহিত অতি প্রত্যূষে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে

দাস্ত পরিষ্কার হইবে। সুতরাং এই দিবস অন্নাদি গুরুপাকদ্রব্য আহার না করিয়া সাগু প্রভৃতি লঘুদ্রব্য আহার করিতে দিবে।

২। দন্তীর মূলের ছাল উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণ হইতে তিনআনা ওজনে চূর্ণ লইয়া মিছরির পানার সহিত মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে পান করিতে দিবে। ইহাতে উদররোগীর মলকাঠিন্য বিদূরিত হইবে। এই ঔষধ সেবনে যদি অতিরিক্ত দাস্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে রোগীকে গরমজলে ভিজান চিড়ার জল পান করিতে দিবে। তাহা হইলেই দাস্ত বন্ধ হইবে। পরন্তু এই দিবস লঘু আহার করিতে দেওয়া উচিত।

৩। ভেরেণ্ডার (রেড়ির) বীজের খোসা পরিত্যাগ করতঃ শাঁস গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে।

৪। পুরাতন মাণের গুঁড়া ১ ভরি, পুরাতন আতপ চাউল চূর্ণ ২ ভরি, দেড়পোয়া গব্যদুগ্ধ ও দেড়পোয়া জল দিয়া পায়সের ন্যায় রন্ধন করিয়া খাইলে উদররোগ প্রশমিত হয়। অগ্নির বল হিসাবে মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে।

জলোদর-চিকিৎসা।

১। পিপুলচূর্ণ দশতোলা লইয়া তাহাকে সিজের (মনসাগাছের) দুগ্ধদ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ঐ পিপুলচূর্ণ হইতে একআনা পরিমাণে গ্রহণ করতঃ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। যতদিন

পর্য্যন্ত এক সহস্র আনা পিপুলচূর্ণ সেবন করা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উহা সেবন করিবে। আবশ্যক অনুসারে ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রস্তুত করিয়া লইবে।

অথবা একসহস্র গোটা পিপুলকে সিজের দুগ্ধদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া ঐ পিপুলের এক একটি প্রত্যহ প্রাতঃকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত একসহস্র গোটা হরীতকী সেবন করা না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটী হীরতকী ভক্ষণ করিবে। এইরূপে ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করা পিপুল যাহাতে পচিয়া না যায়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। এই ঔষধ ব্যবহারে জলোদররোগ অতি অল্প দিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। তণ্ডুলের চূর্ণ (গুড়া) একজনের খাইবার উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া সিজের দুগ্ধদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত খোলসা হইয়া জলোদর-রোগীর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৩। অর্দ্ধপোয়া গোদুগ্ধের সহিত এক ছটাক মহিষমূত্র সেবন করিলে এক সপ্তাহ মধ্যে জলোদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। অর্কপত্র (আকন্দের পাতা) ও সৈন্ধবলবণ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে একপোয়া লইয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া একখানি সরার দ্বারা ঐ হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া গোময়সংযুক্ত মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিবে, পরে উক্ত ক্ষারদ্বয় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে একসিকি পরিমাণ ক্ষার লইয়া দধির মাতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে, ইহাতে জলোদর রোগীর আশু উপকার দর্শে। পরন্তু উক্ত দধি গোদুগ্ধে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

৫। রোহিতক (রয়না) বৃক্ষের ছাল ও হরীতকীচূর্ণ এই উভয়ে

সমপরিমাণে একসিকি পরিমাণ লইয়া গোমূত্র কিম্বা জলের দ্বারা পেষণ করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে, ইহাতে জলোদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। গব্যদুগ্ধের সহিত ত্রিফলচূর্ণ চারি আনা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে উদরীরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। অপিচ (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিনটিকে ত্রিফলা কহে)।

প্লীহা ও যকৃৎ নামক উদররোগের লক্ষণ লক্ষিত হইলে ;—

১। শ্বেতপুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র (পল্‌তা), শুঁঠ, কট্‌কী, হরীতকী, দেবদারু ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্লীহারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। কাগজি লেবু বৃক্ষের মূলের ছাল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে লইয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে যকৃৎ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। অপ্রসূতাগাভী প্রাতঃকালে যে মূত্রত্যাগ করে, সেই মূত্র অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সেই সময়ে অর্থাৎ মূত্রত্যাগকালে উষ্ণাবস্থায় পান করিলে অল্পদিনেই প্লীহারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। গোমূত্র উষ্ণাবস্থায় পান না করিলে উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

৪। তালজটা ভাম ৪ মাসা সমভাগে পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

শাঁখের পোঁটা সাদা মটর পরিমিত ও মুলতানি হিঙ্‌ আধরতি পাকা কলার মধ্য দিয়া গিলিয়া খাইলে যতদিনের প্লীহা হউক না কেন অল্প দিন মধ্যে বিনষ্ট হয়।

৫। হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র এবং কট্‌কী এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্লীহা ও যকৃৎ উভয় রোগই অচিরকালমধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। একখণ্ড মৃগচর্ম্ম রোমরহিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দিয়া শরার দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতঃ গোময় মিশ্রিত মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল উত্তমরূপে বন্ধ করিবে। পরে উহা শুষ্ক হইলে অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিয়া সেই চর্ম্মভস্ম একসিকি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধপোয়া উল্লিখিত সদ্য (টাট্‌কা) গোমূত্রসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা উভয়রোগই অল্পদিন মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা যকৃৎ রোগে বিশেষ উপকারী। যকৃৎ ও প্লীহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি দধি, অম্ল, শাক ও লঙ্কার ঝাল কদাচ সেবন করিবে না। কারণ ইহাতে প্লীহা ও যকৃৎ উভয়রোগকেই বর্দ্ধিত করে ও জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া থাকে। হিতকর পথ্য না হইলে অত্যন্ত বীর্য্যবান্ ঔষধেও কোন ফল দর্শে না।

প্লীহা ও যকৃতে ব্যবহার্য্য প্রলেপ ;—

১। পুরাতন অট্টালিকার চূণ জলদ্বারা কিম্বা গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া যকৃৎ ও প্লীহাতে প্রলেপ প্রদান করিলে অল্পদিন মধ্যেই যকৃৎ ও প্লীহাজনিত উদর কাঠিন্য দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ যকৃৎ ও প্লীহা হ্রাস হইয়া থাকে।

২। রশুন পেষণ করিয়া যকৃৎ ও প্লীহাতে প্রলেপ প্রদান করিলে অল্প দিনের মধ্যেই যকৃৎ এবং প্লীহারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। নীল ও পচা আম্রের পাতা এবং আম্রের আঁঠির শাঁস এই

তিনটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে জলদ্বারা পেষণ করিয়া প্লীহা এবং যকৃতে পুরু করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে।

৪। পটোলের মূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্লীহা এবং যকৃতে প্রলেপ প্রদান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। গুলঞ্চ ৪ ভরি, খারী লবণ ১ ভরি উভয়ে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রশমিত হয়।

প্লীহা এবং যকৃৎরোগের প্রযোজ্য সেক ;—

১। একখানি চট বা বস্তার থলিয়া মাটিতে বিস্তার করিয়া তাহাতে একটি শঙ্খ এরূপভাবে ঘর্ষণ করিবে যে, যেন শঙ্খটী বিশেষরূপে উত্তপ্ত হয়। পরে ঐ উত্তপ্ত শঙ্খদ্বারা প্লীহা এবং যকৃতে সেক দিবে; এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে হইবে। এই সেক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রদান করিবে, যাহাতে রোগীর পেটে ফোস্কা না হয়।

২। অত্যন্ত পুরাতন ইষ্টক উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একখানি নেকড়ার পুটলীতে ঐ চূর্ণ বান্ধিয়া অগ্নিতে সন্তপ্ত করতঃ প্লীহা এবং যকৃতে সেক দিতে থাকিবে। ইহাতে উক্ত উভয় রোগেই বিশেষ উপকার হয়।

৩। গোমূত্র উত্তমরূপে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া একটি পুরু বোতলে উক্ত সন্তপ্ত গোমূত্র পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্লীহা এবং যকৃতে সেক প্রদান করিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

৪। যকৃৎ এবং প্লীহাস্থানে গোময় পুরু করিয়া স্থাপন করতঃ তদুপরি রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহদ্বারা উত্তাপ প্রদান করিবে। ইহাতে যকৃৎ এবং প্লীহা কোমল হইয়া বিশেষ উপকার দর্শে।

৫। তিল গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্লীহা এবং যকৃতে পুরু করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে, পরে ঐ প্রলেপস্থানে উত্তপ্ত লৌহদ্বারা সেক প্রদান করিবে। অপিচ ঐ প্রলেপ এরূপ পুরু করিবে যে, যেন উত্তপ্ত লৌহের উত্তাপে ফোস্কা না হয়।

শোথ-চিকিৎসা।

সর্ব্বাঙ্গ কিংবা যে কোন অঙ্গ শোথে ফুলিয়া উঠিলে ;—

১। গব্যদুগ্ধের সহিত পিপুলচূর্ণ দুইআনা কিংবা পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ বা শুঁঠচূর্ণ দুইআনা পরিমাণ সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গগত শোথরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। পুরাতন ইক্ষুগুড় ও আদা অথবা পুরাতন গুড় ও শুঁঠ বা পুরাতন গুড় ও হরীতকী সেবন করিলে শোথরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল প্রাতঃকালে সেবন করিলেও জলশোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। জলপদ্মের মূল পেষণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে জলশোথ নিবারিত হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে জলপদ্মের মূল একসিকি ও গব্যদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া লইতে হইবে।

৫। শ্বেতপুনর্নবা ও আদা এই উভয়ে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করিয়া সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই শোথরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। চিরতা ও শুঁঠ সমপরিমাণে অর্দ্ধতোলা লইয়া জলদ্বারা পেষণ

করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে সেবন করিলে অসাধ্য শোথরোগও নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পরে দুইতোলা শ্বেত-পুনর্নবা অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া পরে অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিবে।

৭। শ্বেতপুনর্নবা, নিমছাল, পটোল পত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী প্রতিদ্রব্য চারিআনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ হইবে, শেষ আধপোয়া নামিবে। সেই ক্বাথ পান করিবে, ইহাতে শোথরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

শোথরোগে প্রস্রাব অধিক পরিমাণে হওয়ার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে—

১। চারিতোলা শ্বেতপুনর্নবা লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল সমস্ত দিন রোগীকে পিপাসা-কালীন অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে।

২। দেবদারু দুইতোলা, শ্বেতপুনর্নবা আটতোলা এবং শুঁঠ চারি তোলা এই সমস্ত দ্রব্য ঈষৎ কুট্টিত করিয়া আটসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই অবশিষ্ট জলের সহিত এক ছটাক্ গোধূমচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে, পরে চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে; অবশিষ্ট ফেলিয়া দিবে। নতুবা উহা শীতল হইয়া গেলে সেবন করিলে উহাতে রোগের উপশম না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই ঔষধ সেবনে প্রস্রাব সরল হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই রোগীর শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথরোগীর পিপাসাশান্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত জল ব্যবহার করিবে—

১। শুকমুলা দুইতোলা লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক-সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল অল্প অল্প করিয়া সমস্ত দিন রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসা শান্তি ও প্রস্রাব সরল হইয়া রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।

২। শ্বেতপুনর্নবার লতা ও পত্র চারিতোলা লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল পিপাসাকালীন সমস্ত দিন অল্প অল্প করিয়া শোথরোগীকে পান করিতে দিবে।

৩। বাঁশপাতা দুইতোলা লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল অল্প অল্প করিয়া শোথ-রোগীকে পিপাসাকালীন পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব সরল হইয়া থাকে।

৪। হরীতকী, যষ্টিমধু, পটোল, রক্তচন্দন, শ্বেতপুনর্নবা এবং দারু-হরিদ্রা এই কয়েকটী দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব সরল হইয়া শোথরোগ প্রশমিত হয়।

বৃদ্ধি-চিকিৎসা।

যদি অণ্ডকোষের একদিকের কোষ বৃদ্ধি হয় (যাহাকে ভাষা কথায় একশিরা কহে) তাহা হইলে,—

১। রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মফুলের কেশর, বেণারমূল এবং নীলসুঁদি এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ফুলাস্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে ফুলা ও বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে।

২। আম্র, জম্বু (জাম), কপিত্থ (কয়েৎবেল), ছোলঙ্গলেবু ও বিল্ব এই সকলের পত্র সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ফুলাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কোষের বেদনা ও ফুলা আশু প্রশমিত হয়।

৩। পিপুল ও মরিচ সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা বেদনা ও ফুলাস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

যদি অণ্ডকোষের উভয়কোষই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ;—

১। দুইতোলা হরীতকী লইয়া অর্দ্ধসের গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে দুইতোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বৃদ্ধি-রোগ অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

২। হরীতকী চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ এরণ্ডতৈলে (রেড়ির তৈলে) ভর্জ্জন করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত

করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অপিচ এস্থলে দুইতোলা এরণ্ডতৈল দ্বারা এক তোলা হরীতকী চূর্ণ ভর্জ্জন করিয়া ভর্জ্জনাবশিষ্ট তৈল ফেলিয়া দিবে।

৩। শিবজটার মূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ফুলা ও বেদনাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। আকন্দমূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বেদনা ও ফুলাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কোষবৃদ্ধি হ্রাস হইয়া থাকে।

৫। বচ এবং শ্বেতসর্ষপ জলদ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ফুলাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। রেউচিনি চারিভরি, নাটার বীজের শাঁস একভরি লইয়া পেষণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কোষবৃদ্ধি প্রশমিত হইয়া থাকে।

৭। ময়দা ও কুন্দুরুক চূর্ণ এই উভয় দ্রব্য ভেড়ীর দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কোষে প্রলেপ প্রদান করিবে।

৮। জোয়ান, সোন্দালের মূল, বৃহতীর মূল, কণ্টকারীর মূল ও সজিনার মূল এই সকল দ্রব্য জলদ্বারা পেষণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে বেদনা ও ফুলা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৯। রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া বৃদ্ধিরোগ উপশমার্থ অন্ত্রবৃদ্ধি রোগীকে পান করিতে দিবে।

১০। বামনহাটীর মূল আতপ চাউলের জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ভাল হয়।

গলগণ্ড-চিকিৎসা

এই রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। কারণ এই রোগ বেশী পুরাতন হইলে মুষ্টিযোগ-দ্বারা প্রায়ই নিবারণ হয় না—

১। সর্ষপ, সজিনার বীজ, শণবীজ, তিসি (মসিনা), যব এবং মুলাশাকের বীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘোলের সহিত পেষণ করতঃ গলগণ্ডে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে অল্পদিনের গলগণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। কটুফল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ গলগণ্ডে ঘর্ষণ করিলে গলগণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। সর্ষপতৈলে শৈবাল দগ্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড নষ্ট হয়।

শ্লীপদ (গোদ) চিকিৎসা

এই রোগ অধিক দিনের হইলে অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত মুষ্টি-যোগ দ্বারা কোন ফল দর্শে না, অতএব এই রোগাক্ত মুষ্টিযোগ সকল রোগের প্রথম অবস্থাতেই প্রয়োগ করিবে,—

১। ধুস্তূরপত্র (ধুতুরা পাতা) এরণ্ডমূলের ছাল, নিসিন্দাপত্র, শ্বেত-পুনর্নবা, শজিনার ছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলদ্বারা পেষণ

করিয়া শ্লীপদে (গোদে) প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে অতিশয় প্রবৃদ্ধ শ্লীপদরোগও অল্পদিনের মধ্যে নিবারিত হইয়া থাকে।

২। আকন্দ মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া শ্লীপদে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে এক বৎসরের শ্লীপদরোগও নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। পিণ্ডারক বৃক্ষে জাত বন্দাকের অর্থাৎ পরগাছার মূল রক্তসূত্র-দ্বারা বেষ্টন করতঃ রবিবার দিন শ্লীপদের উপরিভাগে বন্ধন করিবে। ইহাতে শ্লীপদরোগ অল্পদিবসের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

৪। আতপ তণ্ডুল ৪ ভরি, রশুন ১ ভরি কাঁটানটের মূল ১ ভরি লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে শ্লীপদ রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৫। সর্ষপ ও শজিনার ছাল সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া অগ্নিসন্তাপে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করতঃ শ্লীপদেপ্রলেপ প্রদান করিবে।

৬। জয়ন্তীপাতার রুটী করিয়া ঐ রুটীর দ্বারা ফুলাস্থান বাঁধিয়া রাখিলে শ্লীপদরোগের বিশেষ উপশম হয়।

ব্রণশোথ-চিকিৎসা

সচরাচর গাত্রে যে বড় বড় স্ফোটক (ফোড়া) হয় তাহাকে ব্রণশোথ কহে। ইহার অপক্কাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে ;—

১। ছোলঙ্গলেবুর মূল, গণিয়ারির ছাল, দেবদারু ছাল, শুঁঠ ও রাস্না এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলদ্বারা পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উষ্ণ

করিয়া ব্রণে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রণস্থ রসরক্তাদি সংশোধিত হইয়া শরীরে মিলাইয়া যায়।

২। শেওড়াবৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত ঐ পিষ্টদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাদ্দ্বরা ব্রণশোথে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রণশোথ না পাকিয়া শরীরের সহিত মিলাইয়া যায়।

৩। ময়দা জলদ্বারা গুলিয়া আঠা বাঁধিলে কলারপাতে করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ ব্রণের চতুষ্পার্শ্বে তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রণ না পাকিয়া মিলাইয়া যায়।

৪। মসিনা জলদ্বারা পেষণ করিয়া উষ্ণ করতঃ একখানি নেকড়াতে লেপন করিয়া পরে ঐ মসিনালিপ্ত নেকড়ার উপর অপর একখানি নেকড়া চাপা দিয়া উষ্ণাবস্থাতেই ব্রণ বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহা শীতল হইলে ফেলিয়া দিয়া আবার ঐরূপ করিয়া বন্ধন করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উষ্ণ করিয়া বন্ধন করিতে থাকিবে। ইহাতে ব্রণশোথে বিশেষ উপকার দর্শে।

ব্রণ পাকিবার উপক্রম হইলে ;—

১। ঘৃত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কার্পাসতুলা সিক্ত করিয়া উষ্ণাবস্থায় ব্রণে বন্ধন করিয়া রাখিবে, ইহাতে ব্রণ শীঘ্রই পাকিয়া ফাটিয়া যায়। ইহাতে ব্রণজনিত যন্ত্রণাদির বিশেষ উপকার হয়।

২। কৃষ্ণকলিফুলের পাতা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পক্বোন্মুখ ব্রণের চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রণ ফাটিয়া গিয়া তাহা হইতে পুঁযাদি নির্গত হয় ও বেদনাজনিত ক্লেশ দূরীভূত হয়।

৩। দূর্ব্বাঘাস, নলের (গাবানলের) মূল, যষ্টিমধু এবং চন্দন এই সকল দ্রব্য জলদ্বারা পেষণ করিয়া পচ্যমানব্রণের চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান

করিবে! ইহাতে ব্রণ (ফোড়া) শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও ফাটিয়া পূঁয নির্গত হয়।

ব্রণের মুখ না হইলে নিম্নলিখিত প্রলেপাদি দ্বারা মুখ বিস্তৃত করিয়া লইবে;—

১। পারাবতের (পায়রার) টাট্‌কা বিষ্ঠা ব্রণের (ফোড়ার) মধ্য স্থানে অল্পাকারে লাগাইয়া দিবে, যেন (বেশী স্থান যোড়া না হয়) ইহাতে ঐ স্থান ফাটিয়া গিয়া উহা হইতে পূঁযাদি নির্গত হইবে।

২। একটি খেসারির ডাল জলে ভিজাইয়া ব্রণের মধ্যস্থলে লাগাইয়া রাখিয়া সতর্কভাবে থাকিবে, যেন ডালটি না পড়িয়া উহার উপরিভাগে আঁটিয়া থাকে, এরূপ কিছুক্ষণ থাকিলে পরে ফোড়ার মুখ ফাটিয়া ডালটি আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে। অনন্তর তাহা হইতেই পূঁযাদি নির্গত হইবে। ইহাতে অল্পদিনেই ফোড়া শুকাইয়া যায়।

৩। পুঁইগাছের কচি পাতার সম্মুখের দিকে ঘৃত মাখাইয়া আগুনে তাতাইয়া ফোড়ার উপর বসাইয়া দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

যদি ব্রণের মুখ হইয়াও পূঁয উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত না হয় তাহা হইলে;—

১। শ্বেত তুলসীর পত্র অনেকগুলি একত্রে করিয়া জল দ্বারা পেষণ করতঃ তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ফোড়ার চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রণ হইতে পূঁয নির্গত হইয়া ঐস্থান শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় কোমল হইয়া থাকে।

যদি ব্রণ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে পূঁযাদি নির্গত হইয়াও ঘা শুষ্ক না হয় এবং গভীরতা পূর্ণ না হয় (যাহাকে ভাষা

কথায় নালী ঘা কহে) তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে ;—

১। আপাঙ্গের বীজ ও তিল সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঘায়ের চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিবে ইহাতে নালী আপনা হইতেই পূরিয়া উঠে ও ঘা শুষ্ক হইয়া যায়।

২। টক্‌কুলের খোসা, সুপারি এবং সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিয়া সিজের দুগ্ধ ও আকন্দের দুগ্ধ দ্বারা ঐ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া বত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে। অনন্তর উক্ত বর্ত্তি নালীঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে নালী পূরিয়া উঠে ও ঘা শুকাইয়া যায়।

৩। নিম্বপত্র শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিরা অথবা জলদ্বারা পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট অথবা উক্ত চূর্ণ অর্দ্ধতোলা আন্দাজ লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে এই ঘৃত নেকড়ায় মাখাইয়া উক্ত নেকড়া ঘায়ে বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাতে ঘা পরিষ্কার হইয়া নালী পূর্ণ হয় এবং ঘা শুকাইয়া যায়।

ব্রণে পচ্‌লা জন্মিলে অর্থাৎ ঘা অপরিষ্কার থাকিলে ;—

১। সানচিড়ের মূল জলে বাটীয়া ব্রণে দিলে পূঁয নির্গত হইয়া ঘা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। ইহাতে নালী পূরিয়া উঠে।

২। নিম্বপত্র সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারা প্রাতঃকালে ও বৈকালে ধৌত করতঃ ঘা পরিষ্কার করিবে। যতদিন ঘা সুন্দররূপে শুষ্ক না হয়, ততদিন এইরূপ প্রত্যহ করিতে হইবে।

৩। মঞ্জিষ্ঠা জলে ভিজাইয়া সেই জলদ্বারা ব্রণ ধৌত করিলেও তাহাতে ব্রণ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

৪। গৈরিক মৃত্তিকা জলদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া সেই ঘৃষ্ট গৈরিক মৃত্তিকা এক খানি নেকড়ায় মাখাইয়া সেই নেকড়াখানি ঘায়ের উপরে জড়াইয়া বান্ধিয়া রাখিবে, ইহাতে ফোড়া দুর্গন্ধ বিশিষ্ট থাকিলেও পরিষ্কার হইয়া থাকে।

ভগন্দর-চিকিৎসা।

মলদ্বারের পার্শ্বে ব্রণ হইয়া নালী হওত তাহা হইতে মল নিঃসৃত হইলে তাহাকে ভগন্দর-রোগ কহে এই রোগে—

১। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, তেউড়ি, লতাফট্‌কী এবং দন্তীমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ভগন্দরের চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে ভগন্দররোগের নালী শুষ্ক হইয়া ভগন্দর আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। তিল, তেউড়ি ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঘৃত, সৈন্ধব লবণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া ভগন্দরের নালীর চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ভগন্দরের নালী পূর্ণ হইয়া উক্তরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। গর্দ্দভের রক্তের সহিত কেঁচো চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ভগন্দরের চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ প্রদান করিলে উহা আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু জীবিত কেঁচো আনয়ন করিয়া দুইটি কাঁটা দ্বারা কেঁচুয়ার দুইদিকে ফুড়িয়া টান্ টান্ করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। পরে দুই তিন দিন হইয়া গেলে ইহাকে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিতে হইবে।

৪। সিজগাছের (মনসার) ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ এই কয়েকটী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ভগন্দরের নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কিঞ্চিৎকাল রাখিয়া দিবে। ইহাতে নালী শুষ্ক হইয়া ভগন্দররোগ নিবারিত হয়।

উপদংশ (গরমি) চিকিৎসা।

১। একটী সুপারি জলদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষতস্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

২। শ্বেতকরবীর মূল জলদ্বারা পেষণ করিয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে প্রলেপ প্রদান করিলেও ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

৩। পরিষ্কৃত নেকড়া সরিষার তৈলে ভিজাইয়া প্রদীপে ধরাইয়া জ্বালিবে, পরে একটী বড় বাটী কিম্বা অন্য পাত্র দ্বারা ঐ জ্বলিত নেকড়া এরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে, যেন ঐ নেকড়াভস্ম সাদা হইয়া না যায়। পরে ঐ কৃষ্ণবর্ণ নেকড়া ও জাঙ্গি হরীতকী একটি লৌহপাত্রে ঘষিয়া এই উভয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া অপর একখানি নেকড়ায় মাখাইয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া রাখিবে। ইহাতে অল্পকালেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

৪। মুদ্রাশঙ্খকে উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ উপদংশের ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া একখানি ক্ষুদ্র নেকড়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যেই উপদংশের ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

৫। নিমপাতা, জনকপুরি খদির ও কর্পূর সমভাগে চূর্ণ করিয়া

উপদংশের ক্ষতে সামান্য নারিকেলতৈল মাখাইয়া তাহাতে ছড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে, ইহাতে ঘা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৬। একতোলা গিরিমাটি চূর্ণ ও অর্দ্ধতোলা লাল জবা পুষ্প এবং এক সিকি পরিমাণে শম্বুকের চূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া একখানি নেকড়ায় মাখাইয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে পটী বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাতে অচিরকালের মধ্যেই উক্ত ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

৭। হাতিশুঁড়া গাছের শিকড় ও পাতা হুকার জলে বাটীয়া প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

নাসিকা, ওষ্ঠ এবং কর্ণ প্রভৃতি অল্প অল্প ফুলিলে ও ঐ সকল ফুলা স্থান ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে—

১। মনঃশিলা, হরিতাল ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া সর্ষপতৈল ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে ও যে সকল স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে, সেই সকল স্থানে তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিবে।

২। ডহরকরঞ্জার বীজ, চাকুন্দের বীজ এবং কুড় এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রদ্বারা পেষণ পূর্ব্বক কুষ্ঠ স্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ অল্পদিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। কুষ্ঠরোগীর গাত্রে সর্ষপতৈল মাখাইয়া সোন্দালের পত্র ও কাকমাচীর পত্র পেষণ করিয়া তদুপরে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে অল্প দিনের কুষ্ঠরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, সোমরাজি, সর্ষপ, ডহর করঞ্জার বীজ ও কাঁচা হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগীর গাত্রে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কুষ্ঠারোগ আশু প্রশমিত হয়।

৫। চাকুন্দে, কুড়, হরিদ্রা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগীর গাত্রে লেপন করিবে। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। হরিদ্রারস একতোলা পরিমাণে লইয়া একপোয়া গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ অল্প দিনেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৭। সোমরাজি, বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচিতার মূল ও আমলকী এই সকল দ্রব্য চুর্ণ করিয়া ঐ সকল চূর্ণ প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ অচিরকাল মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে।

৮। প্রবল কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি একমাসকাল গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া উষ্ণজলের সহিত সোমরাজি বীজ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ অপনীত হইয়া থাকে। অপিচ এই ঔষধ এক বৎসরকাল সেবন করা বিধেয়।

৯। কৃষ্ণতিল একভাগ ও সোমরাজি দুইভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। আমলকীর রস, ধুনা ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করতঃ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ আশু শান্তি হইয়া থাকে।

১১। গন্ধক ও যবক্ষার সমভাগে একত্রে পেষণ করিয়া সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ কুষ্ঠরোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১২। কালকাসুন্দের বীজ ও মূলাশাকের বীজ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কুষ্ঠরোগীর গাত্রে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে অনেক দিনের কুষ্ঠরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

১৩। কুঁচ বীজ ও চিতামূল সমভাগে বাটীয়া প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ নষ্ট হয়।

১৪। মূলাশাকের বীজ আপাঙ্গের রসের সহিত পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোগীর গাত্রে লেপন করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৫। জল ও শাঁসযুক্ত নারিকেলের মধ্যে তণ্ডুল পূরিয়া কয়েক দিন রাখিয়া দিবে। অনন্তর ঐ তণ্ডুল বাহির করিয়া চূর্ণ বা পেষণ করতঃ গাত্রে মালিশ করিলে অচিরোত্থিত কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

১৬। বাসকের কচিপাতা ও কাঁচাহরিদ্রা এই দুই দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করতঃ গাত্রে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৭। কাঁচাহরিদ্রা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ ঐ চূর্ণ এক তোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক একপোয়া গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৮। হরীতকী গোমূত্রের সহিত প্রতিদিন সিদ্ধ করিয়া ঐ কাথ

প্রাতঃকালে অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

১৯। নীল অপরাজিতা ও পিপুল মূল সমভাগে বাটীয়া প্রলেপ দিলে, শ্বেতকুষ্ঠ শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

২০। সোমরাজি একসিকি ও কৃষ্ণতিল একসিকি পরিমাণে পেষণ করতঃ ঐ পিষ্ট দ্রব্য সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবাধে এক বৎসরকাল সেবন করিলে অতি ঘোরতর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

২১। একমাত্র দুগ্ধ আহার করিয়া উষ্ণজলের সহিত সোমরাজী অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে এবং যথাসাধ্য রৌদ্রসন্তাপ গাত্রে লাগাইলে তিনসপ্তাহ মধ্যে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২২। কৃষ্ণতিল একভাগ ও সোমরাজী দুইভাগ এই উভয়ে একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব-প্রকার গুহ্যস্থানস্থ দদ্রুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২৩। সোমরাজী অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিয়া ঘৃতান্ন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২৪। কাটবিষ, বরুণছাল, কাঁচাহরিদ্রা, রক্তচিতামূল, গৃহধুম (ঝুল) এবং বাতরক্ত অধিকারোক্ত নিয়মানুসারে শোধিত ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বাঘাস এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সিজের দুগ্ধ ও আকন্দের দুগ্ধ দ্বারা লৌহপাত্রে পাক করিয়া ঐ ঔষধ শলাকাদ্বারা তুলিয়া কুষ্ঠস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২৫। সিন্দূর ও মরিচচূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মহিষী নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে পুনঃ পুনঃ লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২৬। করবীর মূলদ্বারা তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল গাত্রে মালিস করিলে কুষ্টরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

২৭। পটোলপত্র, খদির, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কালবেত ও কটকী এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ কাঁচাহরিদ্রার রস মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে আশু উপকার দর্শে।

২৮। তিল একভাগ, গব্যঘৃত একভাগ, ত্রিফলা একভাগ, মধু একভাগ, ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল, শুঁঠ) একভাগ ও চিনি একভাগ এই সকল দ্রব্য যথাযোগ্য চূর্ণ করিয়া সমুদায় চূর্ণ পদার্থ একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ একআনা পরিমাণ লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ আশু নিবারিত হয়। অপিচ এই ঔষধ সেবন করিলে যদৃচ্ছাক্রমে আহার বিহারাদি করিলেও ঔষধের প্রভাবে কোন অপকার হইবে না।

২৯। খদিরবৃক্ষের প্রধান মূল ছেদন করিয়া তাহার নিম্নদেশে একটী কলসী রাখিয়া দিবে। পরে তৃণাদি দ্বারা ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া কোন একটী সূক্ষ্ম লতাদ্বারা এরূপে বন্ধন করিবে যে, যেন ঐ তৃণাদি সহজে খুলিয়া না পড়ে। অনন্তর ঐ তৃণাদিতে অগ্নিপ্রদান করিবে। ইহাতে ঐ বৃক্ষ হইতে কলসীতে যে রস পতিত হইবে সেই রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ও আমলকীর রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যেই কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৩০। খদিরের কাষ্ঠ দুইতোলা পরিমাণে লইয়া অল্প কুট্টিত করিয়া আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই

কাথ পানার্থ এবং আটতোলা খদিরকাষ্ঠ লইয়া যোলসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আটসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ রোগীর স্নানার্থ ব্যবহার করিতে দিবে এবং ঐ ক্বাথ আবশ্যকমত পিপাসাকালীন কুষ্ঠ-রোগীকে পান করিতে দিবে।

৩১। নিম্বের মূলের ছাল, নিম্বের পত্র, নিম্বের পুষ্প, নিম্বের ফল এবং নিম্বের সূক্ষ্ম মূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণ লইয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া তিনপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা হইতে প্রাতঃকালে আধপোয়া, মধ্যাহ্নে আধপোয়া এবং সায়ংকালে আধ পোয়া সেবন করিতে দিবে, অবশিষ্ট ফেলিয়া দিবে। এই ক্বাথ সেবনে অসাধ্য কুষ্ঠরোগও নিবারিত হইয়া থাকে। অপিচ এই নিম্ববৃক্ষ অধিক কালের পুরাতন হইলে বিশেষ উপকারী হয়।

অম্লপিত্ত-চিকিৎসা

আহার পরিপাক হইবার সময় কিংবা পরিপাক হইয়া গেলে বুকজ্বালা ও অম্লোদগার হইতে থাকিলে—

১। আমলকী চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া দুইতোলা আমলকীর রসের সহিত উক্ত চূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে রোগীকে পান করিতে দিবে, ইহাতে অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই ঔষধ সপ্তাহকাল সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ নিঃশেষরূপে প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। পটোলপত্র ও শুঁঠ এবং ধনিয়া এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ

পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে অম্লপিত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। কিস্‌মিস ও হরীতকী এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে অর্দ্ধতোলা গ্রহণ করতঃ জলদ্বারা পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুগুড় ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অপিচ এই ঔষধ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

৪। কটকী চূর্ণ একসিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৫। পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক চা'রআনা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধপোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত রোগীকে প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে এবং ভোজনের অব্যবহিত পরেই সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অম্লপিত্তরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু মোদক প্রস্তুত করিবার গুড় তিন বৎসরের অপেক্ষাও পুরাতন হওয়া আবশ্যক।

বসন্তরোগ-চিকিৎসা

বসন্তরোগের অপক্কাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে—

১। খদির কাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ এবং বাসকের পত্র বা ছাল এই সকল দ্রব্য সমস্ত সমপরিমাণে দুই

তোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রার রস মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্তরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। টাবালেবুর কেসর কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গায়ে প্রলেপ প্রদান করিলে বসন্তরোগের জ্বালাযন্ত্রণাদি নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। কুলের বীজের শস্য (শাঁস) উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ একআনা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অপক্ক বসন্তগুলি পাকিয়া উঠিয়া শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়।

৪। জাতিপুষ্প ও জাতিপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, আমলকী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সমস্তে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ কাঁচা হরিদ্রার রস তাহাতে মিশ্রিত করিয়া বসন্তরোগীকে পান করিতে দিবে. ইহাতে বসন্তগুলি পাকিয়া উঠিয়া ত্বরায় প্রশমিত হয়।

৫। কাঁচাহরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, শিরীষবৃক্ষের ছাল, মুথা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা বসন্তরোগীর সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে বসন্তরোগ আশু পাকিয়া উঠিয়া শীঘ্রই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। বসন্ত কিম্বা হাম যদি সামান্য বাহির হইয়া আর বাহির না হয়, তাহা হইলে মেথী একভরি সামান্য ভাজিয়া এক ছটাক জলে দুই তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ঐ জল মধ্যে মধ্যে পান করিলে, সমস্ত গাত্রে অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়।

৭। তেলাকুচার পত্র, অশ্বত্থ পত্র, অশোক পত্র এবং পাকুড় পত্র, এই

সকল দ্রব্য সমপরিমাণে সমস্তে দুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া বসন্তরোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্ত সকল পক্ক হইয়া আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

৮। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে রক্তবস্ত্র নির্ম্মিত পতাকা-যুক্ত সিজবৃক্ষ একটি চুণমাখা কলসীতে স্থাপন করিয়া সেই কলসীটী বাটীর নৈঋ্ঋতকোণে অর্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ কোণে রাখিয়া দিবে। ইহা যে বাটীতে বসন্তরোগ হয় না এবং যদিও কাহারও বসন্তরোগ হইয়া থাকে, তাহাও আশু প্রশমিত হয়।

৯। তণ্ডুলোদক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া একটি বোতলের মধ্যে রাখিয়া পরে ঐ বোতল দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে সেক প্রদান করিবে। ইহাতে বসন্তরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

১০। বাটীর নিকটে নোড়বৃক্ষ রোপণ করিলে বসন্ত ও হাম হইবার ভয় থাকে না।

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা

পায়ের কিম্বা হাতের নখের কোণে কুণী অর্থাৎ কুনখী হইলে ;—

১। উষ্ণ জলদ্বারা কুণীনখ ধৌত করিয়া পরে নরুণাদিদ্বারা নখের ঐ অংশ কাটিয়া ফেলিবে। পরে গব্যঘৃত দ্বারা ধুনা চূর্ণ গুলিয়া ক্ষতস্থানে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ইহাতে ঐ স্থান অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। লৌহপাত্রে কাঁচা হরিদ্রার রসের দ্বারা হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া সেই ঘৃষ্টপদার্থ কুণীর ঐ ক্ষতস্থানে লাগাইয়া নেকড়া দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। দুই তিন দিবস এইরূপ করিলে কুণী প্রশমিত হয়।

৩। সোহাগার খই ও হাপরমালীর মূল সমভাগে একত্রে জল দ্বারা পেষণ করিয়া কুণীর ক্ষতস্থানে নেকড়াদ্বারা লাগাইয়া রাখিবে। ইহাতে অল্পদিবসের মধ্যেই কুণী ভাল হইয়া থাকে।

পদ্মিনীকণ্টক অর্থাৎ গায়ে পদ্মকাঁটা নামক রোগ হইলে ;—

১। নিম্বপত্র অর্দ্ধসের গ্রহণ পূর্ব্বক আধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পদ্মিনীকণ্টকযুক্ত রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে পদ্মিনীকণ্টক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। পদ্মের মৃণাল অর্থাৎ পদ্মের যে অংশ মূল হইতে উঠিয়া জলের উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়া থাকে সেই নাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরার দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতঃ মৃত্তিকা-লিপ্ত বস্ত্রদ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিবে। পরে অগ্নিসন্তাপে উহাকে ক্ষার করিয়া সেই ক্ষার উপযুক্ত পরিমাণে জল দ্বারা গুলিয়া পদ্মকাঁটায় লেপন করিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল লেপন করিলে পদ্মকাঁটা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। নিম্বপত্র ও সোণালুর পত্র জলদ্বারা পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা পদ্মকাঁটায় প্রলেপ প্রদান করিলে পদ্মকাঁটারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৪। পদ্মের মৃণাল অর্থাৎ পঙ্কমধ্যস্থ পদ্মের সাদা সূক্ষ্ম মূল এবং পটোলের মূল এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা

পেষণ করতঃ পদ্মকাঁটায় প্রলেপ প্রদান করিলে পদ্মকাঁটারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

যৌবন-পীড়কা অর্থাৎ যৌবন অবস্থায় মুখে যে স্ফোটকের ন্যায় জন্মে, যাহাকে ভাষাকথায় ব্রণ কহে, তাহার শান্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে;—

১। লোধকাষ্ঠ, ধনিয়া ও বচ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ মুখে প্রলেপ প্রদান করিলে মুখব্রণ প্রশমিত হয়।

২। গোরোচনা ও মরিচ এই উভয় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা মুখে প্রলেপ প্রদান করিলে মুখব্রণ প্রশমিত হইয়া মুখ নির্ম্মল ও সুশ্রী হয়।

৩। শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ মুখে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে মুখ-ব্রণসকল নষ্ট হইয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

৪। অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেত অপরাজিতার মূল ও অশ্বের খুর ভস্ম এই সকলের মধ্যে যেন কোন একটী দ্রব্য মধু ও নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ প্রদান করিলে মুখ পরিষ্কৃত হইয়া সুন্দর শ্রী ধারণ করে।

৫। চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসূরের ডাইল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে কিংবা সমস্তে একত্র করিয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ মুখে প্রলেপ প্রদান করিলে মুখ নির্ম্মল হইয়া পদ্মের ন্যায় শ্রী ধারণ করে।

৬। জীবিত শশকের রক্ত মুখে লেপন করিলেও মুখশ্রী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

৭। শিমূলবৃক্ষের কাঁটা গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখ-লাবণ্য বৃদ্ধি হয়।

৮। মসূরের ডাল গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখশ্রী বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৯। তুষশূন্য যবচূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ ও লোধচূর্ণ এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ মুখে লেপন করিলে মুখকমল নির্ম্মল হইয়া অনুপম সৌন্দর্য্য ধারণ করে।

১০। সোহাগার খৈ মুখে লেপন করিলে মুখ শ্রী-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কেশ অকালে পক্ক হইলে ;—

১। আমলকীর ও আম্রের আঁঠির শাঁস সমভাগে একত্রে পেষণ করিয়া মস্তক কেশশূন্য করতঃ তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিলে মস্তকের শুক্লকেশ অচিরকালমধ্যেই স্নিগ্ধ ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

২। ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজের) পুষ্প ও জবাপুষ্প এই দুইটি দ্রব্য একত্র করিয়া মেষদুগ্ধের সহিত পেষণ করতঃ মেষদুগ্ধের দ্বারা আলেপন করতঃ একটি লৌহপাত্রে করিয়া ভূগর্ভে সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিবে। পরে উহা তুলিয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত আলোড়ন করতঃ রাত্রিকালে মস্তকে লেপন করিয়া কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া রাখিয়া দিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথদ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ কিছু দিন করিলে মস্তক পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ কেশজালে সুশোভিত হইয়া থাকে।

৩। মেটে সিন্দুর, কচি আম্রের আঁঠির শাঁস ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা আপ্লুত করতঃ মস্তকে লেপন করিলে মস্তক নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে।

৪। নিম্বের বীজ পেষণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা সাত দিন ভাবনা প্রদান করিবে। পরে উক্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজরস দ্বারা গুলিয়া মস্তকে মালিশ করিবে। ইহাতে মস্তকস্থ কেশের অকাল পক্কতা বিদূরিত হইয়া থাকে।

৫। কালি কেশুর্ত্তের পাতার রস মস্তকে মালিশ করিলেও কেশের অকালপক্কতা নিবারিত ও কেশ স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

৬। ত্রিফলা, লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ এই কয়েকটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগমূত্র দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লৌহ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে ঈষৎ পক্ক নারিকেল মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য পূরিয়া মুখ বন্ধ করতঃ একমাসকাল রাখিয়া দিবে। পরে ঐ সকল দ্রব্য উহা হইতে বাহির করিয়া রোগীর মস্তক মুণ্ডন করতঃ তাহাতে লেপন করিবে। অনন্তর কদলীপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া সাত দিন রাখিয়া দিবে। সাতদিন পরে উহা খুলিয়া ত্রিফলার কাথদ্বারা মস্তক ধৌত করিবে। ইহাতে মস্তকের কেশ স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

৮। নীলোৎপল ও গব্য দুগ্ধ এই উভয় দ্রব্য একটী লৌহ পাত্রে করিয়া একমাসকাল ভূগর্ভে রাখিয়া দিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া মস্তকে লেপন করিবে, ইহাতে মস্তকস্থ কেশ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

ইন্দ্রলুপ্ত হইলে অর্থাৎ মস্তকে টাক পড়িলে—

১। ইন্দ্রলুপ্ত রোগ অধিক দিনের হইলে ঐ স্থানে সূচী কিম্বা নরুণাদি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল জলের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে ইন্দ্রলুপ্ত অচিরকাল মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। হাতীর দাঁত অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবের লিখিত হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া দগ্ধ করতঃ) সেই ভস্ম ও রসাঞ্জন সমপরিমাণ লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ ইন্দ্রলুপ্তস্থানে লেপন করিবে। ইহাতে ইন্দ্রলুপ্তস্থান অচিরকাল মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণ কেশজালে সুশোভিত হইয়া থাকে।

৩। ভেলা, বৃহতীফল, গুঞ্জামূল কিম্বা গুঞ্জা (কুঁচ) ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি দ্রব্য মধুদ্বারা পেষণ করিয়া ইন্দ্রলুপ্তস্থানে লেপন করিলে অল্প-দিনমধ্যেই সেইস্থানে নিবিড় কেশ জন্মিয়া থাকে।

৪। পক্ব বৃহতী ফলের সহিত গুঞ্জার মূল বা ফল পেষণ করিয়া ইন্দ্র-লুপ্তস্থান ডুমুরাদি পত্রদ্বারা ঘর্ষণ করতঃ কিম্বা নরুণাদি দ্বারা ক্ষত করিয়া উক্ত পিষ্টদ্রব্য লেপন করিবে। ইহাতে ইন্দ্রলুপ্তরোগ দূরীভূত হইয়া ঐ স্থানে ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ জন্মাইয়া মস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

৫। যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মূর্ব্বা (সূচীমুখী) মূল, কৃষ্ণতিল ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ইন্দ্রলুপ্ত-স্থানে প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহাতে ইন্দ্রলুপ্তরোগ অচির মধ্যেই প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬। হাতীর দাঁত পোড়াইয়া ছাই করিয়াও রসাঞ্জন জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ভাল হয়।

৭। প্রতিদিন স্নানের পর একটী তোয়ালে মস্তকে ঘসিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ভাল হইয়া থাকে।

দন্ত-চিকিৎসা

দন্তমূলের মাংস ফুলিয়া উঠিলে এবং বিশেষ বেদনাদি যন্ত্রণা বোধ হইলে—

১। কুড়, মুথা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগ পেষণ করিয়া দন্তের গোড়ায় প্রলেপ প্রদান করিলে দন্তশূল প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। লোধছালের কাথ করিয়া তদ্দ্বারা কুল্লি করিলে দন্তের মাড়ির শিথিলতা ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৩। মধু দুইতোলা, পিপুলের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধব লবণ চারিআনা ও গব্যঘৃত অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল প্রশমিত হইয়া তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণাদি অচিরে নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। বট ও অশ্বত্থের ক্ষীর ও বট এবং অশ্বত্থের ছালের ক্বাথ এবং মধু, ঘৃত ও শর্করা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিলে দন্তশূল প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু বট, অশ্বত্থের ছালের কাথ করিতে হইলে বট ও অশ্বত্থের ছাল সমস্তে দুইতোলা লইয়া ঈষৎঃ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হইবে।

৫। দাঁতের গোড়ায় বেদনা হইলে এবং ফুলিলে হরীতকীর ছাল বেদনাস্থানে বসাইয়া দিলে ভাল হয়।

৬। পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও হিজ্জল ফল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিবে। ইহাতে দন্তশূলরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অকালে দন্তমূল শিথিল হইয়া দন্ত নড়িতে থাকিলে—

১। বকুলবৃক্ষের ছাল দুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা করিলে দন্তমূল পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় হইয়া থাকে। পরন্তু অধিক জলের আবশ্যক হইলে বকুলের ছাল আটতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করিয়া চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল গ্রহণ করিবে।

২। নিমপাতা পোড়াইয়া তাহার অঙ্গারে একটী পাত্র চাপা দিবে, পরে উহা গুড়া করিয়া তাহার সহিত কিছু চা-খড়ি ও কর্পূর মিশাইয়া দন্ত মর্জ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, ঐ মঞ্জন দ্বারা প্রত্যহ দুইবার দন্ত মঞ্জন করিলে দন্ত দৃঢ় হয় ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

৩। বকুল পুষ্প চিবাইয়া মুখে ধারণ করিলেও দন্তমূল অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে।

দন্তমূলে ক্ষত হইলে এবং তাহাতে নালী ঘা থাকিলে—

১। পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ দ্বারা কুলকুচা করিবে। ইহাতে নালী ঘা ও দন্তমূলের ক্ষত প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। জাতিপত্র, ময়নাবৃক্ষের কাঁটা ও কটুকী এই সকল দ্রব্য সমপরি-

মাণে লইয়া জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে দন্তমূলস্থ ক্ষত ও নালী ঘা প্রশমিত হইয়া থাকে।

৩। ঘৃত কিম্বা তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা করিলেও দন্তমূলস্থ নালী ঘা ও ক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে এবং দন্তমূল দৃঢ় হইয়া থাকে।

জিহ্বাগতরোগ-চিকিৎসা।

জিহ্বা অসাড় হইলে অর্থাৎ মধুরাদি রস আস্বাদন করিতে অসমর্থ হইলে ;—

১। মানকচু ভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তিলতৈল এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়ত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দের ছাল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার অসাড়তা নিবারিত হইয়া থাকে।

জিহ্বায় কণ্টকবৎ হইলে ও জিহ্বা ফাটিয়া গেলে ;—

১। শ্বেতসর্ষপ ও সৈন্ধবলবণ এই উভয় দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করতঃ জলদ্বারা গুলিয়া কুলকুচা করিলে জিহ্বার কণ্টকসকল নিবারিত হইয়া কটুরস আস্বাদনেও সমর্থ হইয়া থাকে।

২। শেফালিকাবৃক্ষের মূল জলদ্বারা পেষণ করিয়া পুনরায় আরও অধিক জলের সহিত গুলিয়া কুলকুচা করিলে জিহ্বাগতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। কাঁকড়ার পা দুইতোলা পরিমাণে লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের দুগ্ধ ও অর্দ্ধসের জলদ্বারা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিবে। পরে

অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা করিলে জিহ্বাগত কণ্টক ও অন্যান্য রোগ দূরীভূত হয়। এই রোগে কটুরস অর্থাৎ মরিচ কিম্বা লঙ্কা প্রভৃতি চিবাইয়া মুখে ক্ষণকাল ধারণ করিলেও জিহ্বাগতরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। অপামার্গের মূল আধভরি, পাবড়ী খদির আধভরি ও অর্দ্ধদগ্ধ তুঁতে দুইআনা, জল দিয়া পিসিয়া ঐ পিসিত দ্রব্য গরম জলে গুলিয়া কুল্লি করিলে সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার জড়তা ও ঘা দূরীভূত হয়।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা

কর্ণে অত্যন্ত বেদনা হইলে ও কর্ণের অভ্যন্তরে কট্ কট্ করিলে ;—

১। অর্দ্ধতোলা পরিমাণ আদার রস, চারি আনা মধু ও এক রতি সৈন্ধবলবণ এবং চারিআনা তিলতৈল এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসংযোগে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া অল্প অল্প করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কর্ণশূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। সজিনার মূলের ছালের রস ও তিলতৈল সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করতঃ ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। সিজের পত্র, আকন্দের পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিসন্তাপে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া আকন্দপত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিজপত্রের রস গ্রহণ করিবে। পরে ঐ রস পুনরায় ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কর্ণের বেদনা শান্তি হইয়া থাকে।

৪। আকন্দের পীতবর্ণ সুপক্ব পত্রে গব্যঘৃত লেপন করিয়া অগ্নি-সন্তাপে উষ্ণ করতঃ রস গ্রহণ করিবে। পরে ঐ রস ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় কর্ণে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কর্ণশূলরোগ ও কর্ণের বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে।

কর্ণে ভোঁ ভোঁ শোঁ শোঁ ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ অনুভব হইলে ;—

১। খাঁটি সর্ষপতৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলে কর্ণের উক্ত রোগ দূরীভূত হয়।

২। মালতীলতার পত্রের রস মধু ও গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলেও কর্ণের উক্তরূপ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

কর্ণের মধ্যে পুঁয হইলে ;—

১। শালবৃক্ষের ছালচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, কার্পাস ফলের রস দুইতোলা ও মধু একতোলা এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া কর্ণের মধ্যে ঢালিয়া দিবে, ইহাতে কর্ণ হইতে পুঁযস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

২। সিমপাতার রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণের মধ্যে ঢালিয়া দিলেও কর্ণ হইতে পুঁয নির্গম নিবারিত হইয়া দুর্গন্ধাদি দূরীভূত হয়।

৩। ছাগীমূত্র একছটাক গরম করিয়া সৈন্ধবলবণ আধতোলা মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের পুঁযস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। মৌওয়া ফুল, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূলের ছাল এই সকল দ্রব্য জলদ্বারা পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণ গব্যঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসন্তাপে ঈষৎ উষ্ণ করতঃ কর্ণের বাহিরে অর্থাৎ কর্ণমূলের

চতুর্দ্দিকে প্রলেপ প্রদান করিবে, ইহাতে পূঁযনির্গম ও তজ্জনিত বেদনাদি নিবারিত হইয়া থাকে ।

৫। শম্বুক মাংস সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল সামান্য গরম করিয়া দিবসে ৩।৪ বার কর্ণে দিলে কর্ণের পূঁযস্রাব নিবারিত হয়।

নাসিকারোগ চিকিৎসা।

নাসিকা হইতে হঠাৎ অল্প অল্প রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ;—

১। দাড়িম্বের পুষ্প রগড়াইয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করিবে, পরে ঐ রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলে নাসারোগ অর্থাৎ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

২। তুলসীপত্র শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া নাসরূপ টানিলে পীনসরোগ আরোগ্য হয়।

৩। বাসকপত্রের রস গ্রহণ করিয়া সেই রস নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইলেও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। গোবরের ঘ্রাণ লইলে নাসিকার রক্ত নিবারিত হয়।

চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া চক্ষু হইতে অবিরত জল পড়িতে থাকিলে ;—

১। ভেরেণ্ডাগাছের পাতা, মূল, ছাল ও কণ্টকারীর মূল এই সকল দ্রব্য দুইতোলা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধ পরিমাণ জল মিশ্রিত ছাগদুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ

করিয়া সেই পত্রাদি ছাঁকিয়া ফেলিয়া সেই ক্বাথ চক্ষে সিঞ্চন করিলে উপরি উক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

২। গিরিমাটি দুইআনা, সৈন্ধব লবণ চারিআনা, পিপুল অৰ্দ্ধতোলা ও তগরপাদুকা একতোলা এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া গুলি পাকাইবে, পরে রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে। অনন্তর উক্ত গুড়িকা মধুদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া উক্ত ঘৃষ্ট পদার্থদ্বারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিবে। ইহাতে চক্ষু হইতে জলস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। শুঁঠ ও নিম্বপত্র একত্রে পেষণ করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ পিণ্ডাকার করিবে। ঐ পিণ্ড অগ্নিসংযোগে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া চক্ষের উপরে অল্প অল্প উত্তাপ দিবে, এইরূপ কিছুদিন তাপ প্রদান করিলে চক্ষু হইতে জলস্রাব ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা নিবারিত হইয়া থাকে।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে এবং চক্ষুর অভ্যন্তরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হইলে ;—

১। কাঁচাহরিদ্রার রস দ্বারা নেকড়া ছোপাইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বদা চক্ষু পুঁছিবে, ইহাতে চক্ষুর রক্তবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

২। জীবন্ত গেঁড়ি (শম্বুক) আনিয়া একটী প্রস্তরনির্ম্মিত কিম্বা কাচনির্ম্মিতপাত্রে উহা রাখিয়া দিবে। পরে তাহা হইতে যে জল নির্গত হইবে, সেই জল চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষুর যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া শীতল হয়। এইরূপ তিনচারিদিন করিলেই চক্ষুর উক্তরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

৩। গোলাপজল দ্বারা চক্ষু সর্ব্বদা ধৌত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে গোলাপজল সিঞ্চন করিলেও চক্ষুর যন্ত্রণাদি দূরীভূত হয়।

৪। গরম ভাতে গব্যঘৃত মাখাইয়া চক্ষের উপর স্বেদ দিলে চক্ষের যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়।

৫। চক্ষে ছানি, ঝাপসা দেখা, বার বার কর্ কর্ করা, জলপড়া, পিঁচুটীপড়া, লক্ষণ দেখা গেলে হুকার জলের ঝাপটা দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। চক্ষের মাংস বৃদ্ধি হইলে পদ্মমধুতে লবঙ্গ ঘসিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

শিরোরোগ চিকিৎসা।

১০। খাটী কুড় ও এরণ্ড মূল সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে সত্বরই শিরোরোগ নিবারিত হয়।

২। চিনি ৪ মাষা ও কুঙ্কুম ৪ মাষা এই দুই দ্রব্য ৪ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া নস্য লইলে শিরোরোগ, অৰ্দ্ধশিরঃরোগ এবং সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

৩। শতধৌত ঘৃত মস্তকে মৰ্দ্দন করিলে, এবং কুমুদ ও উৎপলাদি শীতল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শিরোদাহ নিবারিত হয়।

৪। পিলুল, মুথা, শুঁঠ, মধু, শুলফা, নীলোৎপল ও কুড় সমভাগে জলে বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃশূল আশু নিবৃত্ত হয়।

৫। আপাং গাছের রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নস্য লইলে আধকপালে ভাল হয়।

প্রদররোগ চিকিৎসা।

১। দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাকসপাতা, মুথা, চিরেতা, বেলশুঁঠা, ভেলার মুটী (অভাবে রক্তচন্দন) ও কুমুদফুল সমভাগে আধসের জল দিয়া সিদ্ধ হইবে, শেষ আধপোয়া নামিবে, শীতল হইলে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া খাইলে অতি প্রবল শূলযুক্ত, পীত, শ্বেত, লাল, অরুণ, নীল ও শুক্ল প্রদর সত্বর আরোগ্য হয়।

২। ওলটকম্বল মূল মাত্রা দশরতি, ইহার সূক্ষ্মমূল বা বৃহত্তর মূলের ছাল সাতটী গোলমরিচের সহিত বাটীয়া ঋতুর তিন দিবস সেবন করিলে বাধক বেদনার শান্তি ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়। অন্যান্য জরায়ু-সংক্রান্ত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

৩। কুশমূল দুইতোলা বাটীয়া একছটাক চেলিনী জলের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে, রক্তপ্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

৪। গব্যঘৃত এক ছটাক সামান্য গরম করিয়া খাইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৫। বননীলের মূল চারি আনা মাত্রায় আধ ছটাক তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৬। যজ্ঞডুমুরের রস দুই তোলা মধু দিয়া পান করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

যোনিব্যাপ চিকিৎসা।

১। রক্ত জবাফুলের কুঁড়ি একভরি খোলায় অল্প ভাজিয়া বাটীয়া এক ছটাক আমানীর সহিত সেবন করিলে রজঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

২। ঋতু স্নানের পর অশ্বগন্ধ মূল দুই তোলা আধসের জল ও আধপোয়া গব্য দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ হইবে, শেষ আধপোয়া নামিবে; ইহার সহিত সিকি ভরি ঘৃত মিশাইয়া পান করিলে স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিবে।

৩। পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর ফুল চূর্ণ ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যাস্ত্রীও পুত্র লাভ করে।

৪। গোঠেজাত বটগাছের ঈশান কোণের শাখা হইতে দুইটী অঙ্কুর এবং মাষকলাই দুইটী ও শ্বেত সর্ষপ দুইটী দধির সহিত পেষণ করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে পান করিলে স্ত্রীলোকের অচিরাৎ গর্ভ হয়, এবং সেই গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিয়া থাকে।

৫। শঙ্খভস্ম ও হরিতাল সমভাগে কলাবাঘড়ার রসের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে রোম সকল নিপতিত হয়।

গর্ভিণী চিকিৎসা

১। কেশুর, পাণিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানি, যষ্টিমধু, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে, আধসের জলে আধপোয়া দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত আধ ভরি চিনি মিশাইয়া খাইলে বেদনাযুক্ত গর্ভস্রাব-পীড়িতা স্ত্রীলোকদিগের রোগ শান্তি হয়।

২। কুম্ভকারের করমর্দ্দিত হাঁড়ি প্রস্তুত করিবার মাটী আধতোলা, একপোয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত চারি আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ফলিত গর্ভ স্বস্থানস্থ হয়।

৩। পায়রার বিষ্ঠা দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার চালুনি জল এক ছটাক মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রসবান্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বালরোগ।

১। ব্রাহ্মীশাক কলাপাতায় বাঁধিয়া অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার রস সামান্য মধু ও সৈন্ধব লবণ সহ পান করাইলে বালকের কণ্ঠগত শ্লেষ্মা দূর হয় ও দাস্ত পরিষ্কার হয়।

২। তুলসীপাতার রস সামান্য পিপুল চূর্ণ ও মধু দিয়া সেবন করাইলে বালকের কণ্ঠগত শ্লেষ্মা দূর হয়।

৩। কালজীরা সরিষার তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল বুকে মালিস করিলে বালকের কণ্ঠগত শ্লেষ্মা দূর হয়।

৪। বালকের নাভি উত্থিত হইলে একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে গরম করিয়া তাহাতে দুগ্ধ নিক্ষেপ করিবে। সেই গরম মৃৎখণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিলে তাহাতে নাভিশোথ (গোঁড়) ভাল হয়।

৫। থানকুড়ী পাতার রস মধু দিয়া অথবা জামের কচিপাতার রস ও ছাগীদুগ্ধ একত্রিত করিয়া খাওয়াইলে বালকের রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকার।

১। প্রাতঃকালে খালি পেটে একটী হরীতকী, তাহার পর ভোজনের পূর্ব্বে দুইটী বহেড়া, অনন্তর ভোজনান্তে চারিটী আমলকী মধুর সহিত এক-বৎসর ভক্ষণ করিলে মানুষ জরাব্যাধি হীন হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে।

২। ভূমি কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ উহারই রসে ভাবনা দিয়া আধভরি মাত্রায়

গরম দুগ্ধ আধপোয়া ও ঘৃত চারি আনা মিশ্রিত করিয়া খাইলে অত্যন্ত কামোদ্দীপক হয়।

৩। পুরাতন শিমুল বৃক্ষের রস দুই তোলা ও মধু সামান্য, চিনি আধ ভরি মিশ্রিত করিয়া সাত দিন খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হয়।

৪। ছোট শিমুলগাছের মূল চূর্ণ চারি আনা ও তালমূলী চূর্ণ দুই আনা, ঘৃত ও দুগ্ধ সহ সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

৫। তালমূলী চূর্ণ ত্রিশ রতি মাত্রায় মধু দিয়া সেবন করিলে ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হয়।

৬। ঋতু হরীতকী বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। ইহার নাম ঋতু হরীতকী।

৭। শতমূলী দুইতোলা আধসের জল ও আধপোয়া দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ হইবে, শেষ আধপোয়া নামাইবে, পরে ইহার সহিত আধভরি চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতিশয় রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

৮। আলকুশী বীজ চারি আনা কোকিলাক্ষ বীজ চারি আনা ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে অতিশয় রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত

অব্যর্থ মুষ্টিযোগ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট প্রকরণ।

অথ রক্তাতিসার-প্রতিকার ;—

১। বেলশুঁঠ একতোলা ও ছাগদুগ্ধ দেড়পোয়া একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবে। আটতোলা শেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ইহাতে দুই আনা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অসাধ্য রক্তাতিসাররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু ঔষধ সেবনের পর কিছুদিন অত্যন্ত দ্রব ও অত্যন্ত ঝালযুক্ত (লঙ্কাদি) দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

অথ চক্ষুর ছানি প্রতিকার ;—

২। মহিষদুগ্ধ, ভেলারসত্ব, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সঞ্চিত শম্বুকের জল ও জাতিফল এই সকল সমভাগে লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর সেই বটিকা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। ইহাতে চক্ষুর ছানি নিবারিত হইয়া চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরন্তু এই সময় এবং ইহার পরেও কিছুদিন অতি তীক্ষ্ণ আলোক দর্শন বা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আলোকে পাঠাদি বন্ধ করিবে।

৩। কসুমাপত্রের রস ও অশ্বগন্ধাপত্রের রস একত্র করিয়া তাহার দ্বারা ঘেচি কড়ি পাঁচটা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। ইহাতে চক্ষুর ছানি নিবারিত হইয়া থাকে।

চক্ষুর তেজোবৃদ্ধি করা ;—

৪। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ভীমরাজের মূলের রস, গব্যঘৃত, মধু, ছাগদুগ্ধ ও শিশির জল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করতঃ তদ্দারা তাম্রপত্রে ঘেঁচি-

চড়ি ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নির্লোমীকরণ ও সলোমীকরণ ;—

৫। আপাঙ্গের মূল, গোরাচনা ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত বাটিয়া অঙ্গে মাখিলে শরীরে যদি অধিক লোম থাকে তাহা খসিয়া পড়ে এবং লোম না থাকিলে লোম হইয়া থাকে।

শিরঃশূল-প্রতিকার ;—

৬। আলকুশীর মূল কাঁজির সহিত বাটীয়া মস্তকে ঘসিয়া দিলে (মালিশ করিলে) শিরঃশূল ভাল হয়।

৭। ভেরেণ্ডামূল ও কুড় জলদ্বারা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃশূল নিবারিত হয়।

আধ্‌কপালিয়া মাথাধরার প্রতিকার ;—

৮। শ্বেতঅপরাজিতার মূল ঘষিয়া মস্তকে ও কপালে দিলে আধকপালিয়া মাথাধরা বিদূরিত হয়।

৯। বড়পানার মূলের রস নাসিকাদ্বারা টানিয়া লইলে আধকপালিয়া প্রশমিত হয়।

চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধন ;—

১০। বড় পানার সত্ব কাঁচা দুগ্ধের সহিত খাইলে চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

নিদ্রাকরণ ;—

১১। পিপুলমূল ও মুগের ফুল মাথায় বান্ধিলে নিদ্রা হয়।

নিদ্রাবিনাশ প্রকরণ ;—

১২। বৃহতীমূল ও যষ্টিমধুর মূল বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন করিয়া দিলে নিদ্রা নাশ হয়।

১৩। শ্বেত এরণ্ডমূল কাঁজির সহিত বাটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে নিদ্রা নাশ হয়।

কর্ণরোগ-প্রতিকার ;—

১৪। শঙ্খকে ভস্ম করিয়া তাহার চূর্ণ গোমূত্রের সহিত মিশাইয়া কর্ণে ঢালিয়া দিলে কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

১৫। মহাকালের বীজ বাটিয়া সর্ষপতৈল দ্বারা পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলেও কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

দন্তরোগ-প্রতিকার ;—

১৬। কুড়চীর ছাল বাটীয়া তদ্দ্বারা দন্তমূল ধৌত করিলে দন্তরোগ নিবারিত হয়।

দন্তের পোকা বিনাশ করা ;—

১৭। বড়পানার মূল চিবাইয়া কিঞ্চিৎকাল মুখে ধারণ করিলে দন্তের পোকা মরিয়া যায়।

১৮। আদা বাটিয়া দন্তের মূলে রাখিলে দন্তের পোকা মরিয়া যায়।

দন্তপতন নিবারণ ;—

১৯। হিজলের মূল বাটিয়া দন্তের মূলে কিয়ৎকাল রাখিলে শিথিলদন্ত (যাহা নড়িতেছে) দৃঢ় হইয়া থাকে।

২০। পীত বা নীলঝিন্টির পত্র চিবাইলে দন্তমূল দৃঢ় হয়।

২১। পিপুলমূল বাটীয়া দন্তের মূলে কিছুকাল রাখিলে দন্তমূল দৃঢ় হয়।

গলগণ্ড প্রতিকার ;—

২২। বামনহাটীর মূল আতপতণ্ডুলের সহিত বাটীয়া গলগণ্ডে লেপন করিলে অচিরকালোত্থিত গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হয়।

২৩। চিত্রানক্ষত্রে একতোলা অশ্বগন্ধার মূল গলাতে বান্ধিলেও গল-গণ্ডরোগ নিবারিত হয়।

২৪। হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতণ্ডুলের সহিত বাটীয়া গলদেশে লেপন করিলে গলগণ্ডরোগ নিবারিত হয়।

শ্লেষ্ম-কাস-প্রতিকার ;—

২৫। ভোজনান্তের পাত্রাবশেষ লবণ সেবন করিলে শ্লেষ্মাজনিত কাসরোগ প্রশমিত হয়।

শ্বাসকাস-প্রতিকার ;—

২৬। পিপুল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ একত্রে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ সমান পরিমাণ লইয়া ভোজনকালে কয়েক গ্রাস অন্নের সহিত মিশ্রিত করতঃ খাইলে শ্বাসকাস প্রশমিত হয়।

২৭। শুঁঠ, পিপুল ও দেবদারুর গুঁড়া সমান পরিমাণ লইয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাসকাস নিবারিত হয়। পরন্তু এই দেবদারু বেনিয়ার দোকানে বিক্রয় হয়, লোকে দীর্ঘাকার যে বৃক্ষকে দেবদারু কহে তাহা নহে।

২৮। বালা, রক্তচন্দন ও বেণার মূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া বাটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে শ্বাসকাস নিবারিত হয়।

হিক্কাকাস-প্রতিকার ;—

২৯। বহেড়াফলের শাঁস ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমপরিমাণ লইয়া মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কাকাস বিদূরিত হয়।

বমন-প্রতিকার ;—

৩০। নীলোৎপল, বটের ঝুরি, আদা ও বেণারমূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমনরোগ নিবারিত হয়।

বমনের সহিত রক্ত উঠিতে থাকিলে ;—

৩১। বাসকপত্র বাটিয়া কদলীপত্রে করিয়া উষ্ণ করতঃ তাহার রস বাহির করিবে, পরে ঐ রস মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

অথ ক্ষয়রোগ-প্রতিকার ;—

৩২। হরিণের মাংস শুষ্ক করিয়া ছাগদুগ্ধদ্বারা বাটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলেও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

৩৩। শিমূলের মূল বাটিযা মধুর সহিত সেবন করিলেও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

দুষ্টকাস-প্রতিকার ;—

৩৪। ত্রিফলা ও ত্রিকটু সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুদ্বারা সেবন করিলে দুষ্টকাস প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্ত-প্রতিকার ;—

৩৫। কুট্টিত বাসকপত্রের রস মধু ও চিনি দিয়া খাইলে রক্তপিত্তরোগ,

প্রশমিত হয়। পরন্তু, বাসকপত্র হইতে রস বাহির করিবার সময় যেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও জল দেওয়া না হয়।

৩৬। গাম্ভারির মূল বাটিয়া প্রাতঃকালে খাইলেও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অম্লপিত্ত-প্রতিকার ;—

৩৭। কেশুতের পত্র প্রথম ভোজনকালে অন্নের সহিত খাইলে অম্ল-পিত্ত নিবারিত হয়।

৩৮। কুড়চীর মূলের রস ও লেবুর রস এই উভয় তুল্য পরিমাণে দুইতোলা লইয়া লবণদ্বারা প্রাতঃকালে পান করিলে অম্লপিত্ত রোগ নিবারিত হয়।

অজীর্ণরোগোপশম ;—

৩৯। অর্দ্ধতোলা পরিমাণ শুণ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধসের গোদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে প্রাতঃকালে বা ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে খাইলে অজীর্ণতাদোষ নিবারিত হয়। পরন্তু একপোয়া জল ও একপোয়া দুগ্ধ উভয়ে মিলিত দুগ্ধই এস্থলে অর্দ্ধসের দুগ্ধ শব্দে বুঝিতে হইবে এবং শেষ একপোয়া দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ মিছরি মিশ্রিত করা আবশ্যক।

৪০। যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, হরীতকী ও যমানী সমভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণতা দোষ নিবারিত হয়।

বাতাজীর্ণ-প্রতিকার ;—

৪১। নারিকেলের জল সৈন্ধবের সহিত আহারের কিঞ্চিৎ পরে সেবন করিলে বাতাজীর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

অথ অগ্নিবর্দ্ধন ,—

৪২। ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোহাগা, যমানী ও চিতার মূল এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধা-জনন ;—

৪৩। যবক্ষার ও শুণ্ঠিচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্ষুধা হয়।

৪৪। জাম, ছোলঙ্গলেবু, শিরীষ, অপামার্গ (আপাঙ্গ) বীজ ও সর্ষপ এই সকলের চূর্ণ সমভাগে সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ প্রবৃদ্ধ শূল প্রতিকার ;—

৪৫। শুণ্ঠি, যব, এরণ্ডমূল, গোক্ষুরমূল সমপরিমাণে দুইতোলা লইয়া ঈষৎ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হিঙ্গুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে প্রবৃদ্ধ শূলরোগও নিবারিত হয়।

বুকশূল-প্রতিকার ;—

৪৬। মরিচ ও কুড়চীচূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া উষ্ণ জল দ্বারা পান করিলে বুকশূল নিবারিত হয়।

অথ কুক্ষিশূল-প্রতিকার ;—

৪৭। কুষ্মাণ্ডগাছের মূল বাটিয়া শর্করার সহিত খাইলে কুক্ষিশূল নিবারিত হয়।

৪৮। পাণিফলের মূল ঘৃতের সহিত খাইলেও কুক্ষিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ বায়ুশূল-প্রতীকার ;—

৪৯। হিজলের ফল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বায়ুশূল নিবারিত হয়।

অথ প্লীহা-প্রতিকার ;—

৫০। কেতকীপত্রের ক্ষার পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্লীহারোগ প্রশমিত হয়।

৫১। এরণ্ডগাছের মূল ও যব অপ্রসূতা অর্থাৎ বোকনাগরুর সদ্যমূত্রের সহিত বাটিয়া খাইলে প্লীহারোগ প্রশমিত হয়।

৫২। চিরাতার মূল বাটিয়া পাকা রম্ভার ভিতরে পূরিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে উক্তরোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়।

৫৩। প্রাতঃকালে লবণমিশ্রিত জলপান করিলেও উল্লিখিত প্লীহা-রোগ প্রশমিত হয়।

অথ জলদোষ-প্রতিকার ;—

৫৪। গোটা পিপুল সিজের ক্ষীরে মাখিয়া একুশদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, পরে ঐ পিপুল মধুর সহিত সেবন করিলে জলদোষ নিবারিত হয়।

অথ বিসূচিকা (কলেরা) প্রতিকার ;—

৫৫। লবঙ্গ শীতল জলের সহিত বাটীয়া খাইলে বিসূচিকারোগ নিবারিত হয়।

অথ আমবাত-প্রতিকার ;—

৫৬। বিছুটীর পাতা ঘৃতপক্ক করিয়া সেবন করিলে আমবাতরোগ প্রশমিত হয়।

৫৭। রশুন তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে আমদোষ নিবারিত হয়।

৫৮। ব্রাহ্মীশাক গব্যঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও আমবাত রোগ নিবারিত হয়।

পুষ্টিবাতাদি-প্রতিকার ;—

৫৯। শিমূলের মূল কুড়চীর সহিত বাটিয়া খাইলে পুষ্টিবাতাদি নিবারিত হয়।

অথ মেদ-প্রতিকার ;—

৬০। ক্ষীরাইয়ের মূল বাটিয়া আদার সহিত খাইলে মেদ ও তজ্জনিত শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

অথ প্রমেহ প্রতিকার ;—

৬১। কাঁচাহরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ সমপরিমাণে কিঞ্চিৎ পরিমাণ শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্রমেহরোগ নিবারিত হয়।

অথ রক্তাতিসার-প্রতিকার ;—

৬২। আম্রবৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইলেও রক্তাতিসার-রোগ প্রশমিত হয়।

অথ গ্রহণী-প্রতিকার ;—

৬৩। গাঁজার কোমল পত্র বাটিয়া পোড়া বোয়াল মৎস্যের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

৬৪। পাকাবেল ও ভিজা চিঁড়া এই উভয়ে কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত খাইলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু এই চিঁড়াকে পুনঃ পুনঃ জলে ধৌত করিয়া অত্যন্ত পরিষ্কৃত করতঃ বহুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

৬৫। কাঁচা বকুলের ফলের সত্ব এক আনা পরিমাণ লইয়া কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

৬৬। পাকা বেল ইক্ষু চিনির সহিত খাইলেও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৬৭। শ্বেত অপরাজিতার মূল আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত বাটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

সঞ্চিত গ্রহণী ও বায়ুরোগ প্রতিকার ;—

৬৮। শিবজটার মূল মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে সঞ্চিত গ্রহণী ও বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়।

অথ হারিষ-চিকিৎসা—

৬৯। আপাঙ্গের মূল ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে হারিষ নিবা-রিত হয়।

৭০। শিমূলের মূল কাঁজি দিয়া বাটীয়া খাইলেও হারিষরোগ প্রশ-মিত হয়।

৭১। দণ্ডোৎপলের মূল ২১ একুশটা মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলেও হারিষরোগ নিবারিত হয়। অথবা কচি জলপদ্মপত্র কাশীর চিনির সহিত খাইলে হারিষরোগ প্রশমিত হয়।

অথ বাতশিরা (ভাঁড়সি) প্রতিকার ;—

৭২। মালকাঁকড়িয়ার মূল কাঁচা বাটীয়া খাইলে বাতশিরা (ভাঁড়সি) নিবারিত হয়। অথবা মেটে সিন্দুর ও রশুনের রস লাগাইলে ভাঁড়সি নিবারিত হয়।

অথ পা ফাটা প্রতিকার ;—

৭৩। গুড়, তৈল ও লবণ চারিগুণ গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে পাক

করিয়া পায়ে (পাদদেশে লেপিলে) পা ফাটা নিবারিত হয়। আমগাছের আঠা লাগাইলে পাফাটা নিবারিত হয়।

অথ পিত্তনাশক প্রকরণ ;—

৭৪। হেলেঞ্চা (হিংচা) শাকেব সত্ব চিনি ও কাঁচা গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্ত হ্রাস হইয়া হাত পা জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭৫। কিঞ্চিৎ পরিমাণ গব্যঘৃত শর্করার সহিত সেবন করিলে পিত্ত হ্রাস হইয়া থাকে।

৭৬। হরীতকী ও ইক্ষুগুড় গব্যদুগ্ধের সহিত খাইলে পিত্তরোগ প্রশমিত হয়। পটোলপত্রের রস মধু দিয়া খাইলে পিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

অথ বায়ু-প্রতিকার ;—

৭৭। তেউড়ির মূল চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে বায়ু প্রশমিত হয়।

৭৮। শিমুলের ছাল বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলেও বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

৭৯। দধি ও ইক্ষুগুড় একত্রে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বায়ুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮০। চেলেনির জল চিনির সহিত সেবন করিলে বায়ুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৮১। ছোট এলাচি ও পিপুল গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে ঊর্দ্ধগ বায়ু নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ উন্মাদ-প্রতিকার ;—

৮২। শুণ্ঠী, পিপুল ও দেবদারু চূর্ণ করিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

৮৩। স্নান করিয়া ময়ূর, কুক্কুট ও পায়রার মল, হরিতাল ও ধুতুরার বীজ এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণকরতঃ ভিজা মাথায় মালিশ করিলে উন্মাদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অথ কামলা-প্রতিকার ;—

৮৪। আঁকড়ের মূল জল দিয়া বাটিয়া নস্য গ্রহণ করিলে কামলারোগ প্রশমিত হয়।

৮৫। জায়ফল ও মরিচ সমপরিমাণে বাটিয়া খাইলে কামলারোগ নিবারিত হয়।

৮৬। শিমূলের মূল, আদা ও ইক্ষুগুড় এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে ঘোলের সহিত বাটিয়া খাইলে কামলারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। পরন্তু এস্থলে গুড় বলিতে পুরাতন ইক্ষুগুড় বুঝিতে হইবে।

৮৭। ঘৃতকুমারীর মূল বাসি জলদিয়া বাটীয়া নস্যগ্রহণ করিলে কামলা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ পিত্তকামলা প্রতিকার ;—

৮৮। কেশুরিয়ার সত্ব কাঁজির সহিত কিংবা সর্ষপতৈলের সহিত ঘষিয়া চক্ষুর ভিতর দিলে পিত্তকামলা প্রশমিত হয়।

অথ রক্ত ও পিত্তজন্য কামলার প্রতিকার ;—

৮৯। বাসকের মূলের রস মধু ও শর্করার সহিত খাইলে রক্ত ও পিত্ত জন্য কামলা প্রশমিত হয়।

অথ পালাজ্বর-প্রতিকার ;—

৯০। পালাজ্বরের দিনে নিশুণ্ডীমূল গলায় বান্ধিলে পালাজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

৯১। চিরতা ও আমলকীর মূল মাথায় বান্ধিলেও পালাজ্বর নিবারিত হয়।

অথ ডাকিনী-প্রতিকার ;—

৯২। আলকুশীর মূল নাকে সুঁকিলে কিংবা গলায় বান্ধিলে ডাকিনী ছাড়িয়া যায় ও উক্তদোষ প্রশমিত হয়।

৯৩। রোহিতমৎস্য রবিবারে ধরিয়া তাহার পিত্ত মরিচের গুঁড়িতে মাখিয়া শুখাইয়া তদ্দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে ভূত ও প্রেত ছাড়িয়া যায়।

অথ বালক রক্ষাপ্রাপ্তি ;—

৯৪। কুড়, বচ ও অগুরু একত্র করিয়া বালকের গলায় বান্ধিলে বালক রক্ষা পায় অর্থাৎ বালকদিগের যে পেচোয় পায়, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ কুষ্ঠ-রোগ প্রতিকার ;—

৯৫। ছাতিমের ছাল বাটীয়া ত্রিকটুর সহিত একুশদিন সেবন করিলে অচিরেই কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৯৬। শিমূলের মূল বাটিয়া জামীরের রসের সহিত পান করিলে অচিরোৎপন্ন কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ শ্বেতকুষ্ঠ-প্রতিকার ;—

৯৭। ওকড়ার বীজ গোমূত্র সহ বাটিয়া শ্বেতকুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে উহা নিবারিত হইয়া থাকে।

৯৮। শিমূলের মূল ও আপাঙ্গবীজ গোমূত্রসহ বাটিয়া শ্বেত কুষ্ঠে লেপন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিদূরিত হইয়া শরীর পূর্ব্বের ন্যায় হয়।

অথ বিষহর-প্রকরণ ;-

৯৯। মরিচ বাটিয়া সিন্দুর ও নবনীত সহ লেপন করিলে বিষ বিদূরিত হয়।

অথ দদ্রুরোগ প্রতিকার ;—

১০০। ছোটএলাচের বীজ বাটিয়া ঘোলের সহিত দদ্রুস্থানে লেপন করিলে দদ্রুরোগ প্রশমিত হয়।

১০১। সোন্দালের মূল বা পত্র কাগজীলেবুর বা গোড়ালেবুর রসের সহিত বটিয়া দাদ চুল্‌কাইয়া উহাতে লেপন করিলে দদ্রুরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। চুলকাইবার সময় শুষ্ক গোময় অর্থাৎ ঘুটিয়াদ্বারা চুলকাইতে হইবে।

গন্ধক ও কেরাসিন একত্রে পিশিয়া দাদে লাগাইলে দাদ ভাল হয়।

ব্রণ-প্রতিকার ;—

১০২। বিল্বপত্র ও নির্ব্বিষীর মূল বাটিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণরোগ প্রশমিত হয়।

১০৩। মহিষের বাছুরের বিষ্ঠার গুঁড়ি ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ প্রশমিত হয়।

১০৪। পিপুল ও কাল গিমে বাটিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ প্রশমিত হয়।

১০৫। শসার বীজ ও লবণ কাঁজিসহ বাটিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ প্রশমিত হয়।

অথ ঘায়ের পোকা মারণ ;—

১০৬। শিবজটা খাইলে ঘায়ের পোকা মরে।

অথ কাটাঘায়ের রক্ত হরণ ;—

১০৭। আপাঙ্গের মূল অথবা দূর্ব্বাঘাস বাটিয়া কাটাঘায়ে দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

১০৮। ধুতুরার পত্র বাটিয়া কাটাঘায়ে প্রলেপ দিলে ঘায়ের রক্ত বন্ধ হয়।

অথ কাটা ঘা শুষ্কীকরণ ;—

১০৯। পাপ্‌ড়ি খদির অথবা ত্রিফলা ভস্ম চূর্ণ করিয়া কাটাঘায়ে দিলে ঘা শুকাইয়া যায়।

১১০। কাঁচাহরিদ্রা ও মরিচ বাটিয়া কাটা ঘায়ে লেপন করিবে, উহাতে জ্বালা করিবে না ও অল্পকাল মধ্যে কাটা ঘা শুখাইয়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

১১১। কেশরাজ বাটিয়া কাটাঘায়ে দিলে শুকাইয়া যায়।

অথ সর্পবিষ নিবারণ ;—

১১২। ডুমুরের মূল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

১১৩। ক্ষুদিয়া নটের মূল মরিচসহ বাটিয়া খাইলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

১১৪। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল বাটিয়া বাসি জলের সহিত সেবন করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

১১৫। ভুঁইকুমড়ার গাছের মূল বাটিয়া খাইলে সর্পের বিষ অচিরে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ বোড়াসর্পের বিষনাশন ;—

১১৬। আঠিয়াকলার, (বীচিকলার) মূল তিনখানি, তিনটি মরিচের সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে লেপন করিলে বোড়া সাপের বিষ নিবারিত হয়।

অথ ঘায়ের বিষ নিবারণ প্রকরণ ;—

১১৭। কেশরাজ বাটীয়া ঘায়ে লেপিলে বিষ নিবারিত হয়।

১১৮। সালুক বাটিয়া খাইলে বিষ নিবারিত হয়।

অথ কুকুর দংশন বিষোপশমন ,—

১১৯। মহাকালের মূল বাটিয়া কাঁজির সহিত লেপন করিলে উক্ত বিষ নষ্ট হয়। অথবা কুকুরের গাত্রে যে তামাবর্ণ মাছি থাকে, তাহা একটী ধরিয়া পাকা কলার ভিতর দিয়া খাইলে উক্ত বিষ নষ্ট হয়।

অথ ছুঁচার বিষনাশন ;—

১২০। আমরুলী বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ নষ্ট হয়।

অথ সকলপ্রকার বিছার বিষ প্রতিকার ;—

১২১। পুষ্যানক্ষত্রে দূর্ব্বার মূল বাটিয়া খাইলে সকল বিছার বিষ নষ্ট হয়।

অথ মধুমক্ষিকা-বিষ নিবারণ ;—

১২২। সৈন্ধবলবণ দষ্টস্থানে লেপন করিলে উক্ত বিষ নিবারিত হয়।

অথ সকল জন্তুর বিষ-নাশ প্রকরণ ;—

১২৩। ছোলঙ্গ, হরিদ্রা, বকুলছাল, মঞ্জিষ্ঠা এবং দারুহরিদ্রা এই সকল সমপরিমাণে বাটিয়া লেপন করিলে সকল জীবের বিষ নষ্ট হয়।

অথ গাছুয়াবিছার বিষ প্রতিকার ;—

১২৪। লবণ কাঁজির সহিত বাটিয়া লেপন করিলে গাছুয়া বিছার বিষ নিবারিত হয়।

অথ অগ্নিদগ্ধ প্রতিকার ;—

১২৫। জীরা, হরীতকী, ধূপ ও ধনিয়া এই সকল একত্র করিয়া

বাটিয়া ঘৃতে পাক করিয়া দগ্ধস্থানে লেপন করিলে অগ্নি দগ্ধ নিবারিত হইয়া থাকে।

১২৬। যবের গুঁড়ী তিলতৈলে পাক করিয়া কটুতৈল সহ লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। অথবা পাথরকুচী পাতা বাটিয়া দিলে ঐ ফল হয়।

অথ গাত্র দুর্গন্ধ-নিবারণ ;—

১২৭। বেলের ছাল, সোণালু (সোঁদাল), শিরিষ ও লোধ এই সকলের ছাল বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

১২৮। অর্জ্জুনপুষ্প ও লোধছাল বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

১২৯। শিমূলের মূল যমানী সহ বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

১৩০। অশোকের মূল ও আপাঙ্গের মূল শ্বেতচন্দন সহ বাটিয়া গাত্রে মাখিলে এবং তাহার কিয়ৎপরিমাণে পান করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

অথ কক্ষ-দুর্গন্ধ প্রতিকার ;—

১৩১। আম্রবৃক্ষের ছাল ও শঙ্খ ভস্ম চূর্ণ কিঞ্চিৎ জলের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া কক্ষে মালিশ করিলে কক্ষের দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে।

গাত্র স্থূলীকরণ ;—

১৩২। অশ্বগন্ধ ও মরিচ সমপরিমাণে লইয়া বাটিয়া দুগ্ধসহ খাইলে গাত্র স্থূল হয়।

বলবান হইবার ঔষধ ;—

১৩৩। আমলকী সূক্ষ্মগুঁড়া দুগ্ধ সহ প্রতিদিন পান করিলে একমাসে বলবান হয়।

১৩৪। শতমূলীর সত্বে আমলকী সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ ও শর্করাসহ পান করিলে বলবান্ হয়।

১৩৫। অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ বাটিয়া দুগ্ধ সহ পান করিলে বলবান্ হয়। পরন্তু অগ্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিয়া অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর বীজ এই উভয়কে বাটিতে হইবে।

১৩৬। শীতকালে অশ্বগন্ধার মূল গব্যদুগ্ধ সহ বাটীয়া খাইলে বলবান্ হয়।

অথ উকুন বিনাশ প্রকরণ,—

১৩৭। পানের রস পদতলে অথবা মস্তকে লেপন করিলে মাথার উকুন মরিয়া যায়।

অথ ছারপোকা, দংশ ও মশক মারণ প্রকরণ;—

১৩৮। বড়কাঁকড়ার খোলাতে আকন্দের তৈলসহ প্রদীপ জ্বালিলে ছারপোকাদি মরিয়া যায়।

১৩৯। গৃহমধ্যে শুষ্ক আকন্দপাতার ধূম দিলে ছারপোকা মরে ও ইন্দুর গৃহ হইতে পলায়ন করে।

অথ সর্পদংশন নিবারণ;—

১৪০। শ্বেত লাঙ্গলিয়ার মূল পুষ্যানক্ষত্রে হস্তে ধারণ করিলে সর্পদংশন হইতে ভয় থাকে না।

স্তনে দুগ্ধ হইবার প্রকরণ;—

১৪১। ভুঁইকুমড়ার মূল বাটীয়া গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিলে স্তনে দুগ্ধ হয়।

১৪২। সুন্দরী মূল বাটিয়া খাইলে স্তনে দুগ্ধ হয়।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু মাসে মাসে না হইলে (যদি গর্ভ প্রযুক্ত বন্ধ না হয়) ;—

১৪৩। জবাপুষ্প কাঁজির সহ বাটিয়া খাইলে তাহাতে যথানিয়মে ঋতু হইয়া থাকে।

ক্ষয়রোগ প্রতিকার ;—

১৪৪। ভূমি আমলকী, মধু ও শর্করা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া খাইলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব রোগ নিবারণ ;—

১৪৫। পায়রার বিষ্ঠা দুইআনা মাত্রায় চেলেনির জলসহ খাইলে, অকালে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে। কুঁড়ার সহিত আতপ চাউল পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া চেলেনি জল গ্রহণ করিতে হইবে।

অথ যোনি-শূল প্রতিকার ;—

১৪৬। দুইতোলা খোসাশূন্য উত্তমরূপ পুষ্ট যবকে ঈষৎ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া গব্য ঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়।

অথ যোনি-দোষ প্রতিকার ;—

১৪৭। পদ্মবীজ, মূলার বীজ, বেণারমূল ও মুথা একত্রে বাটিয়া তৈলে মাড়িয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনিদোষ নিবারিত হয়।

অথ বাধক-দোষ প্রতিকার ,—

১৪৮। অনন্তমূল, বাসকের মূল ও রক্তশালীতণ্ডুল একত্র করিয়া কাঁজির ও দুগ্ধ সহ ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে বাধকদোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

১৪৯। পানি শিউলীর মূল বাটিয়া ঋতুকালে সেবন করিলে বাধকদোষ নিবারিত হয়।

অথ গর্ভদোষ প্রতিকার ;—

১৫০। শ্বেত আকন্দেরমূল রবিবারে আনিয়া কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়।

১৫১। পলাশের মূল বাটিয়া গব্যঘৃতের সহিত ঋতুকালে পাইলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়।

১৫২। নূতন নাগেশ্বরপুষ্প গুড়া করিয়া গব্যদুগ্ধ সহ ঋতুকালে খাইলে স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকে।

অথ গর্ভস্রাব নিবারণ ;—

১৫৩। আপাঙ্গের বীজ বাটিয়া, আতপতণ্ডুলের জলের সহিত গর্ভকালে সেবন করিলে অকালে গর্ভস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

ও রক্তশালীতণ্ডুল একত্র করিয়া কাঁজির ও দুগ্ধ সহ ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে বাধকদোষ নিবারিত হইয়া থাকে।